উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,১৩৭.৯০ (-২২২৬.৭৯)

নিফটি : ২২,১৬১.৬০ (-৭৪২.৮৫)

২৬ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর মাওবাদীর মৃত্যু হচ্ছে। আত্মসমর্পণও করছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় ২৬ জন মাওবাদী ধরা দিলেন।

» ৭

গ্যাসের দাম বাড়ল ৫০ টাকা

মধ্যবিত্তের জন্য বড় ধাক্কা। রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত দাম কার্যকর হবে।

» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৭°	৩৬°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২২°	২১°

দার্জিলিংয়ে শ্রীলীলার হাত ধরে টানাটানি

» ১০

শিলিগুড়ি ২৫ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 8 April 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 318

২০ সেকেন্ডে উধাও ২০ লক্ষ কোটি টাকা

মুম্বই, ৭ এপ্রিল : আশঙ্কাই সত্যি হল। শেয়ার বাজারে ফিরে এল 'ব্ল্যাক মনডে।' ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক নীতির জেরে মিলে গেল বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস। আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা তো বটেই, শেয়ার বাজারে প্রবল রক্তক্ষরণ হল ভারতেও।

বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সোমবার দ্রুত পড়তে শুরু করে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সূচক বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। লেনদেন শুরু হওয়ার মাত্র ২০ সেকেন্ডের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের ২০ লক্ষ কোটি টাকার মূলধন বাজার থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। সেনসেক্স পড়ে ৩,১০০ পয়েন্ট। নিফটির পতন প্রায় সাড়ে আটশো পয়েন্ট। বেলা বাড়ার পর পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও দিনের শেষে সেনসেক্স দাঁড়ায় ৭৩,১৩৭ পয়েন্টে। যা আগের দিনের চেয়ে ২,২২৬ পয়েন্ট কম। পতনের হার হয় ২.৯৫ শতাংশ।

ব্ল্যাক মনডে

কোন দেশে কত পতন

দেশ	সূচক	পতন
ভারত	সেনসেক্স	২.৯৫%
জাপান	নিক্কেই	৬.৫%
চিন	সাংহাই কম্পোজিট	৬.২%
হংকং	হ্যাং সেং	৯.৮%
আমেরিকা	ডাওজোন্স	১.৯%

অন্যদিকে, ৭৫৮ পয়েন্ট কমে ২৩,১৪১ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয় নিফটি। সূচকের পতন ৩.১৭ শতাংশ। বড়, মাঝারি, ছোট সব ধরনের শেয়ারের দাম পড়েছে। ১৪ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটেও হাহাকার। খাদে নেমে যায় আমেরিকার শেয়ার সূচক ডাওজোন্স। পতন ঘটে ৭২০ পয়েন্ট। প্রায় ২ শতাংশে পৌঁছোয় পতনের হার।

যদিও এমন ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নয়। প্রায় চার দশক আগে ১৯৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর আমেরিকার শেয়ার বাজার এরকমই আরেকটি 'ব্ল্যাক মনডে'র সাক্ষী হয়েছিল। ৩৮ বছর আগের ওই দিনটিতে ডাওজোন্স ২২.৬ শতাংশ পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয় ওয়াল স্ট্রিট। এবারের রক্তক্ষরণের জন্য অবশ্য ট্রাম্পকে দুষছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ট্রাম্প কিন্তু শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও নিজের যুক্তিতে অনড়। বুধবার থেকে পারস্পরিক শুল্কনীতি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'শেয়ার বাজার কতটা প্রভাবিত হবে, সে ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে পদক্ষেপ না করলে কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হবে না।' এরপর দশের পাতায়

আশ্বাস ও অনিশ্চয়তা

চাকরিহারাদের দাবি

- সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন
- যোগ্যদের পরিচ্ছন্ন তালিকা নিয়ে রিভিউয়ে যেতে হবে
- পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বরখাস্তের চিঠি নয়
- ততদিন স্বপদে বহাল রাখতে হবে
- এই সময়ের মধ্যে নতুন করে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া চলবে না
- চাকরিহারারা আবার পরীক্ষা দেবেন না
- সব বিরোধী দল যেহেতু সহমর্মী, তাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে হবে

মমতার আশ্বাসবাণী

- যোগ্য একজনেরও চাকরি যাবে না
- যোগ্যদের চাকরিতে কোনও ছেদ পড়বে না
- দু'মাসের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা
- সুপ্রিম কোর্টে ব্যাখ্যা চাইব
- সরকার কাউকে ছাঁটাই করেনি। সবাই স্কুলে যান
- আদালত অন্য কিছু বললে বিকল্প এ টু জেড ভাবা আছে
- যোগ্যদের বিষয় আগে দেখব। তারপর বাকিদের কথা ভাবব
- অযোগ্য কাদের বলা হচ্ছে, তা দেখবে সরকার

চোখের জলের হয় না কোনও দাম। সোমবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কাঁদছেন চাকরিহারা তরুণী।

স্কুলে গিয়ে ভলান্টারি সার্ভিস দিন, বার্তা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, তাঁর এ টু জেড প্ল্যান রেডি আছে। তাঁর কথায়, 'আমি বেঁচে থাকতে যোগ্য কারও চাকরি খেতে দেব না।' কিন্তু চাকরিহারারা আশ্বস্ত হলেন কি? বরং কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সোমবারের বৈঠক শেষে চাকরিহারাদের জটলায় ঝরে পড়ল অনাস্থাই। ইতিউতি আলোচনা চলল, 'প্ল্যান বলে লাভ নেই। আমরা অপরাধী নই, তাই অপরাধের দায় নেব না।'

কিন্তু বিরোধীদের ভূমিকা নিয়েও আশ্বস্ত নন চাকরিহারা শিক্ষকরা। নেতাজি ইন্ডোরের বাইরে আলোচনা শোনা যায়, 'আমরা অসহায় অবস্থায় পড়লাম। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং কয়েকজন আইনজীবী, যাঁদের আমাদের চাকরি খাওয়ায় ভূমিকা ছিল, তাঁরা হা-হুতাশ করছেন। তাঁরাও বলছেন, আমাদের প্রতি অবিচার হয়েছে। আদতে তাঁরা সহমর্মী নাকি আমাদের হতাশা নিয়ে মার্কেটিং করছেন, তা জানতে আমরা চাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হোক।'

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, চাকরিচ্যুতদের হাহাকারের মধ্যে সোমবার নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বঞ্চিতদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষক সংকটে স্কুলে স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এই আবেদন। যদিও সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কিংবা স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন থাকল চাকরিহারাদের মধ্যে।

ক্ষুব্ধ চাকরিহারারা তাই সোমবার সন্ধ্যা থেকেই শহিদ মিনারের পাদদেশে লাগাতার অবস্থানে বসেছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের কেউ না থাকলেও সাহিত্যিক আবুল বাশার, এরপর দশের পাতায়

পাহাড়ে ৩১৩ শিক্ষকের বেতন বন্ধের নির্দেশ

রিমি শীল ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেআইনিভাবে নিযুক্ত ৩১৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধের কড়া বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়ে রাজ্যকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সোমবার রাজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'এই ৩১৩ জনের বেতন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আপনারা কী পদক্ষেপ করছেন জানান। তিনদিনের মধ্যে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। না হলে আদালত নির্দেশ দিতে বাধ্য হবে।'

ওই শিক্ষকদের নিয়োগের প্রসঙ্গে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'ওই শিক্ষকদের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ রয়েছে? এঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? একজন ক্লাস এইট পাশ শিক্ষক যদি হাইস্কুলে পড়ান, তাহলে কী বলার আছে? আপনারা এখন যদি বলেন, এঁদের পরিবার ও সন্তানের কথা চিন্তা করতে, তাহলে আপনাদেরও বুঝতে হবে এঁদের জন্য শিশুদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখনই এঁদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। রাজ্য এঁদের বেতনের ভার কেন বহন করবে?' বৃহস্পতিবারের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড এরপর দশের পাতায়

বিচারপতি সরলেন, ঝুলে টেটের মামলা

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মামলা হল না বটে, কিন্তু উদ্বেগ কাটল না প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। শেষ পর্যন্ত সোমবার হাইকোর্টে মামলাটির শুনানিই হল না। যে শুনানি নিয়ে আশানিরাশার দোলাচলে ছিলেন ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণরা। এসএসসি নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ায় এই টেট উত্তীর্ণরাও শঙ্কায় আছেন। কিন্তু সোমবার মামলাটিতে তাঁদের হেস্তনেস্ত হতে পারে বলে অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।

কিন্তু মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সৌমেন সেন। সেক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন। ২০২৩ সালে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ২০১৬ সালের ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করেছিলেন। যাঁরা ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হন।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকারের আবেদন বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চে ছিল। এরপর দশের পাতায়

সং সেজে মাগন আদায়। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

ঋণ শোধ কীভাবে, চিন্তায় চাকরিচ্যুতরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : সংসার চলবে কী করে? লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ শোধ হবে কীভাবে? স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে কি পাহাড়প্রমাণ আর্থিক, মানসিক, পারিবারিক চাপের সুরাহা হবে? চাকরিহারা শিক্ষকদের মুখে এখন এসব প্রশ্ন ঘুরছে। তাই নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসের পরও চাকরি খোয়ানো শিক্ষকরা যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত খড়িবাড়ি ব্লকের শ্যামগঞ্জজোত হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক পুলক মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী চাকরি হারিয়েছেন। পুলকের স্ত্রী ইন্দ্রাণী তারকনাথ সিন্দুরবালা হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষিকা। বিয়ের পর দুজনে শিবমন্দিরে জমি কিনে বাড়ি করার জন্য ব্যাংক থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। স্কুলের সমবায় থেকেও ওই দম্পতি ঋণ নিয়েছেন। চাকরি বাতিলের রায়ে তাঁদের দিশেহারা অবস্থা। পুলকের কথায়, 'প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা ঋণের কিস্তি দিই। দুজনের বেতনের হিসাব করে ভেবেছিলাম এই ঋণ শোধ করে ফেলতে পারব। কিন্তু আগামী মাস থেকে আর বেতন পাব কি না, সেটাই এখন জানি না। বেতন না পেলে কী কী সমস্যা হবে সেটা ভেবে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।'

ঘটনার পর স্কুলে যাওয়া পুলক বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্কুলে আবার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর দশের পাতায়

দিনমজুরও এখন কোটিপতি

{ চোপড়া ও ইসলামপুরজুড়ে বালি মাফিয়াদের কোটি কোটি টাকার সাম্রাজ্য। নজরানা, বখরা, মাসিক বন্দোবস্ত- সব ঘিরে যেন রিল দুনিয়ার থ্রিলার সিরিজ। মৃতপ্রায় মহানন্দার একের পর এক খাদান ঘুরে লিখছেন অরুণ ঝা। **আজ দ্বিতীয় কিস্তি** }

চোপড়া, ৭ এপ্রিল : রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'। তাঁর বাণীর আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ কতজনের মধ্যে ঘটেছে, তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। কিন্তু চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে মাফিয়ারা আক্ষরিক অর্থে বুঝে গিয়েছে, 'টাকা বালি আর বালিই টাকা'।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক কর্তা তো বলেই বসলেন, 'এসব অবৈধ খাদান যে রমরমিয়ে চলছে তা কি কারও অজানা? সকলেই তো সব জানেন। আমরাও জানি। কিন্তু চাইলেও গভীরে দাঁত ফোটানো যাচ্ছে না।'

দুই ব্লকের একের পর এক নদী বালি ও মাটি মাফিয়াদের দৌলতে কার্যত শেষ হতে বসেছে। বালি তুলতে পকলিন মেশিনের অবৈধ ব্যবহার ভূগর্ভস্থ জলস্তর ও নদীর বাস্তুতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছে। চিতলঘাটার দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সে বলছে, 'স্যর বালি তোলার মেশিন যখন রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চলে, এলাকায় ঝাঁকুনি অনুভব করি। নদীর আর কিছুই নেই।'

ভূমি দপ্তর সূত্রেই খবর, বালি পাচার রুখতে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত দুটি শিফটে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশ, প্রশাসনের আধিকারিকদের নাকা চেকিং চলে। কিন্তু রাত দুটোর পর থেকে প্রায় ১৫ ঘণ্টা বালিবোঝাই লরি ও ডাম্পারের গতিবিধির উপর নজরদারি নেই বললেই চলে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দুটি ব্লকেই বালি তোলা হয় সন্ধে নামার পর।

সোনাপুরের মহানন্দা নদী সংলগ্ন একটি গ্রামে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। একের পর এক বিলাসবহুল বাড়ি নজরে পড়ার মতো। প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়ির সামনে খালি ও বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর দাঁড়িয়ে। এমনকি বাঁশঝাড়েও বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর গন্তব্যে পৌঁছানোর অপেক্ষা করছে। এরপর দশের পাতায়

হাপতিয়াগছে সাব-ক্যানাল পার করছে ডাম্পার।

ভিডিও কলের পরে বিষপানে মৃত্যু যুগলের

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ৭ এপ্রিল : পরিচয় থেকে প্রেম। কিন্তু সম্পর্ক পরিণতি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, কোনও এক পক্ষের পরিবারের মত নেই। আর সেই টানাপোড়েন চরম আকার নিল শনিবার। বন্ধুকে ভিডিও কল করে আত্মহত্যা যুগলের। মৃতদের নাম ফুলটুস মণ্ডল এবং রাখি মণ্ডল। ফুলটুস মণ্ডলের বাড়ি বামনগোলা থানার খোয়ারডাঙ্গা এলাকায়। অন্যদিকে রাখি মণ্ডলের বাড়ি বামনগোলা থানার রাখালপুকুর এলাকায়। রাখি বামনগোলা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পেশায় দিনমজুর ছিল ফুলটুস মণ্ডল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর দুর্গাপুজো থেকে দুজনের পরিচয়। আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় প্রেমপর্ব। মৃত যুগলের বাড়ি বামনগোলা থানা এলাকায়। দুজনে গাজোল থানার আগমপুর এলাকার একটি আমবাগানে গিয়ে বিষপান করে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। আত্মহত্যার আগে দুজনেই তাদের কোনও এক বন্ধুকে ভিডিও কল করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও সেই বন্ধুর কোনও পরিচয় সামনে আসেনি। ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে স্থানান্তরিত করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই রবিবার রাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

মৃত ফুলটুসের মা উজ্জ্বলা রানি মণ্ডলের অভিযোগ, 'মেয়ের পরিবার এই প্রেম মেনে নেয়নি। আর ওই কারণেই তারা একসঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। গত শনিবার গাজোল থানার আগমপুর এলাকায় দুজনে একসঙ্গে তাদেরই এক বন্ধুকে ভিডিও কলের পর বিষ পান করে।

দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ছিল কিনা বলতে পারব না। ওই তরুণ তাদের মেয়েকে বিষ খাইয়ে নিজেও বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে।

গোকুল মণ্ডল
মৃত রাখি মণ্ডলের বাবা

গত রাতে মালদা মেডিকেলে মেয়ে এবং ছেলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।'

মৃত রাখি মণ্ডলের বাবা গোকুল মণ্ডলের দাবি, 'দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ছিল কিনা বলতে পারব না। ওই তরুণ তাদের মেয়েকে বিষ খাইয়ে নিজেও বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে।' এদিকে এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যুগলের দুই এলাকাতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মরাগাঙে।। *আলিপুরদুয়ারের বক্সাকামারিতে প্রসেনজিৎ দেবের তোলা ছবি।*

পার্সেল নিতে দুয়ারে পিওন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : রানারের আধুনিক সংস্করণ এখন পাড়ায় পাড়ায়। কখনও মোটরবাইকে, কখনও আবার ই-রিকশা চেপে তাঁরা পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের দুয়ারে। রেজিস্টার্ড পোস্ট থেকে পার্সেল বুকিং করছেন তাঁরা। ওজন করা থেকে টাকা গুনে নেওয়া, সঙ্গে রসিদ দেওয়ার কাজ করছেন তাঁরা অনায়াসে। ভ্রাম্যমাণ এই ডাক পার্সেল পরিষেবা চালু হওয়ায়, এখন তেমন আর অনেককে পোস্ট অফিসে ছুটতে হচ্ছে না। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরে ডায়াল করলেই, বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন ডাকপিওন। ডাক বিভাগ সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা শহরেই ভ্রাম্যমাণ এই ডাক পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে মহকুমা এবং ব্লক স্তরেও এই পরিষেবা চালু করা হবে। উত্তরবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল চাংতে লালফাক জাওয়ালা বলেন, 'খুব কম খরচেই এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গজুড়েই ভ্রাম্যমাণ ডাক পার্সেল পরিষেবা ডাক বিভাগ দিচ্ছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এ যেন দুয়ারে ডাকপিওন। ডাক বিভাগের একটি নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে ফোন করলেই জলপাইগুড়ি শহর এলাকা ও শহরতলিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়ে পার্সেল বুকিং করে আনছেন

ভ্রাম্যমাণ ডাক

- উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা শহরেই এই ডাক পরিষেবা
- রেজিস্টার্ড পোস্ট থেকে পার্সেল বুকিং করছেন পিওনরা
- বাইক, ই-রিকশা করে বাড়ি থেকেই পার্সেল বুক
- ওজন হিসেবেই পিওনদের টাকা দিতে হচ্ছে

পিওনরা। ডাক পার্সেল ও মোবাইল নম্বর লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে ই-রিকশা করে তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন পার্সেল বুক করতে। নিচ্ছেন স্পিড পোস্ট, রেজিস্টার্ড চিঠিও। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিল ডাক বিভাগ? জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘরের সহকারী পোস্ট মাস্টার অভিজিৎ সরকার বলছেন, 'অনেক প্রবীণ এবং অসুস্থ মানুষ আছেন, যাঁদের ডাকঘরে যেতে খুব কষ্ট হয়। সঙ্গে বেশি ওজনের পার্সেল থাকলে তাঁদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। মূলত তাঁদের কথা চিন্তা করে এই পরিষেবা চালু করলেও, এখন অনেকেই এর সুবিধা নিচ্ছেন।'

জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ওষুধের দোকান এই পরিষেবার মধ্যে দিয়ে গ্রাহকদের কাছে ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছে। কেননা, বেসরকারি কুরিয়ার সংস্থার থেকে ডাক বিভাগের পরিষেবায় খরচ কম এবং নিশ্চয়তা বেশি। তবে সোম থেকে শুক্রবার এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, ডাক বিভাগে যাঁরা টাকা জমান, করোনাকালে তাঁদের টাকা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল ডাক বিভাগ। বিভিন্ন জায়গায় শিবিরও করেছিল। উপকৃত হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। এই ভ্রাম্যমান ডাক পরিষেবা থেকেও মানুষ উপকৃত হবেন।

হতাশার মাঝে ভিনরাজ্যে চাকরি

নাগরাকাটা, ৭ এপ্রিল : সুপ্রিম রায়ে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। সেই হতাশার মাঝে আশার আলো দেখিয়েছে মেটেলি সংলগ্ন এলাকার বাগানের ১৫ জন তরুণ। তাঁরা মেটেলি আইআইটি থেকে কোর্স শেষ করেই কর্ণাটক, অসম, সিকিম, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার নানা কারখানায় কাজ পেয়েছেন।

২০২২ সালে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের কোর্স চালু হয়। চাকরি পাওয়া ১৫ জনই ওই ব্যাচের। প্রথম ব্যাচের সকলেই চাকরি পাওয়ায় খুশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক থেকে অন্য অংশীদাররাও। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহম্মদ ইরফানের বক্তব্য, 'কেউ যদি মনোযোগ সহ আইটিআই বিভিন্ন কোর্স পাশ করে তাহলে তার কাজের অভাব থাকবে না। প্রথম ব্যাচের ১৫ জনের কর্মসংস্থান সেটাই প্রমাণ করল।'

ওই প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত জব ফেয়ার থেকেই বিভিন্ন কোম্পানি ওই ১৫ জনকে নিয়েছে। প্রথমে ৮ জন বিভিন্ন রাজ্যে কাজে যোগ দেন। বাকি সাতজন সবেমাত্র বেঙ্গালুরুতে নিজেদের কর্মস্থলে গিয়েছেন। ওই সাতজন সোলার প্যানেল তৈরির কোম্পানিতে কাজের পাশাপাশি কর্ণাটক সরকারের অধীন কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ থেকে নিজেদের ট্রেডের ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করবেন। এখন স্টাইপেন্ড পেলেও ডিপ্লোমার কোর্স শেষে বেতন পাবেন ৩০-৩৫ হাজার টাকা।

যে ৭ তরুণ বেঙ্গালুরুতে গিয়েছেন তাঁরা হলেন চালসার অ্যাবেল ব্যারেটো কেরকেট্টা, রাজদীপ ওরাওঁ ও জয়দীপ ওরাওঁ, নাগেশ্বরী চা বাগানের সোনুকুমার মিশ্র, নাগরাকাটার সন্দীপ দোরজি, ইনগু চা বাগানের অতীশ পর্জা ও জুরন্তী চা বাগানের লোকেশ টিগ্গা। তাঁদের মধ্যে ৪ জন ইলেক্ট্রো মেকানিক ও ৩ জন ইলেক্ট্রিসিয়ান ট্রেডের ওপর কোর্স করেছেন।

চা বাগান এলাকায় তরুণদের এমন সাফল্যে খুশির পরিবেশ। মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বিদ্যা বারলা বলেন, 'শ্রমিক পরিবারের নতুন প্রজন্মের এই উত্তরণ এককথায় দৃষ্টান্তমূলক। আমরা চাইছি, আরও বহু ছেলেমেয়ে এভাবে বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে গ্রহণ করে জীবনে সফল হোক।'

অ্যাফিডেভিট

আমার মাধ্যমিক শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় আমি গত 04/04/25 তারিখে J.M. 1st কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Kumar Subhankar Narayan; S/o Kumar Sailendra Narayan এবং Kumar Suvankar Narayan; S/o - Sailendra Narayan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/114795)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৫/ মার্চ/০১, তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং. সিই/কন/বিএইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১-এর বিপরীতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইলেক্ট/১৮৪, তারিখ : ০৩-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯৫; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে- এসএসই/ইলেক্ট/তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় টাউন, মারিয়ানি জং, শিমলুগুড়ি জং, ফরকাটিং জং, নর্থ লখিমপুর (ফেজ-II) -এর অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারে স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটারের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৩,৫৬,৫৮,৯৪০.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,২৮,৩০০/- টাকা; ক্রম. নং.-২; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) তিনসুকিয়ায় - টাইপ-III কোয়ার্টারের পরিবর্তে পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = ৭ টি ইউনিট। (২) তিনসুকিয়া ডিভিশনে - তিনসুকিয়ায় - স্টাফ কোয়ার্টারে বিভিন্ন স্টাফ সুবিধার উন্নতি টাইপ-II কোয়ার্টার = ৪ ইউনিট এবং টাইপ-III = ৩ ইউনিট। (৩) নিউ তিনসুকিয়ায় - টাইপ-III কোয়ার্টার দ্বারা পুরোনো কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = ৪টি ইউনিট। (৪) মারিয়ানি জংশনে- টাইপ-III কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = ৪টি ইউনিট। টেন্ডার মূল্য : ৩২,৯৩,২৭৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬৫,৯০০/- টাকা; ক্রম. নং.-৩; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯৭; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) তিনসুকিয়া ডিভিশনে - ডিব্রুগড়শহরে- টাইপ-II কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = বোরিবেল কলোনিতে ৬টি ইউনিট এবং টাইপ-III = কেশবুরম কলোনিতে ২টি ইউনিট। (২) তিনসুকিয়া ডিভিশনে - ডিব্রুগড় টাউন - টাইপ-II কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = বোরিবেল কলোনিতে ৬টি ইউনিট এবং টাইপ-III = কিরাওলি কলোনিতে ২টি ইউনিট। (৩) তিনসুকিয়া ডিভিশনে- ডিব্রুগড় টাউনে - টাইপ-III কোয়ার্টার দ্বারা পুরাতন কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন = ৪টি ইউনিট। টেন্ডার মূল্য : ২৮,৪৩,৮৯৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ৫৬,৯০০/- টাকা; ক্রম. নং.-৪; টেন্ডার নং : এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৯৮; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) ম্যাকসেলেকে: বালাস্টসাইডিংয়ের জন্য নতুন সার্কুলেটিং এরিয়া এবং অ্যাপ্রোচ রোডের প্রস্তাব এবং বিদ্যমান সার্কুলেটিং এরিয়া এবং অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন। (২) শিলাপাথারে পণ্য পরিবহন এলাকা এবং সংযোগ সড়কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৪৬,১৭,৫২৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৯৪,০০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ২৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

Our Own School (CBSE) Daniha. Azamnagar. Katihar Need teachers and staff. English-teacher (BA B.Ed) Sanskrit-teacher (BA B.Ed) Accountant (B.Com) Hostel warden (Lady) Contact no. 7029753447. (A/B)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা। কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116016)

•

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির জন্য সিকিউরিটি ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/- থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে, O.T + PF + ESI সরাসরি জয়েনিং 9775539686. (C/116017)

উৎসব/অনুষ্ঠান

আগামী 25শে এপ্রিল 2025 শুক্রবার বিকাল 5.30 মিঃ থেকে দীনবন্ধু মঞ্চ হলে কলাশ্রী অধ্যাপক-শ্রী প্রলয় সাহা এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী) পরিচালনায় কলাশ্রী ছাত্রছাত্রীর দ্বারা এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। Ph. - 9749565089, 9832621114. (C115776)

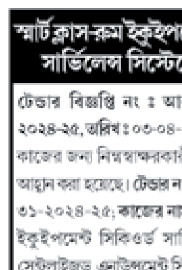

আজ ও কাল আলিপুরদুয়ার
পরশু মালবাজার
১১.৪ শিলিগুড়ি
১২/১৩ জলপাইগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটিন
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক
শ্রীদেবাচার্য্য
যোগাঃ 9434317391/9163667741

স্মার্ট ক্লাস-রুম ইকুইপমেন্ট সিকিওর্ড সার্ভিলেন্স সিস্টেমের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএন-এসটি-৩১-২০২৪-২৫, তারিখ : ০৩-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : আরএন-এসটি-৩১-২০২৪-২৫; কাজের নাম : স্মার্ট ক্লাস-রুম ইকুইপমেন্ট সিকিওর্ড সার্ভিলেন্স সিস্টেম, সেন্ট্রালাইজড এনটাইটেলমেন্ট সিস্টেম -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫৭,৮২,৮৭১.৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,১৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন ও এসএমভিটি বেঙ্গালুরু, কলকাতা ও ডিব্রুগড় এবং কলকাতা ও শিলচর-এর মধ্যে

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল, ০৫৯৩২/০৫৯৩১ ডিব্রুগড়- কলকাতা - ডিব্রুগড় স্পেশাল ও ০৫৬৩৯/০৫৬৪০ শিলচর- কলকাতা - শিলচর স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন স্পেশাল			০৬৫৬৫ ০৬৫৬৬	মালদা টাউন- এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
রবি	–	২৩.৪০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	১২.৪৫	–	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াড়া	২২.৪৫	২২.৫৫	বৃহস্পতি
মঙ্গল	০১.৪৫	০১.৫০	ভুবনেশ্বর	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৭.১৫	০৭.২৫	খড়্গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫	
	১১.২২	১১.২৪	বর্ধমান	২০.৫১	২০.৫৩	বুধ
	১৬.৩০	–	মালদা টাউন ↑	–	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজাপুরম, বঙ্গারাপেট, জলারপেট্টাই, কাটপাদী, রেনিগুন্টা, গুডুর, ওঙ্গোলে, রাজামুন্দ্রী, দুভভাদা, কোট্টাভালাসা, ভিজিয়ানাগ্রাম, শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুরদা রোড, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, ডানকুনি, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), রামপুরহাট এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫** : ১৩/০৪, ২০/০৪ ও ২৭/০৪/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০৩ টি ট্রিপ। **মালদা টাউন থেকে ০৬৫৬৬** : ১৬/০৪, ২৩/০৪ ও ৩০/০৪/২০২৫ তারিখ (বুধবার) = ০৩ টি ট্রিপ। **গঠন** : এসি-২টিয়ার — ০৪, এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি — ০৬, এসি-৩ টিয়ার — ০৫ এবং পাওয়ার কার — ০২ = ১৭ টি কোচ। **ক্যাটেগরি** : মেল/এক্সপ্রেস।

০৫৯৩২/০৫৯৩১ ডিব্রুগড় - কলকাতা - ডিব্রুগড় স্পেশাল

ডিব্রুগড় - কলকাতা স্পেশাল			০৫৯৩২ ০৫৯৩১	কলকাতা - ডিব্রুগড় স্পেশাল		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শনি	–	১৭.২০	↓ ডিব্রুগড়	০৬.৩০	–	মঙ্গল
রবি	০৫.১৫	০৫.২০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৯.০০	১৯.০৫	সোম
	১২.০৫	১২.১৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৩.৪৫	১৩.৫৫	
	১৭.১০	১৭.২০	মালদা টাউন	০৯.১০	০৯.২০	
	০০.৩০	–	কলকাতা ↑	–	০২.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে ধেমাজি, নর্থ লখিমপুর, হারমতী জংশন, বিশ্বনাথ চারিআলি, রঙ্গাপাড়া নর্থ, উদালগুড়ি, রঙিয়া, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, আলুয়াবাড়ি রোড, কিসানগঞ্জ, বারসোই, নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম, ব্যান্ডেল এবং নৈহাটি জংশন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : ডিব্রুগড় থেকে ০৫৯৩২** : ১২/০৪, ১৯/০৪, ২৬/০৪, ০৩/০৫, ১০/০৫, ১৭/০৫, ২৪/০৫, ৩১/০৫, ০৭/০৬, ১৪/০৬, ২১/০৬ ও ২৮/০৬/২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ১২ টি ট্রিপ। **কলকাতা থেকে ০৫৯৩১** : ১৪/০৪, ২১/০৪, ২৮/০৪, ০৫/০৫, ১২/০৫, ১৯/০৫, ২৬/০৫, ০২/০৬, ০৯/০৬, ১৬/০৬, ২৩/০৬ ও ৩০/০৬/২০২৫ তারিখ (সোমবার) = ১২ টি ট্রিপ। **গঠন** : এসি-২টিয়ার — ০২, এসি-৩ টিয়ার — ০৬, স্লিপার শ্রেণি — ০৭, দ্বিতীয় শ্রেণি (এলএস) — ০৪, পাওয়ার কার — ০১ এবং এলএসএলআরডি — ০১ = ২১টি কোচ। **ক্যাটেগরি** : মেল/এক্সপ্রেস।

০৫৬৩৯/০৫৬৪০ শিলচর- কলকাতা - শিলচর স্পেশাল

শিলচর-কলকাতা স্পেশাল			০৫৬৩৯ ০৫৬৪০	কলকাতা-শিলচর স্পেশাল		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	–	০৫.০০	↓ শিলচর	২৩.৫০	–	শনি
	১৫.২৫	১৫.৪০	গুয়াহাটি	১২.৩০	১২.৩৫	
শুক্র	০০.৩০	০০.৪০	নিউ জলপাইগুড়ি	০১.৪৫	০১.৫৫	শুক্র
	০৪.৫০	০৫.০০	মালদা টাউন	২১.০০	২১.১০	
	১২.০৫	–	কলকাতা ↑	–	১৩.১৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বদরপুর, নিউ হারাঙ্গাজাও, নিউ হাফলং, মইবং, লামডিং, লঙ্কা, হোজাই, কামাখ্যা, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, গোসাইগাঁও হাট, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, ধূপগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড, কিসানগঞ্জ, বারসোই, কুমেদপুর, নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ জংশন, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম, ব্যান্ডেল এবং নৈহাটি জংশন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : শিলচর থেকে ০৫৬৩৯** : ১০/০৪, ১৭/০৪, ২৪/০৪, ০১/০৫, ০৮/০৫, ১৫/০৫, ২২/০৫, ২৯/০৫, ০৫/০৬, ১২/০৬, ১৯/০৬ ও ২৬/০৬/২০২৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ১২ টি ট্রিপ। **কলকাতা থেকে ০৫৬৪০** : ১১/০৪, ১৮/০৪, ২৫/০৪, ০২/০৫, ০৯/০৫, ১৬/০৫, ২৩/০৫, ৩০/০৫, ০৬/০৬, ১৩/০৬, ২০/০৬ ও ২৭/০৬/২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ১২ টি ট্রিপ। **গঠন** : এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩ টিয়ার — ০৪, স্লিপার শ্রেণি — ১৩ এবং জিএসএলআর — ০২ = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি** : মেল/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আবর্জনা সাফাইয়ে নয়া উদ্যোগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ এপ্রিল : শহরে আবর্জনা সাফাইয়ের হিসেব রাখতে খাতা-কলমের দিন শেষ হতে চলেছে। এবার থেকে অনলাইনের মাধ্যমেই চলবে সমস্ত নজরদারি। আবর্জনা সাফাই করতে গিয়ে সমস্যা কিংবা কোথায় কাজ হল সমস্ত তথ্যই স্বচ্ছসাথী নামক অ্যাপে আপলোড করতে হবে। কীভাবে সেই কাজ হবে সেবিষয়ে সোমবার কোচবিহার জেলায় ছয়টি পুরসভা ও আলিপুরদুয়ার পুরসভার নির্মলসাথীদের প্রশিক্ষণ দিল স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি।

কোন জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ হল, কোথায় আবর্জনা সংগ্রহ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, কারা রাস্তায় আবর্জনা ফেলছে সবকিছুতেই নজর রাখা হবে ওই অ্যাপের মাধ্যমে। পাশাপাশি, আবর্জনা সাফাই নিয়ে কর্মীদের ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগের ওপরও নজর রাখা হবে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'অনলাইনে নজরদারি চললে ফাঁকি দেওয়া সহজেই ধরা সম্ভব হবে। কেউ আবর্জনা সাফাইয়ে সহযোগিতা না করলে সেটাও ধরা পড়বে ওই অ্যাপে।'

রাজ্যজুড়েই আবর্জনা সাফাইয়ে ওই অ্যাপ কাজ করবে। কোচবিহারে সাত-দশদিনের মধ্যে সেটি চালু হবে। তার আগে সমস্ত প্রক্রিয়ার বিষয়ে এদিন নির্মলসাথীদের কোচবিহার পুরসভার হলঘরে সুডার নয়জন আধিকারিক প্রশিক্ষণ দেন। শিবিরে কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ ও আলিপুরদুয়ার শহরের তিনজন করে নির্মলসাথী এদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

কোচবিহার পুরসভার এক আধিকারিক জানালেন, ওই অ্যাপে 'অসহযোগী বাড়ি' নামে একটি অপশন রয়েছে। কোনও বাড়ি থেকে আবর্জনা সাফাইয়ে সহযোগিতা না পাওয়া গেলে ওই অপশনে গিয়ে বাড়ির নাম নথিভুক্ত করবেন নির্মলসাথীরা। পাশাপাশি কোথায় কাজ হল, কখন হল সমস্ত বিষয়েই অ্যাপে তথ্য আপলোড করবেন তাঁরা। আবার সাফাইকর্মীরা নিয়মিত বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন কি না, কোন এলাকায় কাজ করছেন সেই বিষয়েও মত জানানোর সুযোগ থাকছে ওই অ্যাপে। উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেক্টর সহ আইটি বিভাগ তদারকি করবে। এমন উদ্যোগে পুরসভা এলাকাগুলি কতটা পরিষ্কার থাকে সেদিকেই তাকিয়ে নগরবাসী।

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar (W.B)

Notice Inviting e - Tender

Ph. No: 03564-291838

Online Bids through GEM Portal are invited for Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar (W.B) for supply of items for the period from 1st July 2025 to 30th June 2026. Eligible bidders, reputed firms, experience retailers, distributors, business concerns dealing with the particular class of goods registered with GST and with up to date GST, I.Tax & P.Tax clearance may participate in the bid for the supply of items.
All the bids must be duly supported & tagged with necessary certificate and Earnest money in favour of Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha. Online bid on GEM Portal will be available from 08.04.2025 and will remain live as per GeM schedule. Online bid will be opened as per the Gem scheduled. The Chairman PAC reserves the right to accept or reject any bid at any time without assigning any reason.
For more information kindly visit Vidyalaya website https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/ALIPURDUAR/en/home/

Sd/-
PRINCIPAL

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/01/2025-26, Dt. 04/04/2025

Last date and time for bid submission-21/04/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

রেলওয়ে হাই স্কুল, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ

নং. ইআরএইচএস/এসবিজি/কন্ট্রাক্ট টিচার/২০২৫ তারিখ ০৪.০৪.২০২৫

রেলওয়ে হাই স্কুল, পূর্ব রেলওয়ে, সাহেবগঞ্জে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের থেকে স্ব-প্রত্যয়িত উপযুক্ত নথিসহ নির্ধারিত বয়ানে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। যোগদানের তারিখ থেকে ১১ (এগারো) মাস অথবা নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হবে, সময়কালে মাধ্যমিক স্তরে ক্লাস নেওয়ার জন্য এই নিয়োগ করা হবে। আবেদনের জন্য নির্ধারিত বয়ান এখানে দেওয়া ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। আবেদনপত্র স্কুলের ঠিকানা "নর্থ কলোনি, গুন্ড সদর হাসপাতালের বিপরীতে এবং পোস্ট ও জেলা - সাহিবগঞ্জ, ঝাড়খণ্ড, পিন-৮১৬১০৯"-তে ডাকযোগে অথবা স্কুলের ড্রপ বক্সে জমা করতে হবে। **আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল, ২০২৫।** শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবেদন বাছাই করা হবে। বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউয়ের সঠিক তারিখ এবং সময় যোগ্য প্রার্থীদের ইমেলের মাধ্যমে জানানো হবে এবং স্কুলের ওয়েবসাইট ও স্কুলের নোটিশ বোর্ডেও তা প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য, ইন্টারভিউ-এর পরে প্রার্থীদের একটি ক্লাস ডেমোনস্ট্রেশন দিতে হবে।

পদের বিভাগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং পারিশ্রমিক নিচে উল্লেখ করা হলো:-

ক্রম নং.	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সাবজেক্ট কম্বিনেশন	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১.	টিজিটি (পিওর সায়েন্স)	০১	গণিত/পদার্থবিদ্যা/রসায়ন (অনার্স),	১) এনসিইআরটি-র রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ডিগ্রি কোর্স-এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক ডিগ্রি। ২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড অথবা সমমানের ডিগ্রি। ৩) সিবিএসই কর্তৃক পরিচালিত সিটেট পার্ট-II উত্তীর্ণ। ৪) ইংরেজি/হিন্দিতে শিক্ষকতা করার দক্ষতা
২.	টিজিটি (বায়ো সায়েন্স)	০১	বায়োলজি/পদার্থবিদ্যা/রসায়ন (অনার্স)	
৩.	টিজিটি (ইংরাজী)	০২	ইংরাজী (অনার্স)	
৪.	টিজিটি (সোশ্যাল সায়েন্স)	০১	ইতিহাস/ভূগোল/অর্থনীতি (অনার্স)	নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যেকোনো দুটির কম্বিনেশন থাকা উচিত, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান (একটি অবশ্যই ইতিহাস অথবা ভূগোল হতে হবে) ২. অন্যান্য শর্তাবলী ক্রম নং. ১-এর মতোই হবে।
৫.	ফিজিক্যাল এডুকেশন (পিটিআই)/টিজিটি	০১	ফিজিক্যাল এডুকেশন	যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের স্পেশালাইজেশন ডিগ্রি
৬.	কম্পিউটার সায়েন্স (টিজিটি)	০১	কম্পিউটার সায়েন্স	যেকোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটারে বি.সি.এ/এম.সি.এ/বি.আই.টি/বি.এসসি. অথবা গণিত বিষয়সহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতক এবং কম্পিউটারে ০৩ বছরের ডিপ্লোমা। ২. যেকোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড.

● **কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা (সকল পদের জন্য)** : যেকোনো সিবিএসই/আইসিএসই অনুমোদিত স্কুলে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের জ্ঞান ● **বয়সসীমা (সকল পদের জন্য)** : ৬০ বছরের কম ● **পারিশ্রমিক (সকল পদের জন্য)** : প্রতি মাসে ২৬,২৫০/- টাকা।

● **শর্তাবলী** : ১. নির্বাচন পদ্ধতি - নির্ধারিত তারিখে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে হবে। ২. আবেদনকারীদের শুধুমাত্র নির্ধারিত বয়ানে আবেদন করতে হবে। ৩. নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগের তারিখ থেকে ১১ (এগারো) মাসের জন্য স্কুলে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হবে এবং তারপরে প্রয়োজন ও সন্তোষজনক কাজের উপর ভিত্তি করে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই চুক্তির সময়ের মধ্যে যে কোনও সময় এক মাস আগে নোটিশ দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষকদের চুক্তি বাতিল করার অধিকার স্কুল কর্তৃপক্ষের রয়েছে। যদি চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শারীরিক বা মানসিকভাবে অকার্যকর বা অক্ষম বলে প্রমাণিত হন তবে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের সাথে সাথে চুক্তি তৎক্ষণাৎ বাতিল করা যেতে পারে। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের, রেলওয়েতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়মিতকরণ বা নিয়োগের কোনও অধিকার প্রদান করা হবে না। ৪. থাকার ব্যবস্থা, ছুটি, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা হবে না। ৫. নির্বাচিত প্রার্থীরা স্কুলের সময় এবং স্কুলের অন্যান্য নিয়মকানুন মেনে চলবেন। ৬. এক মাসেরও কম সময়ের জন্য নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে শুধুমাত্র আনুপাতিক হারে বেতন দেওয়া হবে। ৭. চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত শিক্ষক অবকাশকালীন বেতন পাবেন না এবং বেতন আনুপাতিক হারে গণনা করা হবে। ৮. যদি কোনও নিয়মিত শিক্ষককে শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়, তাহলে এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা যেতে পারে। ৯. একাধিক পদের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রতিটি পদের জন্য পৃথক আবেদন জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তির তারিখে সিটেট/টেট শংসাপত্রের বৈধতা থাকতে হবে। ১০. বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in (division>Malda>recruitment page দেখুন) এবং স্কুলের ওয়েবসাইট (www.easterrailwayhighschoolsahibganj.com)-এ পাওয়া যাবে। ১১. চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অন্য যেকোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ● **প্রয়োজনীয় নথিপত্র** : ১. প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল সার্টিফিকেট, জেরক্স কপিসহ এবং নির্ধারিত বয়ানে আবেদনপত্র সাথে আনতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। ২. দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ৩. জন্ম তারিখ এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র, যদি থাকে, তবে তা জমা দিতে হবে। ৪. আধার এবং প্যান কার্ডের জেরক্স কপি।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজ্যের দাবিতে ফের সক্রিয় হচ্ছেন গুরুং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের ময়দানে নামার ইঙ্গিত দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং। সোমবার দার্জিলিংয়ে তিনি বলেছেন, 'অনেকেই বলছেন, আমার রাজনৈতিক জীবন নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা হাস্যকর। তাঁদের মনে রাখতে হবে, আমি বাঘের (পড়তে হবে পুলিশ-সিআইডির) মুখ থেকে ফিরে এসেছি।' তাঁর সংযোজন, 'আমি নিজের মাটি, জাতিকে বিক্রি করে রাজনীতি করিনি। আমার জাতির ভালোর জন্য প্রথম দিন থেকে লড়ছি। আগামীতেও লড়ব। আমার লড়াই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সবাই দেখতে পাবেন।'

বিমলের এই মন্তব্য ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার বক্তব্য, পাহাড়ে কোনও নেতা একবার সরে গেলে তিনি আর ফিরে আসতে পারেন না। বিমল গুরুংও এর ব্যতিক্রম নন।

২০০৭-এর অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর পাহাড়ের রাজনীতিতে শেষ কথা ছিলেন বিমল। কিন্তু গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে হিংসাত্মক আন্দোলন করতে গিয়ে খুন, অস্ত্র মজুত, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ নানা মামলায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। গ্রেপ্তারি থেকে বাঁচতে পাহাড় ছেড়ে আত্মগোপনও করেন। এরপর বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা মোর্চার রাশ নিজেদের হাতে নেন। এই দুই নেতা পাহাড়ের রাজনীতিতে বিমলকে 'অতীত' করতে চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেননি।

২০২০ সালের শেষ দিকে তৃণমূলের হাত ধরে পাহাড়ে ফিরেছেন বিমল। কিন্তু সেই হারানো মাটি আর ফিরে পাননি। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, মিরিক-কোথাও এখন আর আগের মতো জনসমর্থন নেই বিমলের। তিনি পাহাড়ে ফেরার পরে পুর, পঞ্চায়েত, জিটিএ, বিধানসভা ভোট হয়েছে। কিন্তু কোনও ভোটেই মোর্চা প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এদিকে, সামনেই বিধানসভা ভোট। বিমলের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বর্তমানে বিজেপির জোটসঙ্গী। সম্প্রতি পাহাড় নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা বৈঠকে অংশ নিয়ে

> অনেকেই বলছেন, আমার রাজনৈতিক জীবন নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা হাস্যকর। তাঁদের মনে রাখতে হবে, আমি বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেছি। আমার জাতির ভালোর জন্য প্রথম দিন থেকে লড়ছি। আগামীতেও লড়ব।
>
> **বিমল গুরুং,** *সুপ্রিমো, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

ফিরেছেন তিনি। আর পাহাড়ে ফিরেই ফের হুংকার বিমলের। তিনি বলেছেন, 'আন্দোলন করতে গিয়ে আমাকে পাহাড় ছেড়ে কীভাবে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে, সেটা কারও অজানা নয়। আমি ছিলাম, আছি, থাকব। পাহাড়ের দাবি আদায় না করে আমি সরছি না।'

এবিষয়ে বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কটাক্ষ, 'বিমলের দলে বর্তমানে ক'টা লোক রয়েছেন? রোশন গিরি ছাড়া বাকি সবাই তো অন্য দলে চলে এসেছেন। বিমল আগে নিজের দল চালানোর জন্য কিছু লোকজন নিন। তারপর না হয় বাঘ, সিংহ এসব বলবেন।'

আবার এসো মা... বাসন্তীপুজোর ভাসানে। সোমবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ডিজিটাল ক্লাসরুম

নকশালবাড়ি, ৭ এপ্রিল : নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে সোমবার চালু হল আরও একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম। আগে ২টি ডিজিটাল ক্লাসরুম ছিল। নতুন ক্লাসরুমটির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নীতীশ ঘোষ। প্রধান শিক্ষক বলেন, আপাতত শুধু দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ডিজিটাল ক্লাসরুমে বসানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সেরকম না থাকায় সব পড়ুয়াকে ডিজিটাল ক্লাসরুমে পড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

দোকানে চুরি

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : গয়নার দোকানে চুরির অভিযোগ উঠল। রবিবার রাতে ফুলবাড়ি বাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার সকালে দোকানে এসে চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন ব্যবসায়ী গৌতম সরকার। নিউ জলপাইগুড়ি থানা ঘটনার তদন্ত করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গৌতমের দোকানের সামনে এক ব্যক্তি ফুল বিক্রি করছিলেন। তিনি দেখেন, দোকানের টিনের চাল কাটা। খবর দেওয়া হয় গৌতমকে। তিনি এসে শাটার খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখতে পান, দোকানের ভেতরের শোকেস ভাঙা। গৌতম বলেন, 'দোকানে রুপো ও সোনার গয়না ছিল। তা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল ঠিকই, কিন্তু চোর কাপড় দিয়ে ক্যামেরা ঢেকে দিয়েছিল।'

চাকরিহারাদের জন্য পরীক্ষা স্থগিত

জটেশ্বর, ৭ এপ্রিল : চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদেরও স্কুলে এসে ক্লাস নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সহকর্মীকে হারানোর পর ফালাকাটার প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতিবাদ জানালেন কর্মবিরতি পালন করে। তার ফলে সেই স্কুলের প্রায় ৪০০ পড়ুয়ার পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেল।

বর্তমানে ওই স্কুলে ইউনিট টেস্ট চলছে। এদিন ছিল চতুর্থ পরীক্ষা। স্যরদের প্রতিবাদে এদিন যে তাদের পরীক্ষা দেওয়া হবে না, তা আগে থেকে জানতও না পড়ুয়ারা। স্কুলে আসার পর জানতে পারে যে তাদের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে ১২ এপ্রিল নেওয়া হবে। খালি তাই নয়। এদিন পড়ুয়াদেরও শামিল করা হয় বিক্ষোভে। তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় প্ল্যাকার্ড। স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পড়ুয়ারা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায় ঘণ্টা দুয়েক। মাঠে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল আনুফা পারভিন নামের এক পড়ুয়া। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কেন বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। উত্তরে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি সেই খুদে। কেন যে সেই দুজন স্যর স্কুলে আসছেন না, সেটাও সে ভালো করে জানে না। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া কৌশিক রায় আবার খানিকটা জানে। বিক্ষোভের কারণ জানতে চাইলে তার জবাব, 'দুজন স্যর স্কুল থেকে চলে গিয়েছেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে বলছি আমরা।'

এভাবে কি পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়ে আন্দোলন করা যায়? এবিষয়ে সাবধানি মন্তব্য করেছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম। বলেন, 'প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে চাইব। তার আগে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' আর প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সান্যাল বলেন, 'শিক্ষকরা তাঁদের সহকর্মীদের জন্য পেন ডাউন করেছেন। পরীক্ষা নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আমি প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেন ডাউন করিনি। কিন্তু আমার তো করারও কিছু ছিল না। পড়ুয়াদের বাড়িতে চলে যেতে বলেছি।'

শব্দদানবে অতিষ্ঠ তিলক রোড

হেলদোল নেই ওয়ার্ড কমিটির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করার জন্য বিদ্যুতের খুঁটিগুলিতে মাইক লাগানো হয়েছিল। সেই মাইকই এখন তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্চগ্রামে বাজছে মাইক। আর সেই মাইকের জেরে ওষ্ঠাগত প্রাণ এলাকার বাসিন্দাদের।

তিলক রোড এলাকায় রয়েছে দুটি নার্সিংহোমও। মাইকের শব্দে সেখানে ভর্তি থাকা রোগীদের সমস্যাও হচ্ছে। যদিও 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব খোদ ওয়ার্ড কমিটির। স্থানীয়দের অভিযোগ, কখনো-কখনো রাত বারোটা পর্যন্ত মাইক বাজানো হচ্ছে। কিন্তু এলাকার তৃণমূল নেতাদের রোষে পড়ার ভয়ে স্থানীয়রা প্রতিবাদে মুখ খুলতে পারছেন না। কেবল আড়ালে বলছেন, কান ঝালাপালা হলেও কিছু করার নেই।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বছর দেড়েক আগে ওয়ার্ডজুড়ে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি কেন্দ্র করে মাইক লাগানো হয়েছিল। ওয়ার্ড কমিটির দাবি, ওয়ার্ডবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতন করতেই মাইকগুলো লাগানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে তাতেই গান বাজানো হয়েছে বাসন্তীপুজো উপলক্ষ্যে। এলাকায় থাকা একটি হোটেলে প্রায়ই কাজের সুবাদে আসেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলছিলেন, 'সন্ধ্যার দিকে সেখানে গেলে মাইকের আওয়াজে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি জানি না এসবের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা কী করে থাকেন!'

> **'ডোন্ট কেয়ার'**
>
> - ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বছর দেড়েক আগে মাইক লাগানো হয়েছিল।
> - কয়েকদিন ধরে তাতেই গান বাজানো হয়েছে বাসন্তীপুজো উপলক্ষ্যে
> - তিলক রোড এলাকায় রয়েছে দুটি নার্সিংহোম
> - মাইকের শব্দে সেখানে ভর্তি থাকা রোগীদের সমস্যা হচ্ছে
> - যদিও 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব খোদ ওয়ার্ড কমিটির

ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ অবশ্য দাবি, 'ওই মাইক সারাবছর বাজানো হয় না। কখনো-কখনো এক-দুইবার মাঝেমধ্যে সচেতনতার জন্য চালানো হয়। গত কয়েকদিন ওয়ার্ডে বাসন্তীপুজো ছিল। সেকারণে মাইকে মন্ত্র উচ্চারণ হয়েছে। রাত দশটার মধ্যে আমরা বাইরের মাইক বন্ধও করে দিয়েছি।'

যদিও সেই দাবির সঙ্গে বাকিরা সহমত নন। দিদি ভর্তি থাকায় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে গত কয়েকদিন ধরে আসছেন পবিত্র দাস। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, রোজ সন্ধ্যার পর থেকে এভাবে গান বাজানো হয়। কিন্তু এখানে তো নার্সিংহোম রয়েছে। এই বিষয়টা তো অন্তত বুঝতে হবে।' স্থানীয় একটি হোটেল থেকে বেরোনোর সময় প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বললেন, 'শনিবার তো দেখলাম রাত বারোটা পর্যন্ত মাইক বাজল। এখানকার দুটো নার্সিংহোমের রোগীদের কী অবস্থা হয় কে জানে!'

তবে এসবের সঙ্গে ওয়ার্ড কমিটি জড়িত থাকায় বিষয়টা নিয়ে 'স্পিকটি নট' নার্সিংহোমগুলির কর্তৃপক্ষ। তবে রোগীর আত্মীয়রা যে এই সমস্যা দিনের পর দিন ভোগ করে চলেছেন। স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রোগীর পরিজন বিশাল দাস বলছিলেন, 'আমরা জানি, নার্সিংহোমের সামনে দিয়ে কোনও বাজনা বাজিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে তো দেখি, একদমই উলটোটা। এটা কীভাবে হচ্ছে, জানা নেই।'

তিনটি ট্রাক আটক

বাগডোগরা, ৭ এপ্রিল : রাজস্ব ফাঁকির প্রসঙ্গ অস্বীকার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই অভিযোগেই তিনটি বালিবোঝাই ট্রাককে আটক করল পুলিশ। কর্তাদের যোগসাজশে রাজস্ব ফাঁকি দিতে চালান না কেটে রাতের অন্ধকারে বালাসন থেকে বালি ও পাথর পাচার হচ্ছে, এই অভিযোগ উঠতে তা অস্বীকার করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। দিনে প্রধান রাস্তাগুলি ব্যস্ত থাকায় রাতে বালি-পাথর সরবরাহ করার যুক্তি ছিল তাঁদের। কিন্তু এই সংক্রান্ত খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশের দিন রবিবার রাতেই মাটিগাড়ার বাঁশবাড়ি থেকে ২টি এবং তারাবাড়ি থেকে ১টি ট্রাক আটক করা হয়েছে। গাড়িতে কোনও চালান না থাকায় ট্রাকগুলি আটক করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মাটিগাড়া থানার এক আধিকারিক জানান, এমন কারবার বন্ধে ধারাবাহিক অভিযান চলবে।

শান্তিযজ্ঞ

ফাঁসিদেওয়া, ৭ এপ্রিল : ভারত সেবাশ্রম সংঘের ফাঁসিদেওয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। সোমবার বার্ষিক উৎসবের অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে হিন্দু মিলন মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রা করা হয়। জ্যোতিনগরের মন্দিরে দীক্ষাদান, অন্নকূট ভোগ ও আরতিও হয়। এই উৎসবে বরুণানন্দ মহারাজ, ধর্মাত্মাজিনন্দ মহারাজ সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Cashback Offer available on all Honda2wheelers models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹5000. *Valid on one transaction per card/order during the offer period. *The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. The features shown in the creative are may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

ভোরে ভাড়ার খোঁজে এসে চুরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পুলিশের পরামর্শ, অচেনা মানুষ ভাড়ার সন্ধানে এলে চোখ-কান খোলা রাখুন। অসচেতন হলে বড় বিপদ হতে পারে। সোমবার ভোরে যা ঘটল লিটন দাসের সঙ্গে।

লিটন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা। ভাড়ার খোঁজে আসা এক তরুণকে তিনতলার একটি ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন লিটন। কথাবার্তার পর দোতলায় নেমে আসেন তিনি। তরুণটি চলে যায় একতলায়। অভিযোগ, নীচের ঘরের ছিটকিনি ভেঙে চুরি করেছে সে। লিটনের আফসোস, 'ভাবতে পারিনি, ভাড়ার খোঁজ করতে এসে কেউ এমন কাণ্ড ঘটিয়ে চলে যাবে।' এদিন মধ্য শান্তিনগরেও চুরির অভিযোগ উঠেছে। রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়। স্বামী-স্ত্রী কাজ থেকে ফিরে দেখেন, ঘর লন্ডভন্ড। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাইরে থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ আসছেন শহর শিলিগুড়িতে। কেউ পড়াশোনা, কেউ বা কাজের সূত্রে। একা বা পরিবার নিয়ে। তাঁদের ঘর এবং ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে বাড়তি রোজগার করেন শহরবাসী। অচেনা লোক এসে ঘর খুঁজলে তাঁকে নিয়ে সটান ঘর দেখাতে নিয়ে যান অধিকাংশ বাড়ির মালিক। ব্যাস, সেই সুযোগে হয় চুরি বা চুরির রুটম্যাপ ঠিক করে ফেলছে দুষ্কৃতীরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'চুরির সঙ্গে জড়িত চক্র বিভিন্নভাবে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। পুলিশ এমন প্রবণতার ওপর নজর রেখে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। নজর রাখছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মাথায় টুপি, পরনে নীল জামা আর ট্র্যাক প্যান্ট। অভিযুক্ত তরুণ ভোর পৌনে ছ'টা নাগাদ ওই এলাকায় এসে বাড়িভাড়ার খোঁজ শুরু করে। লিটনের কথায়, 'ভাড়া দেব জন্য বাড়ির সামনে টু-লেট বোর্ড লাগিয়েছিলাম। ভোরবেলা এসে ওই অচেনা তরুণ জিজ্ঞাসা করে, ভাড়া দেব কি না? প্রথমে আমি জানাই, পরিবার ছাড়া ভাড়া দেব না। ওই তরুণ তখন দাবি করে, সঙ্গে তার বাবা-মা এসে থাকবে। এরপর আমি তিনতলার ঘরটি দেখাই। ছেলেটির ঘর পছন্দ হয়।'

বাড়ির মালিকের দাবি, 'কথা শেষে আমি দোতলার ঘরে ঢুকি চা খাওয়ার জন্য। নীচের ঘরের ছিটকিনি আটকে রেখেছিলাম। চা খেয়ে গিয়ে দেখি, ছিটকিনি খোলা। ভেতরে টেবিলে মানিব্যাগ, এটিএম কার্ড রাখা ছিল। সব উধাও।'

কিছুক্ষণ পর লিটনের কাছে ওই এটিএম কার্ডগুলোর মাধ্যমে টাকা তোলার চেষ্টার একাধিক মেসেজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেকটা কার্ড ব্লক করে দেয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ওই তরুণের কাণ্ডকারখানা ধরা পড়ে। বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা মামণি চক্রবর্তী বললেন, 'ওই তরুণ আরও কয়েকটা বাড়িতে ভাড়ার কথা বলে ঢোকার চেষ্টা করেছিল।'

প্রধাননগর থানা এলাকায় মার্চে এক তরুণ গ্রেপ্তার হয়েছিল। ভালো পোশাক পরে সে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রেইকি চালাত। বাড়িতেও ঢুকত। প্রশ্ন করত, বাড়ি ফাঁকা রয়েছে কি না? এভাবে বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। ডিসিপি (ওয়েস্ট)-র পরামর্শ, অচেনা লোক বাড়িভাড়ার খোঁজে কিংবা অন্য কারণে এলে, সহজে ভেতরে ঢুকতে দেবেন না।

বিপদ কোথায়

- নানা কারণে শহরে ঢুকছে বাইরের লোক
- ভদ্র সাজে রেকি চালাচ্ছে এলাকায়
- সুযোগ বুঝে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা

অচেনা লোক এলে, সহজে ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। প্রয়োজনে ছবি তুলে রাখুন।
-**বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**, *ডিসিপি (ওয়েস্ট), শিলিগুড়ি*

চোখে সুলো

ঘর দেখাতে তিনতলায় নিয়ে যান বাড়ির মালিক লিটন দাস

কথা শেষে দোতলায় ঢোকেন লিটন, নীচে নামে অভিযুক্ত

পরে দেখা যায়, নীচের ঘরের ছিটকিনি খোলা, উধাও সামগ্রী

এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা তোলার চেষ্টা, থানায় অভিযোগ

দেড় বছর আগের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত

খুন 'প্রেমিকা'র স্বামীকে, রায় আজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পেশায় কবিরাজ 'প্রেমিক'-এর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি সুবোধ মণ্ডল। প্রণয়ে পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই 'শাস্তি' পেতে হয় তাঁকে। স্ত্রীর সামনেই মহম্মদ নফরুল শ্বাসরোধ করে খুন করে সুবোধকে। ঘটনার দেড় বছর পর একাধিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হল নফরুলকে। সোমবার শিলিগুড়ি আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক মৈনাক দাশগুপ্তের এজলাসে মামলাটি উঠেছিল। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করবেন তিনি।

ফাঁসিদেওয়া থানার বিধাননগর ফাঁড়ি এলাকার পাইকপাড়ায় বাড়ি সুবোধের। স্ত্রী মঞ্জু মণ্ডল ও দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার ছিল। একসময় নফরুলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে মঞ্জু। নফরুলও বিবাহিত। সুবোধ বিষয়টি টের পেয়ে যান। 'প্রেমিক'-এর সঙ্গে স্ত্রীর মেলামেশায় বাধা দেন। অভিযোগ, ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে দোষী সাব্যস্ত ওই তরুণ। সেদিন রাত দুটো নাগাদ নফরুল সুবোধের বাড়িতে যায়। তখন বাকিরা ঘুমোচ্ছিলেন। মঞ্জু ঘরের দরজা খুলে দিতেই নফরুল ভেতরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা সুবোধের নাক, মুখে গামছা পেঁচিয়ে চেপে ধরে। তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়।

ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টা পর মঞ্জু তার শাশুড়ি ও ভাশুরদের খবর দেয়। দাবি করে, সুবোধ অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে। পরিজনরা সুবোধকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকের সন্দেহ হয়। তড়িঘড়ি তিনি বিধাননগর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। শুরু হয় তদন্ত।

মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসাবে ছিলেন সাব-ইনস্পেকটর এবাদুল আলি মণ্ডল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, নফরুল ওই মহিলাকে ঝাড়ফুঁক করত। সেই সূত্রে দুজনের পরিচয় এবং সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া। ঘটনার রাতে মঞ্জু ও নফরুলের মধ্যে মোবাইল ফোনে চারবার কথা হয়। তবে ফোন দুটি দুজনে সে রাতেই লুকিয়ে ফেলে। খুনের পর থেকে খোঁজ মিলছিল না ওই কবিরাজের। এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর পর মঞ্জুর আচরণ নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে তদন্তকারীদের মনে। দম্পতির পাশে দুই ছেলে সেই রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও তারা বাবার অসুস্থতার কথা কেন জানতে পারল না, সেই প্রশ্ন ওঠে।

অবশেষে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তদন্তকারীদের হাতে আসে। স্পষ্ট হয়, সুবোধকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। মঞ্জু ও নফরুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, উদ্ধার হয় সেটা। পুলিশ সূত্রে খবর, দুজনে খুনের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়।

শিলিগুড়ি আদালতের সরকারি আইনজীবী গৌতম সাহা জানালেন, ঘটনার সময় মঞ্জু মণ্ডল সঙ্গে ছিল, তবে তার বিরুদ্ধে খুন করার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। মহম্মদ নফরুল যেহেতু খুন করেছে, তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, চিকিৎসক ও পুলিশ ছিলেন।

প্রতীকী : এআই

পথের কাঁটা সরাতে

ঝাড়ফুঁক করতে গিয়ে মঞ্জুর সঙ্গে নফরুলের পরিচয়

ধীরে ধীরে সখ্য ও তারপর প্রেম

টের পেয়ে বাধা দেন সুবোধ

ঘটনার রাতে দরজা খুলে দেয় মঞ্জু

ভেতরে ঢুকে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন

টুকরো খবর

কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের দায়ে এক তরুণকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালে শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানা এলাকায় ৬ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে এক তরুণের বিরুদ্ধে। একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকত তারা। তরুণ নিজের বাড়িতে ডেকে মেয়েটিকে যৌন নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। শিশুকন্যা বাড়ি ফিরে মাকে গোটা ঘটনা খুলে বলে। ভক্তিনগর থানায় পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

প্রতিবাদ সভা

চোপড়া, ৭ এপ্রিল : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় সোমবার বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করল সিপিএমের ছাত্র ও যুব সংগঠন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কাজ হারানো যোগ্যদের চাকরিতে ফেরানো ও ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই।

দোকানে চুরি

খড়িবাড়ি, ৭ এপ্রিল : দোকানের শাটার ভেঙে মোবাইল ফোন ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পানিট্যাঙ্কি বাজারে। রবিবার সকালে মালিক দোকান খুলতে এলে চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলছেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রতিষেধক

চোপড়া, ৭ এপ্রিল : সোমবার চোপড়া ব্লকে চলতি বছরের দ্বিতীয় দফায় ফাইলেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি চালু করা হল। এদিন প্রশিক্ষিত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ফাইলেরিয়া প্রতিষেধক ট্যাবলেট খাওয়ান। এলাকায় ফাইলেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচির কাজ পরিদর্শনে আসেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস। আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

পুলিশ হেপাজত

চোপড়া, ৭ এপ্রিল : সম্প্রতি চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েত এলাকায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আবদুল সাত্তার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মশালা

চোপড়া, ৭ এপ্রিল : চোপড়ায় দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক কমিটির উদ্যোগে সোমবার থেকে ৫ দিনব্যাপী লোকনৃত্য কর্মশালা শুরু হল। রাজবংশী সমাজের তরুণ-তরুণীদের জন্য লোকনৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। লোকনৃত্যের ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনাও করা হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাতকথা।। *কোচবিহার শহরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের অমিত আচার্য।*

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বন্ধ রাস্তা নির্মাণ

নকশালবাড়ি, ৭ এপ্রিল : রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। সোমবার ওই গোষ্ঠী বিবাদে চরম উত্তেজনা ছড়ায় নকশালবাড়িতে। শেষমেশ দুই গোষ্ঠীর উত্তেজনায় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি ঘটে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারামজোত এলাকায়। ভারত-নেপাল সীমান্তের শেষ গ্রাম কিলারামজোত থেকে রকমজোত পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিবাদের সূত্রপাত।

অভিযোগ, গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলছে এই বিবাদ। কিলারামজোতেই বাড়ি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের সজনী সুব্বার। এদিন আর্থমুভার নামিয়ে রাস্তার কাজ শুরু হলে সজনী তা বন্ধ করে দেন। আর এই নিয়ে এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় তর্কবিতর্ক। চলে হুমকি, টাকা লেনদেনের দোষারোপ।

ওই রাস্তা নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করেছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। গত ২৩ মার্চ দীর্ঘ ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। কাজের শুরুর দিন থেকেই শুরু হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ। ফলে সেই সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কাজ। এদিন ফের এলাকায় কাজ শুরু হলে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তা বন্ধ করে দেন।

তারপরেই এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের অজয়কুমার দাস সহ অন্যান্য বাসিন্দারা সহ সভাপতিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়ে উভয়পক্ষই।

পাঁচদিন স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পর্যটন মরশুমে ফের বন্ধ হচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। টানা না হলেও চলতি মাসে দুই দফায় পাঁচদিন বন্ধ থাকছে সিকিমের লাইফলাইন জাতীয় সড়কটি। ৯, ১০ এবং ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত জাতীয় সড়কটি বন্ধ রাখার ঘোষণা করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

তবে ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে দফায় দফায় কিছু সময়ের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি জানান, জাতীয় সড়কটিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কাজ করবে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল। ওই কাজের জন্য সাময়িকভাবে জাতীয় সড়কটিতে সমস্ত ধরনের ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্ষার বৃষ্টি নেই। বরং বর্তমানে রয়েছে শুখা মরশুম। কিন্তু লিকুভির এবং বিরিকদাড়ায় ভাঙন অব্যাহত। যার জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা ক্রমশই ভয়ংকর হয়ে উঠছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ক'দিন আগেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা। রাস্তা মেরামতির ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন গড়করি।

ওই আশ্বাসের পাঁচদিনের মাথায় সড়ক মেরামতির কথা জানাল ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটির তরফে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পিএমইউ-শিলিগুড়ি) ছায়া রাজপুত সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, ৯ ও ১০ এবং ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত রাস্তাটি দিয়ে সমস্ত ধরনের ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে সকাল ৬টা থেকে ৭টা, ৮টা থেকে ৯টা, ১০টা থেকে ১১টা, দুপুর ১২টা থেকে ১টা, ২টা থেকে ৩টা এবং ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকার সময় গরুবাথান, লাভা, আলগারা হয়ে ভারী যান চলাচল করবে বলে কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

বর্তমানে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পং এবং সিকিমে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। এমন অবস্থায় জাতীয় সড়কটি দুই দফায় পাঁচদিন বন্ধ থাকার অর্থ পর্যটকদের ভোগান্তি। কিন্তু ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য জাতীয় সড়কটি মেরামত অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

নতুন বছর নতুন জামা

মহাবীরস্থানে জমজমাট চৈত্র সেলের বাজার। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ট্রাক মালিকদের সংগঠনে দ্বন্দ্ব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : নিউ জলপাইগুড়ি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শিলিগুড়িতে। একই সংগঠনের দুটি পৃথক গোষ্ঠী দু'দিন নির্বাচনের ডাক দিয়েছে। প্রথমে সাধারণ সভা করে এগজিকিউটিভ কমিটি ভেঙে ১৩ এপ্রিল নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সেই মতো নোটিফিকেশন করে প্রশাসনকেও জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই ভোট হওয়ার কথা শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের একটি লজে। কিন্তু সদ্য প্রাক্তন এগজিকিউটিভ কমিটির বিক্ষুব্ধদের একটি গোষ্ঠী ১২ এপ্রিল নির্বাচন হবে বলে পোস্টার লাগিয়েছে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দাবি, সদ্য প্রাক্তন কমিটি আয়ব্যয়ের কোনও হিসেব দিচ্ছে না। দুই পক্ষই দাবি করছে, তাঁদের সঙ্গে বেশি সদস্য।

সূত্রের খবর, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছে স্থানীয় সিন্ডিকেটের একাংশ। তাই গোটা ঘটনায় এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ওই সংগঠনের সদস্যদের একাংশ। বিক্ষুব্ধদের পক্ষে প্রাক্তন এগজিকিউটিভ সদস্য দশরথ রায় ঘোষণা করেছেন, ১২ তারিখ নির্বাচন হবে। তাঁর বক্তব্য, 'আগের কমিটি টাকার নয়ছয় করেছে। আমরা হিসেব চাইলে বলছে অডিটে গিয়েছে। আমরা অডিট বুঝি না। আমাদের খাতা দেখাতে হবে। তবেই পৃথক নির্বাচন থেকে সরে আসব।' অপর পক্ষের বাপি পালের বক্তব্য, 'পেছন থেকে কয়েকজন মদত দিচ্ছে। সেই কারণে নতুন করে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে।'

এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে পুরোনো কমিটি ভেঙে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। সেই মতো ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের একটি লজে নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু এরই মাঝে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ঘোষণা করে, ১২ তারিখ ভোট হবে। এদিকে, ১৩ এপ্রিলের নির্বাচনের জন্যে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।

অভিযোগ, যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের গাড়ি চালাতে দিচ্ছেন না বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকেরা। ওই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে এলাকার কিছু রাজনৈতিক দাদা থাকায় মালিকদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এদিকে, একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নতুন করে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই ঝামেলা সামাল দিতে গত ৪ এপ্রিল নিউ জলপাইগুড়ি থানার আইসির নেতৃত্বে দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সুরাহা মেলেনি।

ফলে সংগঠনের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে যে কোনও দিন এলাকায় বড় ধরনের অশান্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

ভোট ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন

বাগডোগরা, ৭ এপ্রিল : সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। বাগডোগরা সেবায়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আয়োজিত উদযাপন অনুষ্ঠানে 'সুস্থ সূচনা আশাবাদী ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় গুরুত্ব পায় মাতৃত্ব এবং নবজাতকের স্বাস্থ্য। অনুষ্ঠানে লোয়ার বাগডোগরা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম, আশাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক সংগঠনের তরফে তরুণকুমার মাইতি মায়ের এবং নবজাতকের স্বাস্থ্য সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতার বিষয়েও আলোকপাত করেন।

মৃত্যু জেনেও জঙ্গলে মহিলারা

ক্রান্তি, ৭ এপ্রিল : প্রায় তিন বছর ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ। বিকল্প কোনও কাজ না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন ক্রান্তি ব্লকের বাসিন্দাদের একাংশ। বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে তাই তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছেন জ্বালানি সংগ্রহ করতে। আর এই কাজ করতে গিয়ে বন্যপ্রাণীর সামনে পড়ে কখনও প্রাণ হারাচ্ছেন। কখনও গুরুতর আহত হচ্ছেন। গত কয়েকদিনে জ্বালানির সন্ধানে আপালচাঁদ ফরেস্টে হাতির হানায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তারপর থেকে বারবার জীবিকানির্বাহের এই উপায় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেখানে মৃত্যু ওঁত পেতে রয়েছে বলে আগে থেকেই তাঁরা জানছেন, সেখানে একান্ত বাধ্য না হলে ওই মানুষগুলো যাবেন কেন? সংসার চালাতে বনাঞ্চলের মহিলাদের জঙ্গলে প্রবেশ চিন্তা বাড়িয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও এম রাজা বললেন, 'আমরা প্রচারাভিযান চালাচ্ছি। এরপরও কেউ যদি আইন ভেঙে জঙ্গলে প্রবেশ করেন তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

আইন তো রয়েছে, কিন্তু পেটের দায় বড় বালাই। রবিবার হাতির হানায় মৃত প্রতিবেশীর কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। মহিলার বাড়িতে জব কার্ড রয়েছে। দিনমজুর স্বামীর একার উপার্জনে ২ সন্তান সহ ৬ জনের সংসার চালানো দায়। তাই বাধ্য হয়ে কয়েক বছর ধরে তিনি জ্বালানি সংগ্রহে জঙ্গলে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত হাতির ভয় নিয়েও জঙ্গলে কেন? মহিলার উত্তর, 'এলাকায় কাজ কোথায়? আগে একশো দিনের কাজ করতাম, দুটো পয়সার মুখ দেখতাম। র‍্যাশনের চাল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং স্বামীর সামান্য উপার্জনে হয়তো ডাল-ভাতটুকু জুটে যায়। কিন্তু সংসারের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে না। শখ করে কি আর কেউ জঙ্গলে ঢোকেন?'

রবিবার জঙ্গলে প্রবেশ করার পর হাতি তেড়ে এসেছিল তাঁদের দিকে। সোমবারও সেই আতঙ্ক কাটেনি। এরপরেও যাবেন জঙ্গলে? জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এল, 'না গিয়ে কী করব বলুন?' ওই মহিলাদের স্বামীরা প্রায় সকলেই নির্মাণশ্রমিক কিংবা কৃষিমজুর। দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেন, প্রতিদিন হয়তো কাজও মেলে না।

জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর সামনে পড়ে জখম কিংবা মৃত্যুর ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা হচ্ছে। বিভিন্ন বিষাক্ত প্রাণী বা লতাপাতার সংস্পর্শে এসে শরীরে ঘা হয়ে যাচ্ছে। খোঁচা লেগে কাটছে হাত-পা। মাথায় অতিরিক্ত বোঝা বহনের ফলে মেরুদণ্ড কিংবা কোমরের ব্যথা তো 'ঘর ঘর কি কাহানি'। এদিকে, একশো দিনের কাজ বন্ধ নিয়ে শাসক-বিরোধী উভয়পক্ষই নিজেদের লাভ দেখছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এর বিকল্প কী, উত্তর নেই কারও কাছেই। কৃষিজমি থাকা সত্ত্বেও বুনোদের দাপটে চাষাবাদ করেও কোনও লাভ হয় না বনাঞ্চলের ধার ঘেঁষে থাকা বাসিন্দাদের। অবিলম্বে কোনও ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে মৃত্যুমিছিল বাড়বে বই কমবে না।

লেখাপড়া ছেড়ে স্ট্রবেরি ফলাচ্ছে কিশোর

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৭ এপ্রিল : এক সময়ে যে ফলের চাষ হত ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে, এখন উত্তরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়াতেই সেই স্ট্রবেরি ফলিয়ে নজর কেড়েছেন দেমদাখাড়ির আনন্দ বিশ্বাস। তবে বছর সতেরোর এই কিশোর এখন আর স্কুলে যায় না।

বরং সংসারের চাকা ঘোরাতে লেখাপড়া ছেড়ে এখন চাষবাসেই মন দিয়েছে। এতে অবশ্য আনন্দর আক্ষেপ নেই এতটুকু। ছোট থেকেই যে জমি আর চাষ নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। এখন স্ট্রবেরি ফলিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণেরই চেষ্টায় সে।

শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ফাঁসিদেওয়া মূলত কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এই এলাকার বাসিন্দারা ধান, পাট, বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেই সংসার টানেন। ছোট থেকেই চাষবাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আনন্দ। তবে চিরাচরিত প্রথাগত চাষের বাইরে গিয়ে কিছু করে দেখানোর জেদটা তাড়া করছিল আনন্দকে। আর সেই জেদ থেকেই লেখাপড়া ছেড়ে নিজে চারা তৈরি করে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করে। ফাঁসিদেওয়ায় স্ট্রবেরি ফলিয়ে অন্য চাষিদেরও দিশা দেখাচ্ছে বছর সতেরোর এই কিশোর। তার ফলানো স্ট্রবেরি শিলিগুড়ি শহর তো বটেই পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়েও।

বাবা ভগ বিশ্বাস কৃষিকাজ করেন। মরশুম অনুযায়ী ফসল ফলান। ফলে ছোট থেকেই চাষবাসের প্রতি আগ্রহ আনন্দর। প্রথমদিকে বিভিন্ন ফল ও বিদেশি সবজির চারা বাড়িতেই তৈরি শুরু করে। এক সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রাগন ফলের চাষ করেও তাক লাগিয়েছিল ফাঁসিদেওয়ার এই কিশোর। ড্রাগন ফলের পর গত ২ বছর ধরে ১ বিঘা জমিতে স্ট্রবেরির চাষ করছে। এ জন্য জমিতে লোকও লাগিয়েছে। সব মিলিয়ে এখন সফলভাবে স্ট্রবেরির ফলন হচ্ছে।

জানুয়ারিতে স্ট্রবেরি প্রায় ৪০০ টাকা কেজি ছিল। এখন কমবেশি ৩০০ টাকা কেজি দরে স্ট্রবেরি বিক্রি হচ্ছে। বিঘা প্রতি এই চাষে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয় বলে আনন্দ জানিয়েছে। অন্য চাষের তুলনায় এই চাষে খরচ বেশি হওয়ায় অনেকে এই চাষ করেন না। সেইসঙ্গে, স্থানীয় এলাকায় চারাও পাওয়া যায় না। স্ট্রবেরিচাষি আনন্দর বক্তব্য, 'আমি নিজে চারা তৈরি করে ফল চাষ করছি। ব্লকে একমাত্র আমিই স্ট্রবেরি চাষ করছি। ভালো চাহিদা রয়েছে। এখন দাম কিছুটা কমে গিয়েছে।'

কিশোর এই চাষির ফলানো স্ট্রবেরি এখন শিলিগুড়ি সুপার মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি আনন্দর স্ট্রবেরি যাচ্ছে কার্সিয়াংয়েও। এই স্ট্রবেরির চারা তৈরি করতে প্রায় ৩ মাসের বেশি সময় লাগে। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ সেই চারা বেড থেকে তুলে জমিতে বসানো হয়। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। শুধু ফলই নয়, অগ্রিম জানিয়ে রাখলে, কৃষকদের জন্য চারাও তৈরি করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে আনন্দ।

ফাঁসিদেওয়া

দেমদাখাড়িতে আনন্দ বিশ্বাসের স্ট্রবেরি বাগান।

অভিযান

ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা করার দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান হয়।

বোমাবাজি

রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলি চলে। তৃণমূলের এক বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে।

পূর্বাভাস

মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

দুর্ঘটনা

কলকাতা বাইপাসের চিংড়িঘাটায় একটি বেসরকারি বাসের ধাক্কায় এক স্কুটি আরোহীর মৃত্যু হল। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ-চাকরিহারাদের ধস্তাধস্তি

ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্রাত্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাকরিহারাদের সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠক সফল হল না। বরং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তাঁরা। কিন্তু বরফ গলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল রাজ্য সরকার।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষ হওয়ার পর চাকরিহারা একাংশের সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামেরই কনফারেন্স হলে বৈঠকে বসেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আগামীদিনে রাজ্য সরকার কী কী আইনি পথ নিচ্ছে এবং সেখানে চাকরিহারাদের কী কী সহযোগিতা করা হবে, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন ব্রাত্য। বেশ কয়েকজন চাকরিহারা 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের তালিকাও তুলে দেন ব্রাত্যর হাতে। সেই তালিকা ব্রাত্য খতিয়েও দেখেন। তবে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে ওই তালিকা জমা দেবে কি না, তা নিয়ে অবশ্য চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে কিছু আশ্বাস দেননি ব্রাত্য।

চেষ্টা জারি

- সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠক সফল হল না
- বরং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন চাকরিহারারা
- এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে চাকরিহারা একাংশের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু
- আগামীদিনে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ সহ আরও নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, অযোগ্য ও যোগ্যদের তালিকা রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাইবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে খুশি নন চাকরিহারারা। এদিন ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠকের পরও এই নিয়ে চাকরিহারাদের অসন্তোষ মেটেনি। বরং সুপ্রিম কোর্টে যাঁদের অযোগ্য বলে সিবিআই দাবি করেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তাঁদের অযোগ্য ধরে নিয়ে বাকিদের চাকরি রক্ষায় সরকার সচেষ্ট হোক বলে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন।

তৃণমূল সূত্রে খবর, চাকরিহারাদের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ব্রাত্য বসু। কিন্তু চাকরিহারাদের অপর অংশ সরাসরি রাজ্য সরকারকে আক্রমণের রাস্তায় হেঁটেছে। এই পরিস্থিতিতে চাকরিহারাদের মধ্যেই আড়াআড়ি বিভাজন তৈরি হয়েছে। এমনকি এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বাইরে দু-পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাও দেখা গিয়েছে। চাকরিহারাদের একাংশ মনে করছে, রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবে বিভাজন সৃষ্টি করতেই এদিনের বৈঠকের আয়োজন করেছিল।

যোগ্য কে, পাস বিলি নিয়ে বচসা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রবিবার রাত থেকেই চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছিল নেতাজি ইন্ডোর চত্বরে। সোমবার সকাল হতেই লাইন পৌঁছে গেল বাবুঘাট পর্যন্ত। সেখানেই যোগ্য চাকরিহারার পাস নিয়ে শুরু হল তুমুল অশান্তি। স্টেডিয়ামের সামনে ডিসি সেন্ট্রালের মাইকিং, 'পাস দেখে তবেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।' ততক্ষণে ইন্ডোরের সামনে ভাগ হয়ে গিয়েছে যোগ্য-অযোগ্য দুই পক্ষ। তবে কে কোন পক্ষে তারা নিজেরাও জানে না। সবাই সবাইকে অযোগ্য প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। রবিবার শহিদ মিনারের মঞ্চ থেকে 'ডিপ্রাইভড টিচার অ্যাসোসিয়েশন' যোগ্যদের ইন্ডোরে ঢোকার পাস বিলি করেছেন এমনটাই দাবি চাকরিহারাদের। মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ হাইস্কুলের শিক্ষিকা লোপামুদ্রা পাল জানালেন, 'রবিবার বিকালে শহিদ মিনার থেকে ওএমআর শিট এবং রোল নম্বর দেখিয়ে যোগ্যের স্লিপ সংগ্রহ করলেও ইন্ডোরে ঢোকার পাস পাইনি।' জেলা অনুযায়ী দল গঠন করে প্রমাণ দেখিয়ে যোগ্যদের ইন্ডোরের পাস দেওয়া হচ্ছিল বলেই জানালেন চাকরিহারারা। কিন্তু সেই পাস দেওয়ার দায়িত্ব আদৌ কে নিয়েছেন তা স্পষ্ট ছিল না অনেকের কাছে। বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম থেকে আসা একাধিক চাকরিহারার অভিযোগ, 'যিনি পাস দিচ্ছেন, তিনি আমাদের ফোন তুলছেন না।' এর মধ্যেই ভিড় থেকে ছিনতাই হচ্ছিল যোগ্যতার পাস। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রধান পিটিশনার হুগলির সুদীপ কোনার বলেন, 'অযোগ্যরা যোগ্যদের পাস ছিনতাই করছেন। তাতে সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ।'

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বাইরে পাসের জন্য চাকরিহারাদের ভিড়।

ইন্ডোরে প্রবেশের জন্য দু'ঘণ্টা রোদে লাইন দিয়েছেন ব্লাড ক্যানসার পেশেন্ট স্বয়ংঘম ভাওয়াল। রয়েছেন হাতের তিনটে আঙুল ভেঙে যাওয়া শিক্ষাকর্মী শেখ আলাউদ্দিন। সোমা দাসের মতো মানবিক খাতিরে চাকরি বাঁচেনি তাঁদের। সেই পরিস্থিতিতেও এমন চুরি-ছিনতাইয়ের মতো বিশৃঙ্খলা আশা করেননি কেউই। পুলিশের তরফ থেকে পাস বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও শেষপর্যন্ত তা পূরণ হয়নি। বরং ইন্ডোরে প্রবেশে বাধা দিয়ে পুলিশ চড়াও হল চাকরিহারাদের ওপর। সিবিআই ওএমআর শিট আগে প্রকাশ করেছে বলেই যোগ্য পাস ছিনতাই করে আটক হওয়া চারজন ভুয়ো শিক্ষকের কাছে পাওয়া যায়নি কোনও ওএমআর। বরং তাঁদের হাতে ছিল আধার এবং প্যান। সেখানেই তাঁদেরকে অযোগ্য আশঙ্কা করে চাকরিহারাদের একাংশ। দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু হয় চাকরিহারাদের। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়তেও দেখা যায় পাসহীনদের।

এদিকে, সোমবার বিকাল থেকেই শহিদ মিনারের পাদদেশে টানা অবস্থানে বসছেন চাকরিহারারা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' এমনটাই জানিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে পারছেন না চাকরিহারারা, অভিযোগ মঞ্চের। এছাড়াও তারা মনে করছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জনমতের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই অবস্থানে বসার হুংকার দিয়েছে তারা।

প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ছবি : আবির চৌধুরী

কালীঘাট চলো অভিযানে আটক লকেট

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার চাকরি যাওয়ার প্রতিবাদে বিজেপির যুব মোর্চার 'কালীঘাট চলো' অভিযান ছিল সোমবার। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়ালেন বিজেপি নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা। আটক করা হয় বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ ও মহিলা মোর্চার সভাপতি ফাল্গুনী পাত্রকে।

বিজেপির যুব মোর্চার তরফে 'কালীঘাট চলো' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল সোমবারের আগেই। এই কর্মসূচি ঘিরেই চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এমন আশঙ্কা করে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার খাতিরে বিশাল পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয় এক্সাইড মোড়ে। সেখান থেকে মিছিল শুরু হওয়ার সময়ই পুলিশ তাদের আটকায় বলে অভিযোগ। ফলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ মারমুখী হয়ে উঠলে তাঁদের তাড়া করে পুলিশ। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসের ভিতর বিক্ষোভকারীরা প্রবেশ করলে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। কালীঘাটের দিকে মিছিল অগ্রসর হওয়ার আগেই এই মিছিল সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আটক করা হয় বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতি ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-কে। তাঁদের গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম থেকেই ব্যারিকেড সহ প্রিজন ভ্যান মোতায়েন করেছিল পুলিশ বাহিনী।

লকেটকে মহিলা পুলিশ প্রিজন ভ্যানে তুললে তিনি বলেন, 'তৃণমূল সরকারের সংগঠিত চাকরি চুরির মাশুল গুনতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নিরপরাধ যুব সমাজকে। যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। চোরেদের নাম ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিনি নাটক করছেন।' ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৬ হাজার চাকরিহারাদের অভিশাপে তৃণমূল সরকার মাটিতে মিশে যাবে এমনটাও হুমকি দিলেন লকেট।

> তৃণমূল সরকারের সংগঠিত চাকরি চুরির মাশুল গুনতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নিরপরাধ যুব-সমাজকে। চোরেদের নাম ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নেতাজি ইন্ডোরে তিনি নাটক করছেন।
>
> **লকেট চট্টোপাধ্যায়**

চড়া রোদে লাইনে তৃণমূল কাউন্সিলারও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : নেতাজি ইন্ডোরের সামনে ২ ঘণ্টার দীর্ঘ লাইন। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে আছেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার। তিনি চাকরিহারা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কোনও সুরাহা হবে এই আশাতেই প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুহেলি ঘোষ বর্তমানে চৌহাটি হাইস্কুলে ইতিহাসের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার তিনবারের জয়ী তৃণমূল কাউন্সিলার। হাইকোর্টের নির্দেশে ২০২২ সালে প্রকাশিত স্কুল সার্ভিস কমিশনের ৯৫২ জন ভুয়ো শিক্ষকের তালিকায় ৪৭৪ নম্বরে নাম ছিল কুহেলি ঘোষের। ওএমআর শিটে নম্বর পালটে চাকরি পেয়েছিলেন এমনই তথ্য ছিল তালিকায়। সম্প্রতি, ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলই বাতিল করা হল, তখন সংবাদমাধ্যমে কুহেলি দাবি করেছেন, 'আমি যোগ্যতা প্রমাণ করেই চাকরি পেয়েছি।'

নেতাজি ইন্ডোরের বাইরে কুহেলির চাকরিহারাদের সঙ্গে লাইন দেওয়া নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, 'আমরা আগেও শুনেছিলাম কুহেলি ঘোষ ভুয়ো চাকরি করেন। নেতাদের ধরে চাকরি আবার ফিরে পেয়েছিলেন। সিবিআই তদন্ত অনুযায়ী অযোগ্য হয়েও কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেটা আমাদেরও প্রশ্ন।'

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল ডেনমার্ক
বিকেল ৩.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সিঁদুরের অধিকার, ১০.০০ বাদশা : দ্য কিং, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.১৫ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.১৫ আপন হল পর, ১.০০ এই মন তোমায় দিয়েছি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পরিণাম, দুপুর ২.৩০ মঙ্গলদীপ, বিকেল ৫.৩০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.০০ অভিমান, ১২.৪৫ বালুকাবেলা ডট কম
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভেরিয়া, বিকেল ৪.৩০ দাদা, সন্ধে ৭.৩০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.২০ জোর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মৃতের মর্ত্যে আগমন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪৪ সনম তেরি কসম, বিকেল ৩.৪৫ সিটিমার, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নাম্বার ওয়ান, রাত ৮.৩০ অখন্ড, ১১.৪৩ ডায়েন হাউস ১০০
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৪৮ ব্রুস লি, বিকেল ৪.২৮ ফুকরে থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ স্পাইডার, রাত ১০.১১ খুঁখার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩২ দ্য তাসকন্দ ফাইলস, বিকেল ৩.০২ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, ৫.০৫ ডক্টর-জি, সন্ধে ৭.০৩ ক্রু রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ ওমেরতা
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৪৪ রুদ্রন, বিকেল ৫.৪০ সিন্ধুবাঁধ, রাত ৮.১৫ যুদ্ধ-এক জঙ্গ, ১০.৫৪ খতরনাক খিলাড়ি
রমেডি নাউ : দুপুর ২.১৫ ফার্স্ট ডটার, বিকেল ৩.৫৬ মার্লে অ্যান্ড মি, ৫.৫০ ডাউন উইথ লভ, রাত ৮.৫৯ দ্য প্রোপোজাল, ১০.৪২ দ্য রিরাইট

মৃতের মর্ত্যে আগমন
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

লভেরিয়া
দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

ফুকরে থ্রি বিকেল ৪.২৮
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

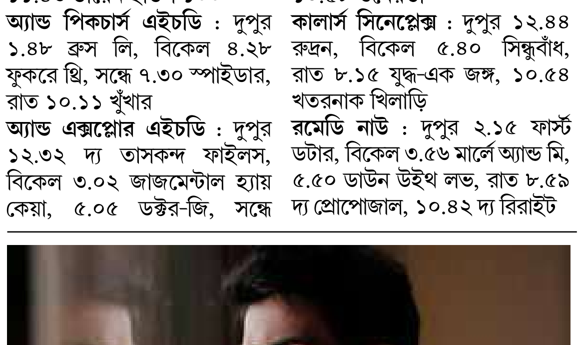
ওমেরতা রাত ১০.৫৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

এক ব্যক্তি বহু পদ

রাজ্য সিপিএমে নেতৃত্ব সংকট

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : রাজ্য সিপিএমে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে নেতৃত্বের অভাব। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনাচক্রে এই বিষয়টি বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত দলের পার্টি কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা হয়েছে। তারপর বিষয়টি আরও বেশি প্রকাশ্যে এসেছে। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও '২৬-এর নির্বাচনের আগে বিষয়টি ভাবাচ্ছে দলকে।

একই নেতাকে বিভিন্ন পদে রেখে দেওয়া বা পথে নেমে লড়াই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সক্রিয় নেতার অভাব নিয়ে দলে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। ৩৪ বছর শাসনের পর ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া এবং বিভিন্ন ইস্যুকে আঁকড়ে ধরে রেখে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও সুফল কুড়োতে পারেনি আলিমুদ্দিন। দলের রাজনৈতিক প্রতিবেদনে সম্প্রতি সদস্য সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলায় সিপিএমে তরুণ ও মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। সম্প্রতি পার্টি কংগ্রেসে ৮৫ জনের যে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বাংলা থেকে নতুন পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে চারজনই বিভিন্ন জেলার সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। এর মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় কমিটিতে আগেই ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে জেলা সম্পাদকেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, বাঁকুড়ার দেবলীনা হেমব্রম, হুগলির দেবব্রত ঘোষ, পূর্ব বর্ধমানের সৈয়দ হোসেনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই রাজ্য কমিটিরও সদস্য। এর মধ্যে দেবলীনা ও দেবব্রত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতেও রয়েছেন। এমনকি মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দলের যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। তাঁকে রাজ্য কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হয়েছে। বিরোধী মহলে প্রশ্ন উঠেছে, নেতৃত্বের অভাবের কারণেই কি একই নেতাকে বিভিন্ন পদে রাখতে বাধ্য হচ্ছে সিপিএম। দলীয় নীতি অনুযায়ী, একই ব্যক্তি একইসঙ্গে তিনটি স্তরে থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে বিশেষ অনুমোদন দরকার হয়। এক্ষেত্রে চারজন জেলা সম্পাদক সেই পদ ছেড়ে দিলে সিপিএমকে আবার পদে বসানোর মতো মুখ খুঁজতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিষয়টিও দলের কাছে ভাবনার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মীনাক্ষী এই বছরে যুব সংগঠনের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। তাঁর ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। বর্তমানে বয়সবিধি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সিপিএম তাদের দলীয় নীতি শিথিল করেছে। সেই উদাহরণও রয়েছে। তবে দলীয় নীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই শিথিলতার নেপথ্যে সিপিএমের নেতৃত্বের সংকট প্রকাশ্যে এসেছে। এই নিয়ে অবশ্য সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'একই ব্যক্তি একাধিক দায়িত্বে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে পরিসর বৃহৎ করা হয়েছে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএম প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও বিষয়টি নিয়ে দলের অভ্যন্তরেও চর্চা রয়েছে।

সমবায়ের টাকা তৃণমূলে, অভিযুক্ত শোভনদেব

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন এক ব্যক্তি। সমবায় সমিতির নির্বাচন স্বচ্ছভাবে পরিচালনার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তখনই তাঁর অভিযোগ, সমবায় সমিতির উন্নতির জন্য ১৮ কোটি টাকা দিয়েছিল একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা। সেই টাকা তৃণমূলের তহবিলে গিয়েছে। যার নেপথ্যে রয়েছেন শোভনদেব। তাঁর দাবি, ২০১১ সালে সমবায় ব্যাংকে শেষবার ভোট হয়। ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার পুরোনো বোর্ড ভেঙে নমিশনের মাধ্যমে ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ভোট হয়নি। ১৭ এপ্রিল দীর্ঘদিন পর সমবায় নির্বাচন হতে চলেছে। তবে এখনও পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়নি। ২১-২৩ মার্চ পর্যন্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠরা ছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দিতে কেউ পারেননি। স্বচ্ছভাবে নির্বাচন পরিচালনার দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ওই ব্যক্তি।

আন্দোলন ঘেঁটে দিতেই মমতার সভা : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাকরিহারাদের আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই তা ঘেঁটে দিতে আসরে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে চাকরিহারারা সরকারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আন্দোলন শুরু করতে পারে, এটা আঁচ করেই সোমবার নেতাজি ইন্ডোরের সমাবেশে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের এই চরম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা যাতে এককাট্টা না হতে পারেন, তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর এই কৌশলী পদক্ষেপ। বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রবীণ দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এভাবে তো মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক আরজি করের ঘটনায় আন্দোলনরত ডাক্তারদেরও আলোচনায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তার ফল কী হয়েছে তা কারও অজানা নয়। ডাক্তারদের সরকারবিরোধী আন্দোলন ঘেঁটে দিতেই মুখ্যমন্ত্রী এই অপপ্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন ছলে-বলে-কৌশলে তাঁর ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ধামাচাপা দিতেই।'

দিলীপ বলেন, চাকরিহারাদের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নিয়েই সরকারকে বাঁচাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়ে পুরো বিষয়টিকে কবজা করতে এই অপকৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেভাবে এদিন চাকরিহারাদের আশ্বাস দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যার কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই। চাকরিহারারা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়তে না পারে তার জন্য এই সংক্রান্ত মামলায় চাকরিহারাদের স্বার্থ সুরক্ষার প্রশ্নে প্রকাশ্যে তাঁদের পিছনে রাজ্য সরকার সব সময় আছে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে না সেই মিথ্যা আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এমনিতেই আরজি করের ঘটনার বিরুদ্ধে 'জনজাগরণ'-এর অভিজ্ঞতা তাঁর আছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এবার চাকরিহারাদের পাশে থাকার 'ভেক' ধরেছেন বলে মন্তব্য দিলীপের। দিলীপ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাঁওতার বিরুদ্ধে বঙ্গ বিজেপি আন্দোলন করবেই। যোগ্য চাকরিহারাদের পক্ষ নিয়েই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে।

নেতাজি ইন্ডোরে সভার ফাঁকে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বেশি পরিশ্রমে শরীর খারাপ হবে। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। **বৃষ :** অহেতুক কারও ওপর রাগ করে পরে মন খারাপ। পাওনা আদায় হবে। **মিথুন :** সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মনোমালিন্য পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **কর্কট :** কোনও প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। ছেলের চাকরির সংবাদ পেতে পারেন। **সিংহ :** ঘরের কথা বাইরে বলতে গিয়ে সমস্যা। অতিরিক্ত কথা বলে বিপাকে পড়তে হতে পারে। **কন্যা :** ব্যবসার কারণে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। **তুলা :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। **বৃশ্চিক :** বেড়ানোর পরিকল্পনা সফল হবে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। **ধনু :** চোখের রোগে ভোগান্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানদের জন্যে অহেতুক চিন্তা বাদ দিন। **মকর :** শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। নতুন জমির কেনার সুযোগ। **কুম্ভ :** মা ও বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতভেদ। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। **মীন :** সাহিত্যে সম্মান লাভ করতে পারেন। ব্যবসার কারণে আজ বেশ ঋণ নিতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ১৮ চৈত্র, ৮ এপ্রিল, ২০২৫, ২৫ চ'ত, সংবৎ ১১ চৈত্র সুদি, ৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৫১। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১১।২০। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ১০।৩৭। শূলযোগ রাত্রি ৮।৩১। বণিজকরণ দিবা ১১।১৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১।২০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১১।২০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।১ গতে ৮।৩৪ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৯ গতে ৮।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ১০।৩৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩১৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ চৈত্র ১৪৩১

অস্থিরতার পথে

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়...। সারসত্যটি আট মাস আগে বুঝেছিলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসককে জনরোষে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন উদাহরণ কম নেই। টাটকা নজির সিরিয়ার শাসক বাশার আল-আসাদ। গত বছরের ডিসেম্বরে বিদ্রোহী বাহিনী এগিয়ে আসতে থাকায় প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে যাঁকে পালাতে হয়েছিল। আরেকটু পিছিয়ে গেলে ২০২২-এ আরেক জুলাই বিপ্লবের ঠেলায় প্রাসাদ থেকে গোপনে শ্রীলঙ্কা ছেড়েছিলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে।

মানুষের ক্ষোভ কতটা মারাত্মক হতে পারে, বুঝেছিলেন এই রাষ্ট্রনায়করা। শাসক যতই প্রতাপ ও প্রভাবশালী হোক, দেশবাসী বিরূপ হলে তার পরিণাম কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে- এই রাষ্ট্রপ্রধানরা তার সাক্ষী। এখন আরেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিরাট আকার নিয়েছে। অথচ আমেরিকার নাগরিকরা সাদরে, আগের চেয়ে বেশি সমর্থন দিয়ে ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন।

সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি বেশি পুরোনোও নয়। মাত্র তিন মাস আগে যিনি বিরাট বিরাট প্রতিশ্রুতি দিয়ে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসেছিলেন। এর মধ্যেই জনতার একাংশের বিরাগভাজন তিনি। ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, হিউস্টন, ফ্লোরিডা, লস অ্যাঞ্জেলেস, বস্টন ইত্যাদি আমেরিকার প্রায় সমস্ত বড় শহর সেই বিরাগের উদ্গিরণ দেখল সদ্য। সংক্ষিপ্ত শাসনকালে তাঁর একাধিক পদক্ষেপ, নির্দেশ মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। পরিণামে একদিনে দেশে হাজার দেড়েক প্রতিবাদী জমায়েত দেখল আমেরিকা।

এত ক্ষিপ্ত জনতা যে, ট্রাম্পকে উন্মাদ বলে গালাগাল করতেও ছাড়ছে না। ট্রাম্পের পাশাপাশি একইসঙ্গে ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং দ্বিতীয় দফার শাসনে প্রধান সহযোগী এলন মাস্কের বিরুদ্ধে। কেন এত রাগ, অসন্তোষ? সেই তালিকাটি কম বড় নয়। শিক্ষা দপ্তরের বিলুপ্তি, বয়স্কদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, একের পর এক ছাঁটাই, গর্ভপাতের অধিকার খারিজ, এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির মর্যাদাকেই তুচ্ছ জ্ঞান ইত্যাদিতে ফুঁসছে মার্কিনিদের একাংশ।

পাশাপাশি অভিবাসীদের রাতারাতি বিতাড়ন এবং পরিশেষে অন্য দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলা আমেরিকার সাধারণ মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তারই প্রতিফলন গত সপ্তাহান্তে দেশজুড়ে এত জমায়েত ও বিক্ষোভ। যাতে শামিল মার্কিনি জনতার বক্তব্যে অসন্তোষের তীব্রতা স্পষ্ট। তাদের জীবন থেকে ট্রাম্প ও মাস্কের হাত সরানোর দাবিতে একদিনে কার্যত গর্জন শোনা গিয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে।

'হ্যান্ডস অফ' স্লোগানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সেই প্রতিবাদ। গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য পরিচিত আমেরিকা এক বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে। যেখানে সামান্যতম প্রতিবাদকেও দেশদ্রোহিতা বলে মনে করছে শাসক। ইতিমধ্যে গাজায় লাগাতার আক্রমণের জন্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় ভালো সংখ্যক বিদেশি পড়ুয়ার ভিসা পত্রপাঠ বাতিল করে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। যাঁদের মধ্যে ভারতীয়ও ছিলেন। ছাঁটাই নিয়ে শঙ্কা এখন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুধু শীর্ষ প্রশাসনে নয়, দমকল ও বন দপ্তরের মতো জরুরি সরকারি চাকরিতেও যথেচ্ছ কোপ ফেলছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাছাড়া অন্য দেশের ওপর একতরফা কর চাপিয়ে যে বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাছাড়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থনীতি, জীবিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ট্রাম্প-মাস্ক জুটির পদক্ষেপ কার্যত বিভীষিকা ডেকে আনছে আমেরিকায়।

মাত্র তিন মাসের শাসনে এত ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে যে, একদিনে সমস্ত শহরে একযোগে এত প্রতিবাদ সংঘটিত হল। ট্রাম্পের দেখানো আমেরিকা ফার্স্ট স্বপ্নের দ্রুত মোহভঙ্গ হচ্ছে সেদেশে। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের বক্তব্যে স্পষ্ট, ট্রাম্প মনে করেন না যে, তিনি কোনও ভুল করেছেন। ফলে আন্দোলন আরও ব্যাপক হওয়ার ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছে। পরিণতিতে আমেরিকার মতো দেশ অস্থির হয়ে উঠলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন।

যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র। মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আরও অধিক পূর্ণতা অর্জন করতে হ'বে।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

দুর্নীতির 'উত্তরাধিকার' নিয়ে প্রশ্ন

কংগ্রেস ও সিপিএম আমলের সঙ্গে তৃণমূল জমানার দুর্নীতির ফারাক কোথায়? সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার বিষয়।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

তৃণমূল আমলের দুর্নীতি নিয়ে সরব এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে প্রশ্নটা করেছিলাম সরাসরি। তখনও নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হয়নি।

কংগ্রেসের আদর্শের উত্তরাধিকারী যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, তেমনই দুর্নীতিরও কি উত্তরাধিকার বইছে তারা?

সত্তর দশকের দাপুটে ওই কংগ্রেস নেতা একটু থেমে জবাব দিয়েছিলেন, 'কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল তৈরি হলেও, ওদের দুর্নীতির আদর্শটা কিন্তু সিপিএমের।'

তাহলে ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেস কি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল? সেই আমলে আপনারা মর্জিমতো নিজেদের লোককে চাকরি দেননি?

ওই প্রবীণ কংগ্রেস নেতার স্বীকারোক্তি, 'আমরা সিগারেটের প্যাকেটের পিছনে লিখে লোকের চাকরির সুপারিশ করেছি বটে, সেখানে আমাদের সমর্থক ছাড়া আরও অনেকে চাকরি পেয়েছে। আমরা দল বিচার না করেই চাকরি বিলিয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন ছিল না।'

সত্তরের দশকে অনেকটা 'রবিন হুড' ইমেজের ওই কংগ্রেস নেতার বিশ্লেষণ, 'সিপিএম তাদের সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে, পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়নের অন্তরালে যে দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছিল, তার উত্তরাধিকারী তৃণমূল কংগ্রেস।'

সিপিএম অবশ্য এখনকার তৃণমূল কংগ্রেসকে সত্তর দশকের কংগ্রেসের প্রকৃত উত্তরাধিকার বলে মনে করে। অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি, মানুষকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা- এ সবের সঙ্গে এখনকার তৃণমূলের বড্ড বেশি মিল খুঁজে পান আটের দশকের এক দাপুটে সিপিএম ছাত্র নেতা। উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চলে ওয়াগন ভাঙার সেইসব 'ভয়ংকর' দিনের কথা মনে করাতে চেয়েছেন বর্তমানে পক্বকেশ সিপিএম নেতা।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা যদিও তাঁর নিজের মূল্যায়ন থেকে এতটুকুও পিছিয়ে আসতে রাজি নন। তিনি বলছিলেন, ''সিপিএমের একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল দলের উপরে। টাকাপয়সা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তেমন খেয়োখেয়ি হয়নি বাম আমলে। কিন্তু বল্গাহীন তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি এ রাজ্যে একটি 'অর্গানাইজড ক্রাইম'। যার ভিতটা গড়ে দিয়েছিল সিপিএম। নিজেদের মতো করে রাস্তা বেছে নিয়েছে তৃণমূল।''

স্কুলে স্কুলে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগ নিয়ে এখন বেজায় চাপে পড়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যায়, তা নিয়ে তৃণমূল নেত্রী দায়টা বিজেপি, সিপিএম এবং সুপ্রিম কোর্টের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, তা হালে পানি পায়নি। দলের মন্ত্রী, মুখপাত্রদের দিয়ে জেলে থাকা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বলির পাঁঠা সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন। চিঁড়ে ভেজেনি তাতেও।

২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার পিছনে যে 'প্রাতিষ্ঠানিক' দুর্নীতি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে জেলে থাকা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বহর দেখেই। তাঁরা কেউ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, কেউ স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, কেউ বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি।

'প্রাতিষ্ঠানিক' দুর্নীতির আর একটি মামলাও কিন্তু আদালতে উঠব উঠব করছে। সেখানে ৬০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগে 'টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার' অভিযোগকে আদালত মান্যতা দিলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলির মতো প্রাথমিক স্কুলের পঠনপাঠনেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য খুব সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। আদালতের ফয়সালা তাঁর ভাগ্যনির্ধারণ করবে। আর ভাগ্যনির্ধারণ করবে তৃণমূলেরও। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে সেটাই হবে তৃণমূলের অগ্নিপরীক্ষা।

সিপিএমের আমলে যে শিক্ষা দুর্নীতি হয়নি তা কিন্তু নয়। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এমনকি কলেজ শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রেও সিপিএম নীতি ভেঙেছে বারবার। কিন্তু সে ব্যাপারে বিরোধী কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট জমানার শেষ ১০-১২ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস তেমন কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। সিপিএমের বিরুদ্ধে সেই সময়কার বিরোধীদের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'। তাই ২০০৯ সালের শিক্ষক নিয়োগের অনিয়ম তৃণমূলের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ব্যাপক সাড়া এবং জেলা পরিষদ দখল করার সাফল্যে তৃণমূল তখন ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের স্বপ্ন দেখছে।

বস্তুতপক্ষে বিরোধী দল থাকার সময়ে তৃণমূল কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে কিংবা শিল্পের জমিতে বহুতল গড়ার মতো গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে তেমন কোনও আন্দোলন করতে যায়নি। তাই বোধহয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজও তেমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যাপকের বিশ্লেষণ : তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির 'গুরু' অবশ্যই সিপিএম। সিপিএম যা করেছে চুপচাপ থেকে। ভিতর থেকে অপারেশন চালিয়েছে। মন্ত্রী আর রাজ্য স্তরের নেতারা প্রকাশ্যেই আসেননি। আর সদ্য সদ্য সিপিএম থেকে আসা তৃণমূলের নীচুতলাকে প্রথমে ভরসাই করতে পারেনি নেতৃত্ব। ফলে মন্ত্রীরা সরাসরি জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতির সঙ্গে। আর মন্ত্রীরা যখন কাউকে এ ব্যাপারে তাঁদের এজেন্ট হিসেবে 'ভরসা' করেছেন, তাঁর থেকে দুর্নীতির জাল দ্রুত ছড়িয়েছে নীচুতলায়। টাকার বখরা নিয়ে গোলমাল বেধেছে। যে যার মতো করে চাকরি বিক্রির মূল্য ধার্য করেছে।

বিজেপির এক অধ্যাপক নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের এক উঠতি নেতাকে উদ্দেশ্য করে বছর বারো আগে বলেছিলেন, 'সিপিএমের মেধাবী ছাত্র'। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তৃণমূল সিপিএমের জুতোতেই পা গলিয়ে নিয়েছিল। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি হারানোর ঘটনার ভিত্তি সেটাই। সমাজবিজ্ঞানের ওই অধ্যাপক বলেন, তৃণমূল ক্ষমতায় এসে যদি সিপিএমের আমলের শিক্ষা দুর্নীতির ময়নাতদন্ত করাত, সেগুলি নিয়ে সরব হত, তাহলে এই সরকারের ভাবমূর্তি বাড়ত। কিন্তু তড়িঘড়ি সিপিএমের 'পথ' বেছে নেওয়ায় এত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদকে জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে বা হয়েছে।

২০০৯ সালের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ৪৬ হাজার ৬৪৭ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বরে গরমিল ধরা পড়েছিল অডিটে। এঁদের মধ্যে ৩২ হাজার ৯৭০ জনের নম্বর বাড়ানো হয়েছিল বলেও অভিযোগ। অভিযোগ, নম্বর কমানো হয়েছিল ১৩ হাজার ৬৭৭ জন প্রার্থীর। এমনকি, চূড়ান্ত মেধাতালিকায় থাকা ২ হাজার ৪৮৩ জনের প্রাপ্ত নম্বরেও গরমিল করা হয়েছিল বলে ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই এখনও চাকরি করছেন। বাম আমলে হওয়া প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও অনিয়মের ইঙ্গিত মিলেছিল তদন্তে। ক্যাগ তদন্তের নির্দেশ দিলেও তৃণমূল সরকার কিছু করেনি।

শুধু সিপিএমের দুর্নীতির পথটাকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিল।

ত্রিপুরায় ২০১৭ সালের ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনটি শেষ করব। তৎকালীন ত্রিপুরার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের জমানায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। সেই প্যানেল বাতিল করেছিল হাইকোর্ট। এরপর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল তৎকালীন ত্রিপুরার বাম সরকার। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খায় সরকার। সুপ্রিম কোর্টও চাকরি বাতিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছিল।

চাকরি চলে গিয়েছিল ১০ হাজার ৩২৩ জনের। আর তার পরের বছর ছিল ত্রিপুরার বিধানসভা ভোট। ড্যামেজ কন্ট্রোলের নানা চেষ্টা করেছিল সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল তৎকালীন বাম সরকার।

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের ভোট। কী হবে এখানে?

ত্রিপুরার মতো বিপর্যয় যাতে এখানে না হয় তার জন্য চাকরিহারাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার তিনি দেখলাম নেতাজি ইন্ডোরে 'যোগ্য' চাকরিহারাদের বলছিলেন, 'আমরা দু'মাসের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা করে দেব। যোগ্যদের কারও চাকরি বাতিল হবে না।' বিকল্প ব্যবস্থাটা কী, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি। আর বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিজেদের স্কুলেই 'স্বেচ্ছায়' কাজ করে যেতে বলেছেন। এই সময়ের বেতন কোথা থেকে আসবে, সে ব্যাপারে কিন্তু ধোঁয়াশা কাটেনি চাকরিহারাদের।

দুর্নীতির 'বিষবৃক্ষ'রা কি এ থেকে কোনও শিক্ষা নেবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯৪

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল।

আলোচিত

আমি লাল-নীল-গেরুয়া, কোনও রং দেখব না। তাতে ওরা আমাকে জেলে ভরলে ভরুক। আমি বেঁচে থাকতে যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। আদালতের রায়ে আমার হৃদয় পাথর হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আইন অনুযায়ী এ টু জেড, সব পরিকল্পনা করা আছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিদ্যুতের তারের ওপর ঝুলছে একগুচ্ছ ঘাস। সেই ঘাস খেতে তারের ওপর উঠেছে একটি ছাগল। ছাগলটি আলগোছে ওই সরু তারের ওপর দাঁড়িয়ে তারে আটকে থাকা ঘাস খাচ্ছে। ছাগলের এমন কীর্তিতে অবাক নেটনাগরিকরা। তবে অনেকের মতে এটি এআই তৈরি ভিডিও।

ভাইরাল/২

দিল্লি মেট্রোয় তরুণের খানাপিনার ভিডিও ভাইরাল। গ্লাসের রঙিন পানীয়ে কয়েক চুমুক দেওয়ার পর ব্যাগ থেকে সেদ্ধ ডিম বার করে খোসা ছাড়িয়ে কামড় বসান। পরে তরুণের দাবি, গ্লাসে মদ নয়, আপেলের রস ছিল।

জনমন

জনমত

অবহেলায় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট

আলিপুরদুয়ার পুরসভার অধীনে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মেইন রোডের নিকাশিনালার পাশে দুই জায়গায় দীর্ঘ এক বছর ধরে ১০-১২টা জলের পাইপ পড়ে রয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্র ভবনের সামনে ১৫টি বড় জলের মেইন পাইপলাইন দীর্ঘদিন ধরে পড়ে। ফলে রাস্তার ওইসব অংশের নিকাশিনালা পরিষ্কার করতে কর্মীদের যেমন অসুবিধা হচ্ছে, তেমনই সবসময় ওই জায়গায় আগাছায় ভরে থাকছে। এছাড়া সূর্যনগরের সংকীর্ণ মেইন রোডের ওইসব অঞ্চলে মাঝেমধ্যে ট্রাফিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বাসিন্দারা। ওভাবে পাইপ পড়ে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা নিজ প্রয়োজনে কোনও প্রকার ইমারতি দ্রব্যও নামিয়ে রাখার জায়গা পাচ্ছেন না।

পাশাপাশি পাড়ার মধ্যে বাচ্চাদের দুটো স্কুল রয়েছে। ফলে যাতায়াতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানাতে একটা মার্চ পিটিশন অনেকদিন আগে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি এটা সরকারি সম্পত্তি, দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে এর আর কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ার শহরের অন্যান্য ওয়ার্ডে মেইন পাইপলাইনের কাজ চলছে। এই অবস্থায় দায়িত্বশীল হতে পুরসভাকে অনুরোধ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইসব মূল্যবান পাইপ সূর্যনগর মেইন রোডে এবং রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে সরিয়ে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করলে ভালো হয়। সরকারি সম্পত্তি অবহেলায় নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে অনুরোধ করছি। শহরবাসীর ছোটখাটো অসুবিধাগুলো সমাধানে পুরসভার অগ্রাধিকার দেওয়া আশু কর্তব্য বলে মনে করি।

দেবু পালধী, সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার।

শিবমন্দিরে যত্রতত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ড

শিবমন্দিরে খালি জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝেমধ্যে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লেগে যায়। গত ডিসেম্বর মাসে এরকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। এবারে মার্চ মাসে বিএড কলেজের পেছনে একটি অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লাগে। দমকলকে আসতে হয় আগুন নেভাতে। এই অবস্থায় শিবমন্দিরের বাসিন্দাদের আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে।

শিবমন্দিরস্থিত মাগুরমারি নদী আপাতত এক অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত। শিবমন্দিরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, বিষয়টিতে গুরুত্ব দিন। শীঘ্রই একটি বড় আকারের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ব্যবস্থা করা হোক যাতে এলাকাবাসী সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলতে পারেন। তাতে পরিবেশও দূষণ থেকে রক্ষা পাবে।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তালনবমী, ইতুপুজো কার্যত নিরুদ্দেশে

রামনবমীর দাপট বোঝায়, বাঙালি হারাচ্ছে সত্তা। বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতি হারাচ্ছে গোবলয়ের রাজনৈতিক আগ্রাসনে।

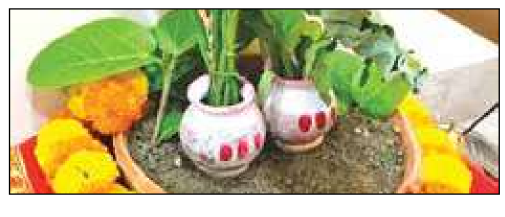

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

রামনবমীর আবহেই ছাত্রজীবনের গল্প মনে পড়ে গেল। মনে জেগে উঠল প্রচুর প্রশ্ন।

তখন সম্ভবত ক্লাস সিক্সে পড়ি। বয়স এই এগারো-বারো। ক্লাবে নববর্ষের নাটকের রিহার্সাল শেষ হলে এক বন্ধু জানাল, তাদের বাড়িতে পুজো আছে। প্রসাদ খেতে ডাকল। সবাই মিলে গেলাম। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম,

"কী পুজো ভাই?

"রামনবমীর পুজো।"

"অ্যাঁ?"

এই ছিল আমার রামনবমীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রামনবমীতেও যে পুজো হয়, রামেরও যে পুজো হয় তা আমি আমার এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত জানতাম না। কয়েকশো বছর ধরে আমাদের পরিবার শাক্ত উপাসক। কোচবিহারের পঞ্চগ্রামী বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মানোর ফলে পূজার্চনার মধ্যেই বেড়ে উঠেছি। ঠাকুরদা কোচবিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। শৈশব থেকেই রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পৌরাণিক কাহিনী শুনে বড় হয়েছি। এই গল্প শুনতে শুনতেই আমার রামচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়। হনুমানের সঙ্গেও। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহের মতোই রামকেও আমি বিষ্ণুর এক অবতার রূপে জানতাম।

এবং হলফ করে বলতে পারি, বাংলায় আজ যাঁরা রামনবমীর জলে প্লাবিত, তাঁরাও ২০১৪ সালের আগে সেভাবে রামনবমী নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না।। লাখে একজনের বাড়িতে পুজো হয়তো হত, কিন্তু এভাবে বারোয়ারি ঢঙে রামনবমী উদযাপনের কথা কেউ ভাবতও না।

তাহলে যে বাঙালি মানুষগুলো আজ রামনবমী উদযাপন নিয়ে এত ব্যস্ত, তাঁরা দশ-বারো বছর আগে কী উদযাপন করতেন? শুধুই কি দুর্গাপুজো? না। বাঙালি তালনবমী উদযাপন করত রামনবমীর বদলে। ইতুপুজো, মঙ্গলচণ্ডী, নীলষষ্ঠী পুজো হত। শনিবারে বার-নারায়ণ পুজো হত। রথপূর্ণিমার আগে আমাদের পাড়াতেই অন্তত আট-দশটা বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হত। ছাতা মাথায় নিয়ে হাঁটুজল ভেঙে শিন্নি-মুড়কি, লুচি-ছোলার ডাল খেতে যেতাম।

ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র দশ বছর সময় লাগল একটা জাতির ধর্মীয় সংস্কৃতি সমূলে উপড়ে ফেলতে। গত তিন-চার বছর ধরে আশপাশে কোথাও সত্যনারায়ণ পুজো হতে দেখিনি। এখন যে বাচ্চাগুলো বড় হচ্ছে, তারা হয়তো বাঁশপুজোর নামটাও জানবে না কোনওদিন। অথচ এই পুজো-পার্বণগুলো আমাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

কারও ধর্মীয় ভাবাবেগের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু ভাবলে হতাশ লাগে, বাঙালি নামক একটা জাতি ধর্মের নামে আঞ্চলিক-রাজনৈতিক আগ্রাসনের সামনে কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে দিচ্ছে। ঠিক যেভাবে হিন্দি আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রায় হারিয়ে গেছে মৈথিলী, মাগধী, আওধী ভাষাগুলি। বাংলাও অনেকটা সেই পথেই হাঁটছে। এভাবেই প্রতিদিন বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি, পূজার্চনা হারিয়ে যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের গোবলয়ে আঞ্চলিক-রাজনৈতিক আগ্রাসনের সামনে।

লোকে বলবে, দুর্গাপুজো তো প্রতিবছর ধুমধাম করেই হচ্ছে। কীভাবে বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে তাহলে? হ্যাঁ, দুর্গাপুজো হচ্ছে, হয়তো হবেও। কিন্তু আমাদের যেটা বুঝতে ভুল হয়, সেটা হল দুর্গাপুজো একটা প্রতিষ্ঠান। আর সত্যনারায়ণ, ইতু, তালনবমী হল লিটল ম্যাগাজিন। যদি আজ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার লিটল ম্যাগাজিনগুলো সব ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়, বড় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থাগুলো ভেঙে পড়তে সময় লাগবে না। এভাবে চললে আজ থেকে বছর পনেরো-কুড়ি পরে বাঙালি জাতিটা হয়তো টিকে থাকবে, কিন্তু তা শুধু ভাতে আর ইসবগুলে।

(লেখক গবেষক ছাত্র। খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০৯

পাশাপাশি : ১। এই সুলতানা আকবরের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ৩। গাছের নতুন পল্লব বা পদ্মরাগ মণি ৫। দরদর করে ঘামছে ৬। উত্তাল ঢেউ বা তরঙ্গ ৭। মুসলিম ঘরানার মাংসের বড়া ৯। কোর্ট, যেখানে দোষীর বিচার হয় ১২। অঙ্গীকার করা বা কবুল করা ১৩। জলে ফোটে নীল রঙের পদ্মফুল।

উপর-নীচ : ১। পেটকাটি বা বগ্গার সঙ্গে উচ্চারিত হয় নাম ২। বিরোধ মীমাংসা ৩। কাজের প্রতি অনীহা ৪। ভারী ও গমগমে আওয়াজ ৫। পণ্যের বিনিময় মূল্য ৭। জ্যামিতির দুটি রেখা যেখানে মেশে ৮। গ্রামের বিত্তশালী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি ৯। অন্যের সন্তান নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ ১০। নিন্দামন্দ করা ১১। রান্নার কাজ।

সমাধান ■ ৪১০৮

পাশাপাশি : ১। গাবর ৪। সুবল ৫। যম ৭। চাতাল ৮। নামঞ্জুর ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। লিলি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। গালিচা ২। রসুল ৩। তালকানা ৬। ময়ূর ৯। নেপালি ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

দমকলে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ত্রিপুরায়

আগরতলা, ৭ এপ্রিল : দমকল দপ্তরে নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া লিখিত পরীক্ষা বাতিল করে দিল ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে পরীক্ষা বাতিলের কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, পরীক্ষকরা বড় ভুল এবং গোলমাল শনাক্ত করতে পেরেছেন। নতুন পরীক্ষার দিন পরে জানানো হবে।

ত্রিপুরার দমকল এবং জরুরি পরিষেবা দপ্তরে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি। তারও আগে ২০২২ সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সরকার। কিন্তু দু'বছর আগে পরীক্ষা হলেও ফলপ্রকাশ হয়নি এখনও। দ্রুত ফলপ্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভও দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। এবার সেই পরীক্ষাই বাতিল করে দেওয়া হল।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট এরাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে। সেই রায়ের পরে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এই আবহে ত্রিপুরায় চাকরির পরীক্ষা বাতিলের ঘটনা রাজনৈতিক বিতর্কের নতুন রসদ জোগাতে পারে।

ঘুরপথে যুক্তরাষ্ট্রে নেতানিয়াহু

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল : ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ঘুরপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হল। তাঁর বিমানকে ৪০০ কিলোমিটার অতিরিক্ত আকাশপথ পেরোতে হয়েছে। সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের লক্ষ্যে আমেরিকায় গিয়েছেন ইহুদি নেতা।

যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে জেনিভার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ২০২৪ সালে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তা এখনও বজায় আছে। যে কোনও দেশ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে মান্যতা দিতে পারে। ইজরায়েলের ধারণা, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পারে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশকে এড়িয়ে গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স ও আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে নেতানিয়াহুর বিমান। ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়েছে নেতানিয়াহুকে। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তির দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু মানুষ।

এদিকে ২৩ মার্চ দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর আক্রমণে যে ১৫ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী নিহত হয়েছিলেন সেব্যাপারে দোষ স্বীকার করল আইডিএফ। সেই আক্রমণ ভুল হয়েছিল বলে স্বীকার করেছে ইহুদি সেনাবাহিনী। যে গাড়ির ওপর ইহুদি সেনা আঘাত হেনেছিল সেই গাড়িটি রাষ্ট্রসংঘের।

মাঝআকাশে মৃত্যু বৃদ্ধার

মুম্বই, ৭ এপ্রিল : মাঝ আকাশে মৃত্যু উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সুশীলা দেবীর (৮৯)। রবিবার রাতে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগর বিমানবন্দর থেকে বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিমান ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। জরুরি ভিত্তিতে রাত ১০টা নাগাদ ঔরঙ্গাবাদের চিকালথানা বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয় ইন্ডিগোর বিমানটিকে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হৃদরোগেই মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

প্রিয় নেতাকে আলিঙ্গন তরুণীর। 'পলায়ন রোকো নকরি দো' পদযাত্রায় রাহুল গান্ধি। সোমবার বেগুসরাইতে।

ট্রাম্প-কোটা ও কাজ অস্ত্রে রাহুলের নিশানা

বিহারে পদযাত্রা

পাটনা, ৭ এপ্রিল : মাসকয়েক বাদেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাগাঁটবন্ধনের শরিক কংগ্রেস রাজ্যে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার চেষ্টা করছে। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'ভূমিপুত্র' কানহাইয়া কুমারকে। সোমবার বেগুসরাইয়ে তাঁর উদ্যোগে হওয়া 'পলায়ন রোকো, নকরি দো' পদযাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। পরে পাটনায় সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। দুই জায়গাতেই বিহারে ক্ষমতাসীন জেডিইউ-বিজেপি জোট সরকারের চেয়ে কেন্দ্রের সমালোচনায় বেশি সময় ব্যয় করেন রাহুল। সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান... একের পর এক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন তিনি।

বেগুসরাইয়ে পদযাত্রা শুরুর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন রাহুল। সেখানেও তাঁর তোপের মুখ ছিল মোদির দিকে। কংগ্রেস নেতা লেখেন, 'ট্রাম্প সেই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিয়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভারতকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। আমাদের কাছে একটি স্থিতিশীল, উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে যা সব ভারতীয়র জন্য কার্যকর হবে।'

কানহাইয়া কুমার ও রাহুল গান্ধি।

দিনভর বিরোধিতার সেই চড়া সুর বজায় রেখেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এদিন পাটনায় সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের কারণে শেয়ার বাজারে বিপর্যয় ঘটেছে। এর অর্থ শেয়ারে বিনিয়োগ আপনাদের ক্ষেত্রে লাভজনক হচ্ছে না। এখানে প্রচুর টাকা ঢালা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা তার সুবিধা নিতে পারছেন না।' সংরক্ষণ ও জাতগণনা ইস্যুতেও ফের মুখ খুলেছেন তিনি। ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ কোটার বাধা সরিয়ে জাতগণনার ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালু করার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

রাহুল বলেন, 'কংগ্রেস জাতগণনার ব্যবস্থা করে সামাজিকভাবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণিগুলিকে উন্নতির সুযোগ করে দেবে। আম্বেদকার দলিতদের জন্য লড়াই করেছিলেন। তিনি দলিতদের কষ্ট বুঝতেন। তিনি সত্যের জন্য লড়াই করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধিও সত্যের পথে হেঁটেছিলেন। সেইজন্য তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ'।'

বেগুসরাইয়ের পদযাত্রায় রাহুলের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন বহু তরুণ। সেখানে তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব পেয়েছে কর্মসংস্থান। রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য বিহারের যুব সম্প্রদায়ের সমস্যার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখানকার তরুণরা সরকারি চাকরি খুঁজছেন। কিন্তু বেসরকারিকরণের কারণে সেই সুযোগ দিন দিন কমছে। রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে আমাদের এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।'

দ্বাদশের ছাত্রীকে সাতদিন গণধর্ষণ

বারাণসী, ৭ এপ্রিল : মাদক খাইয়ে সাত দিন ধরে আটকে রেখে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ২৩ জনের বিরুদ্ধে। পুলিশ ইতিমধ্যে ৬ জনকে আটক করেছে। বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করে জালে পোরার চেষ্টা চলছে। ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, ২৯ মার্চ এক বন্ধুর সঙ্গে বারাণসীর পিশাচমোচন এলাকার একটি হুক্কা বারে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা তরুণী। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। ৪ এপ্রিল খোঁজ মেলে তরুণীর। এরপর ৬ এপ্রিল থানায় গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার।

নির্যাতিতা একটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নিয়মিত দৌড় অনুশীলনের জন্য ইউপি কলেজে যেতেন তিনি। গোপন জবানবন্দিতে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, ২৯ মার্চ এক বন্ধু তাঁকে একটি হুক্কা বারে নিয়ে যান। সেখানে আরও কয়েকজন তরুণ ছিলেন। অভিযোগ, কথা বলার সময় কোনওভাবে তাঁর ঠান্ডা পানীয়ে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে দেন তরুণদের মধ্যে কেউ। মাদকের প্রভাবে প্রায় অচেতন হয়ে পড়েন তরুণী। এরপর সাতদিন ধরে সিগ্রা এলাকার বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একে একে ধর্ষণ করেন অন্তত ২৩ জন। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন তরুণীর পূর্বপরিচিত ছিলেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ। ছিলেন তরুণীর সমাজমাধ্যমের বন্ধু ও সহপাঠীরাও।

নির্যাতিতার পরিবারের

ধৃত ৬

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ছ'জনকে আটক করে জেরা চলছে। হুক্কা বারের কর্মীদেরও জেরা করা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ। বরুণা এলাকার ডিসিপি চন্দ্রকান্ত মীনা বলেন, 'তরুণী প্রথমে স্বেচ্ছায় তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুরাই তাঁকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ। ৪ এপ্রিল তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর ৬ এপ্রিল লালপুর থানায় অভিযোগ করেন নির্যাতিতা।'

ডিসিপি আরও স্পষ্ট করেছেন, মেয়েটি নাবালিকা নন, যা নিয়ে কিছু সংবাদমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় নৌসেনার চিকিৎসায় সুস্থ পাক ধীবর

মাস্কাট ও নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকলেও মানবিকতায় অটুট। শুক্রবার সেই দৃষ্টান্তই রাখল ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস ত্রিকান্দ। মাঝ সমুদ্রে এক জখম পাক নাগরিকের চিকিৎসা করলেন ভারতীয় জওয়ানরা। আল ওমেদি নামে ইরানের এক মাছধরা নৌকার ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ পরিষ্কারের সময় আঙুলে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন এক পাক-কর্মী। নয়াদিল্লির প্রতিরক্ষামন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির আঙুলে গুরুতর আঘাত ছিল। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল। ইরানি মাছধরার নৌকাটি থেকে ত্রিকান্দের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। নৌকাটি তখন ওমান উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে। বার্তা পাওয়ার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ করে আইএনএস ত্রিকান্দ। পরে ইরানগামী অন্য একটি জাহাজে ওই ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক সহ চিকিৎসার বহু সরঞ্জামও দেওয়া হয়। সময়োপযোগী চিকিৎসার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন পাক-কর্মীরা। ইরানি নৌকায় ১১ জন পাক-কর্মী ছিলেন।

শ্লীলতাহানি নিয়ে বেফাঁস কন্নড় মন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৭ এপ্রিল : 'এমন তো কতই হয়!' নয়ের দশকে বানতলা যৌন হয়রানির ঘটনায় এরকম মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুকে। এবার একই ধরনের 'অবিবেচক' মন্তব্য করে ফেঁসে গেলেন দাক্ষিণাত্যের এক মন্ত্রী। বেঙ্গালুরুর রাস্তায় এক মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনায় মুখ খুলে বিপাকে পড়লেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। সোমবার তিনি বলেন, 'এরকম ঘটনা বড় শহরে ঘটেই। পুলিশ কমিশনারকে প্রতিদিন বলে থাকি, সব জায়গায় নজরদারি চালাতে, টহলদারি বাড়াতে। পুলিশ দিনরাত কাজ করছে। এই ধরনের কিছু ঘটনা এদিক-ওদিক ঘটবেই। আইন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। আজ সকালেও কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

বিজেপির মুখপাত্র প্রশান্ত জি বলেন, 'এ একেবারে অমানবিক বক্তব্য। তিনি কি তবে যৌন হেনস্তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছেন? দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন?' বিজেপি বিধায়ক ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অশ্বত্থ নারায়ণের কথায়, 'এই ঘটনা লজ্জাজনক তো বটে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য আরও লজ্জাজনক। এতে মানুষের আত্মবিশ্বাস আরও কমে যাবে।'

অভিযোগ, গত ৩ এপ্রিল সকালে বেঙ্গালুরুতে প্রকাশ্য রাস্তায় এক তরুণীর শ্লীলতাহানি করেন এক ব্যক্তি। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সুদ্দাগুন্তেপালিয়ার কাছে এক তরুণীকে আপত্তিজনকভাবে স্পর্শ করছেন এক ব্যক্তি। সেই সময় তরুণীর সঙ্গে তাঁর এক বান্ধবীও ছিলেন। তাঁদের একজনকে ধাক্কা মেরে দেওয়ালের দিকে ঠেলে দেন ওই ব্যক্তি। তারপর তাঁকে আপত্তিজনকভাবে স্পর্শ করেন। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল শুরু হয়। এরপর পরমেশ্বরের অসংবেদনশীল মন্তব্য জনরোষ আরও বাড়িয়ে দেয়।

বেগতিক দেখে বেঙ্গালুরু পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন পরমেশ্বর। এরপর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। মামলা দায়ের হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫৪বি ধারায়। অভিযুক্তের খোঁজ চললেও নির্যাতিতার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

গ্যাসের দাম বাড়ল ৫০ টাকা

পেট্রোল, ডিজেলে এক্সাইজ ডিউটি ২ টাকা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : মধ্যবিত্তের জন্য বড় ধাক্কা। রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত দাম কার্যকর হবে। ভরতুকিযুক্ত এবং ভরতুকিহীন সিলিন্ডার সব ক্ষেত্রেই দাম বাড়ানো হয়েছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, ১৪.২ কেজির ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম ৮২৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৭৯ টাকা করা হল। উজ্জ্বলা প্রকল্পে সিলিন্ডারের দাম ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে হবে ৫৫০ টাকা। ২০২৪-এর অগাস্ট থেকে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত ছিল। ১ এপ্রিল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৪১ টাকা কমানো হয়। বর্তমানে দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১,৭৬২ টাকা। পুরী আরও বলেন, 'এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রতি ১৫ দিন বা এক মাস অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।' মন্ত্রী জানান, পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপর বর্ধিত করের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হবে না। তেল কোম্পানিগুলির গ্যাস বিক্রি বাবদ ৪৩,০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতেই এই দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এদিকে পেট্রোল-ডিজেলের ওপর লিটার প্রতি ২ টাকা করে এক্সাইজ ডিউটি বসিয়েছে কেন্দ্র। তবে এর প্রভাব আমজনতার ওপর পড়বে না। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আপাতত পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রাখার কথা জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমায় আপাতত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দাম বাড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

> অবশেষে মোদিজি শুল্ক-র উপযুক্ত জবাব দিলেন। পেট্রোল-ডিজেলের ওপর কর এবং গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আরও বাড়ানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির যন্ত্রণায় ভুগছে এমন মানুষজনকে আবারও সরকারি লুট উপহার দিল।
>
> **রাহুল গান্ধি**

> বাহবা নন্দলাল! হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনাপয়সার চাল। বিজেপির 'বিকাশের' ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ ভারতীয়দের পকেট থেকে শেষ পয়সাটাও কেড়ে নেওয়া। ওষুধ থেকে গ্যাস, সবই মহার্ঘ।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে সরব হয়েছে বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দেগে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অবশেষে মোদিজি শুল্ক-র উপযুক্ত জবাব দিলেন। পেট্রোল-ডিজেলের ওপর কর এবং গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আরও বাড়ানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির যন্ত্রণায় ভুগছে এমন মানুষদের আবারও সরকারি লুট উপহার দেওয়া হল।' কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের জোগানে ঘাটতি ছিল। এবার উজ্জ্বলার দরিদ্র মহিলাদের সঞ্চয়ের ওপরও মুদ্রাস্ফীতির চাবুক পড়ল। লুটপাট, চাঁদাবাজি, প্রতারণা... সবই মোদি সরকারের সমার্থক হয়ে উঠেছে।'

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলে কর বেড়েছে। এলপিজি গ্যাসের দামও পঞ্চাশ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দাম কমার সুবিধা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বদলে নরেন্দ্র মোদি সরকার কেবল জনসাধারণের খরচে নিজেদের রাজস্ব বাড়াতে চাইছে। জনতা ত্রস্ত, রাজা মস্ত। আচ্ছে দিন, মোদি স্টাইলে।'

ভন্ডুল কাশ্মীর বিধানসভার অধিবেশন

শ্রীনগর, ৭ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘিরে সোমবার অশান্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা। প্রধান শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্সের আনা এই সংক্রান্ত মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন স্পিকার আব্দুল রহিম রাথের। ঘটনাচক্রে যিনি নিজেও ন্যাশনাল কনফারেন্সেরই বিধায়ক!

ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক নাজির গুরেজি এবং তনভির সাদিক ওয়াকফ আইন মুলতুবি করা প্রস্তাব এনেছিলেন। আপত্তি তোলেন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের যুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে। তাই বিচারাধীন বিষয় বিধানসভায় আলোচনায় তালিকাভুক্ত করা যাবে না। স্পিকার সেই দাবি মেনে নেওয়ায় অশান্তি শুরু হয়। কয়েক দফা মুলতুবির পরে শেষপর্যন্ত শাসক এনসি এবং বিজেপির বিধায়কদের হট্টগোলের জেরে এদিনের মতো বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার।

'অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক'

ওয়াকফ সুপ্রিম কোর্টে মুসলিম ল'বোর্ড

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : সংসদে সম্প্রতি পাশ হওয়া ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে তা খারিজের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এআইএমপিএলবি)। বোর্ডের দাবি, এই আইন 'সংবিধানবিরোধী' এবং 'মুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করে'।

একই দাবি নিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল) এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম (ডিএমকে)-ও। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি রিট আবেদন দায়ের করে মুসলিম লিগের দাবি, 'এই আইন সংবিধানের ১৪, ১৫, ২৫ ও ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছে।'

ইতিমধ্যে নতুন ওয়াকফ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ ওয়াকফ আইন সংক্রান্ত আবেদনগুলি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। সেই তালিকাতেই স্থান পেতে পারে এআইএমপিএলবির আবেদনটিও।

মুসলিম সংগঠন জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ, 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন' (মিম)-এর প্রধান তথা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, কংগ্রেস সাংসদ মহম্মদ জাভেদ এবং আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিধায়ক আমানতুল্লাহ খান সহ অন্যদের ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আবেদনগুলির জরুরি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি খান্নার নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ শুনানিতে রাজি হয়েছে বটে, তবে তারা জানিয়েছে জরুরি ভিত্তিতে ওইসব আবেদনের শুনানি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আদালতের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই যথাসময়ে তা শোনা হবে।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে তীব্র বিষোদ্গার করে এআইএমপিএলবির মুখপাত্র এসকিউআর ইলিয়াস সোমবার বলেন, 'স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং নেতিবাচক এই আইন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২৫ এবং ২৬ ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।' তাঁর দাবি, 'এই সংশোধনীগুলি সংবিধানের ধর্মাচরণের অধিকার সম্পর্কিত ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে। সরকার স্পষ্টতই মুসলমানদের ধর্মীয় সম্পত্তি (ওয়াকফ) পরিচালনা থেকে সরিয়ে দিয়ে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে চাইছে।' নতুন সংশোধিত আইন মুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় সংস্থা ওয়াকফ বোর্ডে 'অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে'র পথ প্রশস্ত করেছে বলেও ইলিয়াসের অভিযোগ।

মুসলিম ল'বোর্ডের মতে, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুদানের ক্ষেত্রে যে অধিকার ও সুরক্ষা রয়েছে, মুসলিমদের ওয়াকফে তা নেই। এটা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক ও অসাংবিধানিক।

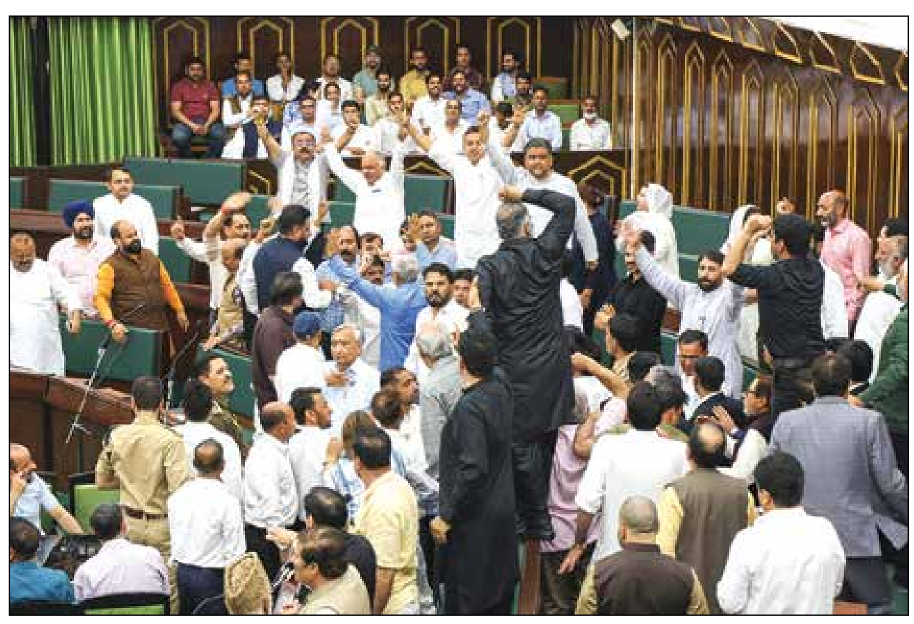

ওয়াকফ আইন নিয়ে আলোচনায় হট্টগোল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায়। সোমবার শ্রীনগরে।

ভারত থেকে পণ্য আমদানি অ্যাপলের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বুধবার থেকে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা। তার ঠিক আগে ভারতের কারখানায় তৈরি প্রচুর আইফোন এবং অন্যান্য গ্যাজেট ও যন্ত্রাংশ আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছে উৎপাদক সংস্থা অ্যাপল। ৫টি বিমান ভরে ওইসব জিনিসপত্র চালান করা হয়েছে। ট্রাম্পের বর্ধিত শুল্ক এড়াতেই মার্কিন সংস্থা অ্যাপল এই কৌশল নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, ৫ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্কের প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতীয় পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে আমেরিকা। দিনকয়েকের মধ্যে তা আরও বাড়তে চলছে। তাই মার্চের শেষদিকেই মাত্র ৩ দিনের মধ্যে

৫টি বিমানে ভারতের কারখানায় উৎপাদিত জিনিসপত্র আমেরিকা নিয়ে গিয়েছে অ্যাপল। একইভাবে চিনের উৎপাদনকেন্দ্রগুলি থেকেও তারা প্রচুর পণ্য আমেরিকায় আমদানি করেছে। এর ফলে পারস্পরিক শুল্ক চালু হলেও অ্যাপল আমেরিকায় বর্তমান দামে আইফোন বিক্রি করতে পারবে। সূত্রটির দাবি, ট্রাম্প সরকার শুল্ক বাড়ালেও ভারতে আইফোনের দাম বাড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

২৬ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রায়পুর, ৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ছত্তিশগড়কে মাও-শূন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর মাওবাদীর মৃত্যু হচ্ছে। আত্মসমর্পণও করছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় ২৬ জন মাওবাদী ধরা দিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন কমান্ডার।

দান্তেওয়াড়ার এসপি গৌরব রাই জানিয়েছেন, মাওবাদী মতাদর্শের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে আত্মসমর্পণকারীদের। নেতাদের ফাঁকাবুলি, কঠোর জীবনযাত্রা ও ক্যাডারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মাওবাদীরা। ধরা দেওয়ার তাঁদের অভিব্যক্তি জানিয়েছেন। তাঁরা সমাজের মূলস্রোতে শামিল হতে চাইছেন। এসপির বক্তব্য অনুযায়ী, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা যে সমস্ত গোষ্ঠীতে রয়েছে, সেগুলি হল জনমিলিশিয়া, রেভলিউশনারি পার্টি কমিটি, মাওবাদীদের জনতন সরকার শাখা, দণ্ডকারণ্য আদিবাসী কিষান মজদুর সংগঠন, চেতনা নাট্য মণ্ডলি। যে তিনজন প্রথমসারির কমান্ডার ধরা দিয়েছেন তাঁরা হলেন রাজেশ কাশ্যপ, কোসা মাধবী ও ছোটু কুঞ্জম। রাজেশ কাশ্যপের মাথার দাম ছিল ৩ লখ টাকা। মাধবী ও কুঞ্জমের মাথার দাম ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ও ৫০ হাজার টাকা।

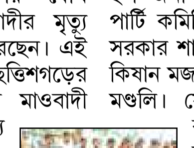

ছত্তিশগড় সরকার মাওবাদীদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে ২০২০ সালে 'লোন ভারাতু'(বাড়ি ফিরুন) কর্মসূচি নেয়। তাতে ৯৫৩ জন মাওবাদী অস্ত্র ছেড়ে সরকারি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় শামিল হয়েছে।

সুহানার মায়ের নাম দীপিকা?

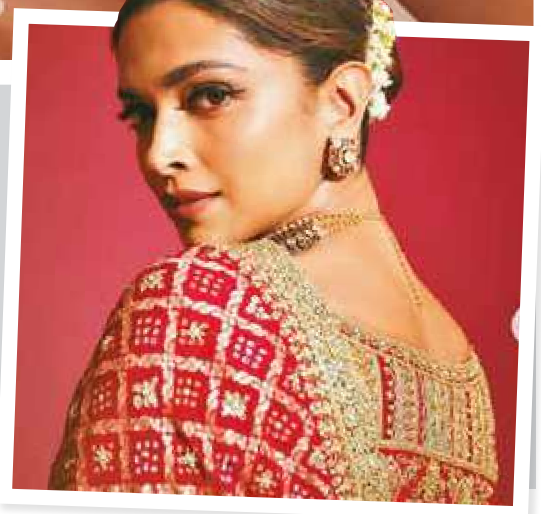

আবার চমকে দিলেন শাহরুখ। বরাবরের মতো তুরুপের তাসটা শেষবেলায় ফেললেন। সেই তাসের নাম দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর লাকি চার্ম। 'কিং' ছবিতে দীপিকাকে আনছেন তিনি। খুব বড় চরিত্র নয়। ক্যামিও। তবু আনছেন। কারণ চরিত্রটা গুরুত্বপূর্ণ। সুহানার মায়ের চরিত্রে দীপিকা। ছবিতে শাহরুখ খানের প্রাক্তন তিনি। 'পাঠান'-এর পর আবার দীপিকাকে নিয়ে নামছেন শাহরুখ খান। সামনের মাস থেকেই শুরু হবে শুটিং।

আসলে এই ছবিটা নিয়ে কোনও আপোসে যাচ্ছেন না কিং খান। আর তাই হঠাৎ করে ছবির পরিচালক সুজয় ঘোষ বদলে, সিদ্ধার্থ আনন্দ! হ্যাঁ, মেয়ে সুহানাকে সঙ্গে নিয়ে পর্দায় আসার ব্যাপারে কোমরের দড়ি আরও শক্ত করে বাঁধছেন শাহরুখ। কারণ, শাহরুখ তাঁর এই 'কিং' ছবির জন্য রেকর্ড বাজেট ধরেছেন। আর ছবিতে চমক দিতে একটা সুযোগও মিস করছেন না বলিউড বাদশা।

জাদুকর ভিকি কৌশল

ছাওয়া-য় বক্স অফিসে জাদু ছড়িয়ে এবার সত্যিই পর্দায় জাদুকর হচ্ছেন ভিকি কৌশল। তাঁর আগামী ছবি এক জাদুগর-এর ফার্স্ট লুক বেরিয়েছে। এই অবতারে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। আপাদমস্তক সবুজ পোশাকে মোড়া, হাতে জাদুদণ্ড, মুখে হাসি—ছাওয়া-র মতো গভীর, তেজোদীপ্ত চরিত্রের পর এই তাজা, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর চরিত্রে তাঁর আসাটা দর্শকদের কাছে একটা আলাদা স্বাদ আনবে। ছবির পরিচালক সুজিত সরকার। পিকু, অক্টোবর ছবির পরিচালকের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া ভিকির কেরিয়ারে এক বড় মাইলফলক। এদিকে ছাওয়া বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৯৬ কোটির ওপর ব্যবসা করেছে। শোনা গিয়েছে, ১১ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে আসছে ছাওয়া। সেই আবহাওয়াতেই ভিকি 'এক জাদুকর' হয়ে উঠবেন।

কার্তিককে কী বললেন শাহরুখ?

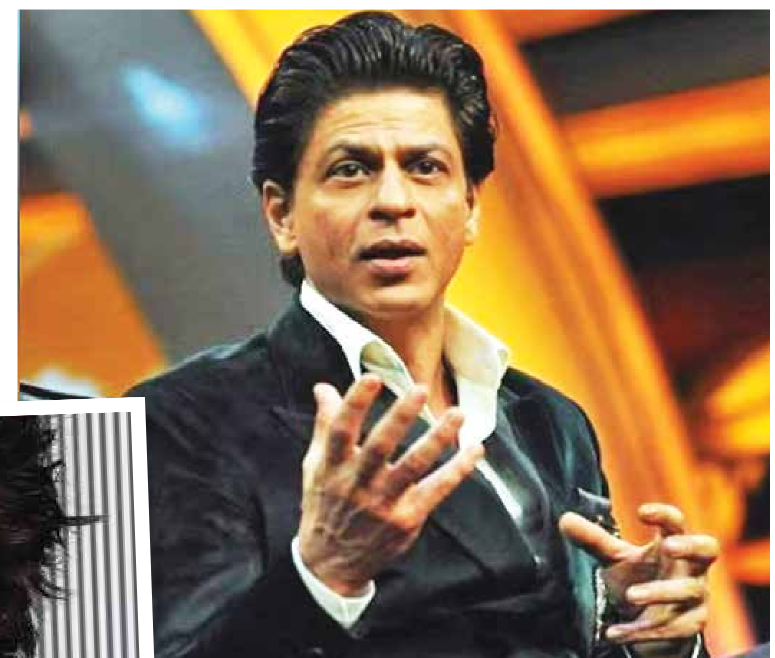

তাঁর কথা বলতে গেলে একরকম ভাষা হারিয়ে ফেলেন কার্তিক আরিয়ান। তাঁকে যে ঠিক কোথায় বসাবেন, তা বুঝতে পারেন না কার্তিক। তিনি শাহরুখ খান। তা শাহরুখের জন্য পাগল, এমন তারকা কম নেই। কিন্তু কার্তিকের পাগলামোটা কী নিয়ে? না, শাহরুখের অভিনয় নিয়ে আলাদা করে কিছু বলেননি তিনি। যদিও শাহরুখ খান তাঁর ছোটবেলার স্বপ্ন।

কিন্তু কার্তিকের উৎসাহটা অন্য জায়গায়। তিনি কিছুতেই একটা ঘটনার কথা ভুলতে পারেন না। একটা ইভেন্টে শাহরুখের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সেখানে কার্তিককে আলাদা করে ডেকে শাহরুখ খান তাঁর ভুলভুয়ালিয়া ২-এর জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করেন। শাহরুখ জানান, সেই ছবিটা দারুণ উপভোগ করেছেন তিনি।

এই বিষয়টাই কার্তিককে মুগ্ধ করে দিয়েছে। কার্তিক বলছেন, শাহরুখের মতো এমন নরম মনের, উদারচেতা মানুষ খুব কম দেখেছেন তিনি। তাঁর প্রায় সবগুলো ছবি নিয়েই কথা বলেছেন শাহরুখ। তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। কিং খানের এমন ব্যবহার তাঁকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কার্তিক।

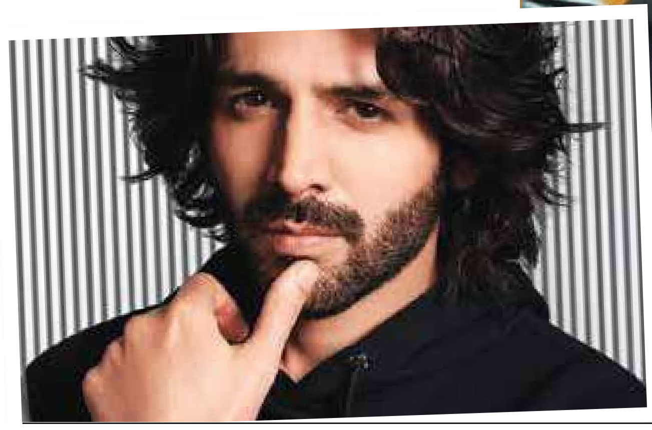

কেমন চরিত্র? অনুরাগীরা জানালেন সলমনকে

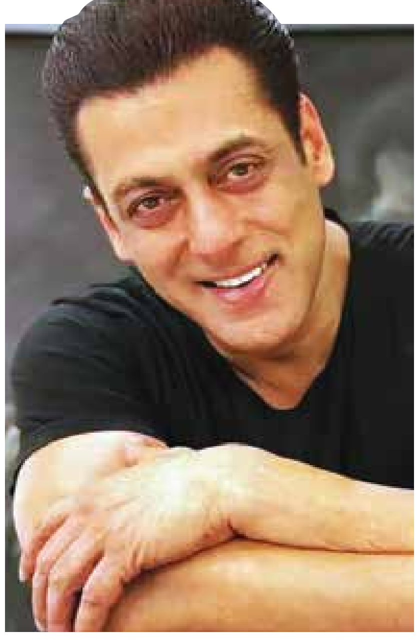

চলতি বছরের ইদ সলমন খানকে আলো দেয়নি। এই উপলক্ষ্যে মুক্তি পাওয়া তাঁর ছবি সিকান্দর তেমন সাফল্য পায়নি। বক্স অফিসে এর আগেও তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে শীতলতাই ছড়িয়েছে। অনুরাগীরাও ভাই-এর এই অবস্থায় ব্যথিত ও ভীত। এবার সলমন সুপারস্টারের সিংহাসন থেকে সামান্য নেমে অনুরাগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন এ বিষয়ে। অনুরাগীরাও জানালেন ভাইজান-এর ভবিষ্যৎ কেরিয়ার নিয়ে। সূত্রের খবর, সলমন অনুরাগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারা তাঁর ছবিগুলো নিয়ে কী ভাবছেন, তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে কী চাইছেন, এগুলো জানতে চান। এই প্ল্যাটফর্মে সকলে খোলা মনে কথা বলেছেন এবং এটা কোনও প্রোমোশনাল প্রোগ্রাম ছিল না। অনুরাগীরা জানিয়েছেন, সিকান্দর-এ কোন কোন বিষয় তাদের ভালো লাগেনি। সলমনও অভিভূত অনুরাগীদের ভালোবাসা এবং তাঁর জন্য তাঁদের উদ্বেগ দেখে। তিনি বলেছেন, এবার থেকে সেইসব ছবিই করবেন যা তাঁর অনুরাগীদের সুখী করে। তবে যেসব ছবি তিনি করবেন বলে কথা দিয়েছেন, তা করবেনই। তেমনই একটি ছবির কথা হচ্ছে, নাম গঙ্গা রাম, যাতে তাঁর সঙ্গে থাকবেন সঞ্জয় দত্ত। এটি সলমন-অভিনীত কিক-এর সিক্যুয়েল। অন্য ছবিও তিনি করবেন। পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহ তিনি তাঁর আগামী ছবিগুলো সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করবেন। যে ছবি তাঁর ভালো লাগবে, যা তাঁর দর্শকদের ভালো লাগবে, সে ছবিই করবেন।

তাহিরা, দ্বিতীয়বার ক্যানসার

আবার বিপদে পড়েছেন তাহিরা কাশ্যপ। তিনি অবশ্য বিপদ বলে মানছেন না। কিন্তু গোটা বলিউড তাঁর খবর শুনে মুষড়ে পড়েছে। একা চ্যাম্পিয়নের মতো বাকিদের সামলাচ্ছেন তাহিরা।

তাহিরার শরীরে ক্যানসার আবার ফিরে এসেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। সাত বছর ভালো ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে মাথায় হাত। আয়ুষ্মান খুরানা অবশ্য কথাটা জানার পরে মাথায় হাত দেওয়ার সময় পাননি। তাহিরাকে এর আগেরবার রোগমুক্ত করতে যতটা পরিশ্রম করেছেন আয়ুষ্মান, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করার জন্য তৈরি হয়ে গেছেন তিনি। বারবার সাহস দিচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী আসলে বিজেতা। তাঁর কিছু হতেই পারে না।

তাহিরা কাশ্যপ নিজে একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টও করেছেন। তাঁর দ্বিতীয়বার ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন সেখানে। লিখেছেন, জীবন যতটা কড়া, ততটাই মিষ্টি। জীবনের কড়া ডোজটাও নিতে জানলে মিষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং জীবনকে নিয়ে এত নালিশ করার মতো কিছু হয়নি। সবটাই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

তাহিরার কথা জানার পর থেকে বলিউডে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরাও বলেছেন, তাহিরা ঠিক সুস্থ হয়ে যাবেন। তিনি আসলে যোদ্ধা। জীবনযুদ্ধে জয় তাঁর হবেই। তাহিরার পোস্টে একচোখ জল এবং লাভ ইমোজি–এই দুটো ইমোজিই দিয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা।

বিক্রম চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে শঙ্কায় টালিগঞ্জ

বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের এবার কী হবে? তাঁকে নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রোজেক্ট শেষ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন পরিচালকরা। কারণ জুলাই-অগাস্টের পর থেকে বিক্রম যে ঠিক কোথায় থাকবেন, তা কেউ জানেন না। কিন্তু কেন? কী এমন ঘটতে চলেছে বিক্রমের?

আসলে রায় বেরোবে। বুঝলেন না? সেই যে সোনিকা সিংহের মৃত্যুর কথা মনে আছে? যে গাড়িতে সোনিকা বসেছিলেন, সেই গাড়িটাই চালাচ্ছিলেন বিক্রম। তারপর রাসবিহারীর কাছে গাড়ি দুর্ঘটনা। সেই দুর্ঘটনায় সোনিকার মৃত্যু হয়। তারিখটা ছিল ২০১৭ সালের ২৯ এপ্রিল। ২০২০ সালে সোনিকা সিং চৌহানের মৃত্যু মামলায় চার্জ গঠন হয়। অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে আলিপুর আদালত। অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারায় বিক্রমের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছিল। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো-সহ একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছিল। তবে নিজেকে নির্দোষ বলে আদালতে দাবি করেছিলেন বিক্রম।

কিন্তু এখন সেই মামলার ঠিক কী অবস্থা? আইনজীবী নবকুমার ঘোষ এদিন বলেন, আদালতে সওয়াল-জবাব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবছরই জুলাই বা অগাস্ট মাসে রায় বেরোনোর সম্ভাবনা।

সেই রায় বেরোলে বিক্রমের ভাগ্যে কী আছে, সে কথা যেহেতু আগে থেকে জানা সম্ভব নয়, সুতরাং বিক্রমকে দিয়ে কাজ শেষ করানোর তুমুল তাড়া পড়ে গেছে টালিগঞ্জে।

সিক্যুয়েলে দীপিকার ককটেল

সিক্যুয়েলের ভিড়ে নতুন এন্ট্রি ককটেল। ২০১২ সালের সইফ আলি, দীপিকা পাড়ুকোন ও ডায়ানা পেন্টির ছবির সিক্যুয়েল ককটেল ২ হবে। অভিনয়ে শাহিদ কাপুর, কৃতি শ্যানন ও রশ্মিকা মানডানা। হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত এই সিক্যুয়েলের শুটিং শুরু হবে সম্ভবত এই গ্রীষ্মেই। নেটে এই খবর নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। অনেকেই নির্মাতাদের এই হিট ছবির সিক্যুয়েল বানানোর ফাঁকিবাজি মানতে পারছেন না। তাঁদের যুক্তি, বলিউডের মৌলিক গল্প নিয়ে ছবি করার ক্ষমতা নেই তাই হিট ছবির লেজ ধরে টানছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম ছবির সঙ্গে তার দ্বিতীয় ভাগ-তাল মেলাতে পারে না, তত ভালোও হয় না। তাহলে কেন প্রথম ছবির সম্মানহানি করা? আবার যারা প্রেমের ছবি পছন্দ করেন এবং প্রথম ককটেল পছন্দ করেছিলেন, তাঁরা বলছেন, আরও একটা প্রেমের ছবি আসা তো ভালোই। যাই হোক, ককটেল ২-তে দীপিকাকে পাওয়া যাবে না। সে খারাপ লাগাটা আছেই। তবে শাহিদ ও রশ্মিকার জুটি দর্শকদের কাছে নতুন স্বাদ আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে, যেভাবে তেরে বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া ছবিতে শাহিদ ও কৃতি শ্যাননের জুটি স্বাদ এনেছিল।

একনজরে সেরা ৫

মেট গালা-য় কিয়ারা

চলতি বছর মেট গালায় প্রথম পা রাখবেন কিয়ারা আডবানি। সোমবার সেই খবর জানা গিয়েছে। গত মাসে তিনি ও স্বামী সিদ্ধার্থ আনন্দ জানিয়েছিলেন কিয়ারা মা হচ্ছেন। গত বছর প্রথমবার কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়ে তিনি অংশ নেন উয়োম্যান ইন সিনেমা প্যানেলে। আপাতত কিয়ারা যশের সঙ্গে টক্সিকের শুটিং করছেন।

বিস্মিত অভিনেতা

কেশরি চ্যাপ্টার ২-এ অক্ষয় কুমারের ব্যবহৃত এফ... জাতীয় শব্দে বিস্মিত তাঁর সহ অভিনেতা অ্যালেক্স ও নেল বলেছেন, 'শঙ্করন খুব অভিজাত, তাঁর বক্তব্যে আইন, রসবোধ আর ব্যঙ্গ থাকত, তাঁর মুখে এই কথা...! জানি, মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য পরিচালক করণ ত্যাগী এটি করেছেন, কিন্তু এটা অশ্লীল।' তবে করণের প্রতি তিনি আস্থা বজায় রেখেছেন।

ফাওয়াদের পাশে সানি

পাকিস্তানী অভিনেতা ফাওয়াদ খানের ছবি আবির গুলাল নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে জাট ছবির প্রোমোশনে সানি দেওল বলেছেন, 'আমরা শিল্পী, আমাদের কোনও সীমা থাকা উচিত নয়। পুরো পৃথিবীটাই আমাদের।' সানির সঙ্গে থাকা ছবির ভিলেন রণদীপ হুডা মজা করে বলেন, 'পাকিস্তানেও অনেক জাট আছে।'

১০ বছর পর

রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন রোমান্স করবেন পর্দায়, ছবির নাম লাভ অ্যান্ড ওয়ার। পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি। দীপিকার চরিত্র ৪০ মিনিটের ক্যামেও, এটি গভীর এবং বেশ বোল্ড। নির্মাতারা মনে করছেন গহেরাইয়াঁ-র পর আবারও তিনি এমন চরিত্র করার চ্যালেঞ্জ নেবেন। রণবীর ও ভিকি কৌশল ছবিতে সেনা অফিসার। নায়িকা আলিয়া ভাট।

শিবাজির বদলে পার্থ

ধারাবাহিক সিআইডির এসিপি প্রদ্যুম্ন বা শিবাজি সত্যম এক আততায়ীর হাতে খুন হন। তাঁর জায়গায় আসেন নতুন এসিপি আয়ুষ্মান। এই চরিত্রে দেখা যাবে পার্থ সামথানকে। তিনি বলেছেন, 'এই চরিত্রে অভিনয় করা ভাগ্যের ব্যাপার। নতুন গল্প, নতুন চরিত্রকে যাতে দর্শক পছন্দ করেন, সেই চেষ্টা করব।'

ছোট্ট তারা

বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলের ছাত্রী আরভি শ্যামসুখা নাচে পারদর্শী। প্রথম শ্রেণির ছাত্রীর এই প্রতিভায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুশি।

জল, মিষ্টিতে লক্ষ্মীলাভ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : রামনবমী হয়েছে রবিবার। রামনবমী উপলক্ষ্যে যেমন শোভাযাত্রায় ভিড় ছিল সাধারণ মানুষের, তেমনি রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে কেউ রামভক্তদের দিচ্ছিলেন পানীয় জল, কেউ আবার লাড্ডু, তো কেউ ফুল, মিষ্টি। আর সেই রামনবমীর হিসেব করতে বসে মুখে চাওড়া হাসি মিষ্টি ও জল ব্যবসায়ীদের। শিলিগুড়ি সুইট শপস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে সমস্ত দোকান মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষের বেশি লাড্ডু বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ বলছেন, 'মিষ্টিগুলোর মধ্যে রবিবার লাড্ডুর চাহিদা ছিল সব থেকে বেশি।'

এদিকে, রবিবার সারাদিন জলের জোগান দিয়েছেন জল ব্যবসায়ীরা। সন্তোষীনগরের জলের ব্যবসায়ী অশোক মাহাতো বলেন, 'রবিবার দুশোরও বেশি জলের জার সরবরাহ করেছি।'

রবিবার শোভাযাত্রায় কোথাও বিভিন্ন সংগঠনের তরফে কোথাও আবার নিজস্ব উদ্যোগে শরবতের পাশাপাশি লাড্ডু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর তাতেই যেন লক্ষ্মীলাভ হয়েছে মিষ্টি ও জল ব্যবসায়ীদের। সাহানি বস্তির জল ব্যবসায়ী প্রকাশ শা বলছিলেন, 'এক সপ্তাহ থেকেই জলের জারের অর্ডার আসতে থাকায় শেষ তিনদিন অন্য কোথাও জলের অর্ডার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দেড়শো জলের জারের ডেলিভারি করাটা তো আর মুখের কথা নয়।'চাহিদা বাড়তে থাকায় জলের জারও ভাড়া হিসেবে ৬০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

শালুগাড়া এলাকার জল ব্যবসায়ী মনোজ তামাং বলেন, 'চাহিদা বাড়লে দাম তো বাড়বেই। আমার কাছে প্রথমে দেড়শো জারের অর্ডার ছিল, শেষে আরও পঞ্চাশ জার বেড়ে যায়। কীভাবে ম্যানেজ করেছি, সেটা আমিই জানি।' এসব কিছুর মধ্যে মিষ্টির ব্যবসাও চলেছে সমান তালে। বর্ধমান রোডের এক মিষ্টি বিক্রেতা বিজয় ঘোষ বলেন, 'লাড্ডুর যে এতটা চাহিদা বাড়বে, সেটা আগেই বুঝে গিয়েছিলাম। হাজারের মতন লাড্ডু বিক্রি হয়েছে।' হাজারের ওপর লাড্ডু বিক্রি হয়েছে সঞ্জীব ঘোষেরও।

ট্রেনে কাটা দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ধমান রোড রেল ওভারব্রিজের নীচে সোমবার দুপুরে এক তরুণের ট্রেনে কাটা পড়া দেহ উদ্ধার হল। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম রাজু রায়। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আদর্শনগর এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। ওই তরুণ লোহার কাজ করেন। মৃতের স্ত্রী অঞ্জু রায় বলেন, 'আমার স্বামী সকালে ৫০ টাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এরপর আমি কাজে চলে যাই। দুপুরের দিকে শুনতে পাই রেলব্রিজের কাছে স্বামীর দেহ পড়ে রয়েছে।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাজু এদিন কাজে না গিয়ে সকাল থেকে রেললাইনেই বসেছিল। ফলে রাজুর ট্রেনে কাটা পড়া নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও বিষয় জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। এদিন দেহ উদ্ধারের ঘটনা শুনে এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং ঘটনাস্থলে যান। তাঁর কথায়, 'গোটা ঘটনাটিই দুর্ভাগ্যজনক।'

সোমবার চিলড্রেন পার্কের পাশে কালী সেজে গাজন সন্ন্যাসীদের নাচ। ছবি : শমিদীপ দত্ত

নর্দমার জল ঘিরে শঙ্কা

বাগডোগরা, ৭ এপ্রিল : আঠারোখাইয়ের সাইনাথ মোড়ের বাসিন্দাদের শঙ্কা বাড়ছে। বর্ষা যত এগিয়ে আসছে সেই শঙ্কা প্রবল হচ্ছে। এই শঙ্কার অন্যতম কারণ পাড়ার নিকাশিনালার সংযোগ রয়েছে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের নর্দমার সঙ্গে। সেই নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে। এছাড়াও নর্দমা দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার না করায় তা দিয়ে জল গড়ায় না। এলাকার বাসিন্দা ডাঃ অমিত দত্ত বলেন, 'আমাদের এই গলিতে নিকাশিনালা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জল থইথই করত। ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কোলে করে বড় রাস্তায় গিয়ে জুতো মোজা পরিয়ে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিতে হত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাড়ার বাসিন্দারা মিলে নিজেরাই নিকাশিনালা তৈরি করি।' তিনি জানান, পরে গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা তৈরি করে দেয়। এখন সমস্যা হচ্ছে জল বের হওয়ার মুখে বাধা। এটা যদি বর্ষার আগে ঠিক করা না হয় তবে এবারের বর্ষায় চরম ভোগান্তি হবে। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল বলেন, 'এশিয়ান হাইওয়ের নর্দমা সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সাইনাথ মোড়ের নিকাশিনালা পরিষ্কার করে মুখ খুলে দেওয়া হবে।'

স্বাস্থ্য সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। এদিন দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে 'সুস্থ সূচনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রেরণা'-এই থিমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় পাল, অমিত পাল। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের তরফে বক্তব্য রাখেন শংকর কর, গোপাল দে। সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে সম্পাদক অর্ণব চক্রবর্তী বলেন, 'অনেক স্বাস্থ্য সচেতন ও বিজ্ঞান আগ্রহী মানুষ আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।'

দিন বদলায়, বদলায় না দুর্ভোগের ছবি

রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী, ভোগান্তি বাড়ছে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : সমস্যা নতুন নয়। এর আগে একাধিকবার এই ইস্যুতে খবর প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপর কেটেছে দিন-সপ্তাহ-মাস। চৈত্র শেষ হতে চললেও শীতঘুম ভাঙেনি পুরনিগমের।

হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন শহরবাসী। চারচাকা, দু'চাকা নিয়ে চলা দায়। যেখানে-সেখানে মজুত নির্মাণসামগ্রী। বিভিন্ন ওয়ার্ডে গেলে এমন ছবি চোখে পড়বে। কেউ বাড়ি বানাচ্ছেন, নির্মাণ হচ্ছে ফ্ল্যাট বা দোকানঘর। সামনের রাস্তাটিও যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁদের কাছে। একাংশ দখল করে বালি-পাথর জমিয়ে রাখা হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোড়া কেবল বসাতে খোঁড়াখুঁড়ি। ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। অভিযোগ, কাউন্সিলারকে বললে বিশেষ পাত্তা দেন না। ভুক্তভোগীদের কটাক্ষ, পুরকর্তারা যদি দামি গাড়ি ছেড়ে হাঁটাচলা করেন, তবে বাস্তব সমস্যা বুঝতে পারবেন।

এ নিয়ে কথা হচ্ছিল হাকিমপাড়ার শ্রীমা সরণির বাসিন্দা সুজিত বসুর সঙ্গে। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'পাড়ায় তো আর বের হওয়া যায় না। জায়গায় জায়গায় বালি-পাথর ফেলে রাখা হয়। বাইক, স্কুটার চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন মানুষ। জোরে হাওয়া ছাড়লে বা গাড়ি গেলে ধুলো ওড়ে। ঘরে ঢোকে, ঢোকে নাকে-মুখে।'

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। বললেন, 'রাস্তা দখল করে নির্মাণসামগ্রী রাখা আমার চোখেও পড়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।' কী পদক্ষেপ? রঞ্জন উদাহরণ দিলেন, 'এর আগেও আমরা গাড়ি নিয়ে গিয়ে বালি, পাথর তুলে এনেছি। প্রয়োজনে আবারও সেটা করতে হবে।'

রাস্তাজুড়ে বালি-পাথর। পথচলা দায়। - সংবাদচিত্র

> রাস্তা দখল করে নির্মাণসামগ্রী রাখা আমার চোখেও পড়েছে। এর আগেও আমরা গাড়ি নিয়ে গিয়ে বালি, পাথর তুলে এনেছি। প্রয়োজনে আবারও সেটা করতে হবে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র*

শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার রেওয়াজ বহুদিনের। আগের বাম হোক বা বর্তমানের তৃণমূল কংগ্রেস, কোনও আমলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে স্থায়ী সমাধান হয়নি। শহরবাসীর অভিযোগ শুনে দেখছি-দেখব বলে দায় এড়িয়েছেন জনপ্রতিনিধি থেকে আধিকারিকরা। ৪, ৫, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ৩৯ এবং ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। একই অবস্থা ৩৯ ও ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝ বরাবর দিয়ে যাওয়া মেঘলাল রায় সরণির।

নতুনভাবে তৈরি করা রাস্তাটির একাংশ আটকে রেখেছে পুরনিগমের জঞ্জালের ভ্যাট। দিন-রাত ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে ময়লা এনে জমা করা হচ্ছে সেখানে। দুর্গন্ধে আশপাশে বসবাস করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই এলাকাতে মাথা তুলছে একাধিক ফ্ল্যাট। প্রোমোটাররা রাস্তার অনেকটা অংশ দখল করে বালি, পাথর ফেলে রেখেছেন।

ফলে রাস্তাটি চওড়া করে লাভ হয়নি বিশেষ। যাতায়াতের সমস্যা রয়েই গিয়েছে। স্থানীয় রণেন বর্মনের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থা ছিল। কিছুদিন আগে নতুন করে তৈরি হল রাস্তাটি। তারপর থেকে বালি, পাথর আর আবর্জনা পথ আটকে রেখেছে। মাঝেমধ্যেই বাইক, স্কুটার, সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানুষ পড়ে যাচ্ছেন।' একই কথা প্রতিমা রায়, শিউলি দত্তর।

খোঁজ করতে নারাজ আইও

সিপির কাছে তরুণীর পরিবার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : শিলিগুড়ি থানার তদন্তকারী আধিকারিক খোঁজ করতে রাজি নন। তাই শিলিগুড়িতে নিখোঁজ অসুস্থ তরুণীর খোঁজে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হল পরিবার। অভিযোগ, আইও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আর কোনও উপায় নেই। তদন্তকারী আধিকারিকের (আইও) এমন বক্তব্য টেলিফোনে শোনার পরেই ভেঙে পড়েছে ওই তরুণীর পরিবার। সোমবার সকালেই তাঁরা শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের কাছে গিয়ে লিখিতভাবে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন। পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দপ্তরে গিয়েও চিঠি দিয়ে এসেছেন। পরিবারের দাবি, তদন্তকারী আধিকারিক কোনওরকম সহযোগিতাই করছেন না। পালটা বলছেন, পুলিশ ওই তরুণীকে খুঁজে বেড়াবে না। সোমবার শিলিগুড়ি থানার বড়বাবুর সঙ্গেও দেখা করে এসেছেন ওই তরুণীর পরিজনেরা। তরুণীর মাসি অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'তদন্তকারী আধিকারিক আমাদের কোনও সহযোগিতা করছেন না। খোঁজ করার জন্য সামান্য সহযোগিতাও করেননি। খোঁজ করতে আমাদেরকেই বলছেন।' শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি বিষয়টি। শীঘ্রই পদক্ষেপ করা হবে।' তবে পুলিশই নয় স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীও কোনওপ্রকার সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ। তাঁর কাছে গেলে তিনিও ওই পরিবারকে ফিরিয়ে দেন বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবারটি। তবে পুর চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'রবিবার পর্যন্ত তো পুলিশ খুব ব্যস্ত ছিল। তবে সোমবার থেকে যোগাযোগ হচ্ছে।'

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী এলাকার বাসিন্দা নীতা সরকার। ওই তরুণী ব্রেন টিবিতে আক্রান্ত। গত পাঁচ বছর ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এক বেলা ওষুধ না খেলে মাথায় সমস্যা হতে শুরু করে তাঁর। নিখোঁজ হওয়ার পরেই শিলিগুড়ি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করে পরিবারটি।

অভিযোগ, ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও এলাকার সিসি ক্যামেরা পর্যন্ত দেখতে আসেননি তদন্তকারী আধিকারিক। নিজেদের উদ্যোগেই স্থানীয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেছেন তরুণীর পরিজনেরা। সেখানে দেখা যাচ্ছে বাবার দোকানের দিকে যাচ্ছেন ওই তরুণী। কিন্তু বের হওয়ার পর আর কোনও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, পরিজনেরাই উদ্যোগ নিয়ে আরপিএফের সঙ্গে দেখা করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ফুটেজও দেখছেন। আরপিএফ তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা করছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। যেখানে পুলিশের তদন্ত করা উচিত, সেখানে কেন পরিবারকেই বারবার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে খোঁজ করতে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

২০ দফা দাবি

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্বহালের দাবি উঠল। সোমবার এই দাবি জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রাজীব প্রামাণিককে স্মারকলিপি দেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)-র সদস্যরা। এবিটিএ-র দার্জিলিং কমিটির তরফে ডিআইয়ের কাছে ২০ দফা দাবি জানানো হয়েছে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শুক্লা দাস, কাজল দাস, দীনেশ মণ্ডল প্রমুখ।

পুনর্বাসন চাই

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকা স্ট্রিট হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে এডিআরএমকে স্মারকলিপি দিল আইএনটিটিইউসি-র শিলিগুড়ি টাউন ব্লক-৩। সংগঠনের সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্ট্রিট হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কাজ হারিয়ে বসে আছেন। তাঁদের জন্য দ্রুত বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া এদিন আরও সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে।'

বার্ষিক সভা

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি শাখার ডাকে এদিন কর্মচারী ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক পুরঞ্জয় লাহিড়ি এই সভায় লোকসভা ও রাজ্যসভায় সদ্য পাশ হওয়া পেনশন বিলের কড়া সমালোচনা করেন। এদিনের সভায় শতাধিক পেনশনার উপস্থিত ছিলেন।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম

হায়দরপাড়ার নেতাজি সরণিতে টিনের শেড খুলে দিল পুরনিগম।

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ফের পদক্ষেপ শিলিগুড়ি পুরনিগমের। এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে হায়দরপাড়ার নেতাজি সরণির একটি আবাসনে অবৈধ টিনের শেড এবং স্ট্রাকচার গুঁড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার সকালে পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় গিয়ে ওই নির্মাণ ভেঙে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মাধবী সরকারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুরনিগম নিশ্চিত হয়, ওই এলাকায় অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর ওই নির্মাণকারীকে নোটিশ দিয়ে ডাকা হয়। তিনি না যাওয়ায় এদিন নির্মাণ ভেঙে দিয়েছে পুরনিগম। নির্মাণকারী রূপেন দাস এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনাস্থলে থাকা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পুর কমিশনারের নির্দেশের ভিত্তিতে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

হায়দরপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি আবাসনে অবৈধভাবে লোহার স্ট্রাকচার করে টিনের শেড দেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দা মাধবী সরকার প্রথমে পুরনিগমে জানান। তদন্তের পর পুরনিগম থেকে প্রথমে নোটিশ দিয়ে অভিযুক্তকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু কোনও উত্তর না আসায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নোটিশ দেওয়া হয়। কোনওবারই অভিযুক্তের তরফে কেউ পুরনিগমে আসেননি। এরপর পুর কমিশনার ওই নির্মাণ ভাঙার জন্যে নির্দেশিকা জারি করেন। সেইমতো পুলিশ কমিশনারকে জানিয়ে ফোর্স চাওয়া হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সকাল থেকেই এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। পুরনিগমের আধিকারিকরা লোকজন নিয়ে বেলা ১১টা নাগাদ এলাকায় পৌঁছে অবৈধ অংশ গুঁড়িয়ে দিয়ে আসেন।

সোমবার শিলিগুড়িতে ফিকি ফ্লো'র পদাধিকারীরা। -সংবাদচিত্র

মহিলাদের স্বনির্ভরে উদ্যোগী ফিকি ফ্লো

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য এগিয়ে এল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বারর্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মহিলা শাখা ফিকি ফ্লো। স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মহিলারা আত্মনির্ভর গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সংগঠনটি। চলতি বছর দ্বিতীয় বর্ষে পা দিয়েছে সংগঠনটি। গত বছর আচার তৈরি ও গাড়ি চালানো শিখিয়ে অনেক মহিলাকে স্বনির্ভর করেছে ফিকি ফ্লো। এবছর আরও বেশি মহিলা যাতে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, সেই লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করছেন বলে জানান সংগঠনের চেয়ারপার্সন পায়েল পেরিয়াল।

তিনি বলেন, 'দেড়শোর মতো মহিলা এখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। চলতি বছর মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। মহিলাদের যাতে সার্বিক উন্নতি হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।' ১২ এপ্রিল ভক্তিনগর চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি হোটেলে জ্যোতিষ ও মোটিভেশনাল স্পিকার জাই মাদান (jai madaan) সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন নীহারিকা মিত্রুকা এবং সিনিয়ার ভাইস চেয়ারপার্সন তৃপ্তি পারিখ।

বেহাল নালায় বাড়ছে মশা, অতিষ্ঠ জনজীবন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ এপ্রিল : শহরের নিকাশি ব্যবস্থা যে হাইড্রেনের উপর নির্ভরশীল, সেই ড্রেনেই এখন রীতিমতো মশার চাষ হচ্ছে। আর তার জেরে নাকাল হতে হচ্ছে ইসলামপুর শহরের বাসিন্দাদের।

শহরবাসীর বক্তব্য, ফি বছর এই সমস্যায় সাধারণ মানুষ ভুগলেও সমস্যা সমাধানে কোনও হেলদোল নেই ইসলামপুর পুরসভার। মশা মারার জন্য নিয়মিত স্প্রে হয় না। তার ওপর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিকাশিনালাগুলি নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় সেগুলি মশার আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া জবরদখলের কারণে শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের দু'পাশের হাইড্রেনে এখন মশার চাষ হচ্ছে।

সন্ধ্যা নামতেই মশার দাপটে বসে থাকা দায়। ইসলামপুর শহরের ১৭টি ওয়ার্ডেরই একই হাল।

অবশ্য পুরসভা যে বিষয়টি অস্বীকার করেছে তা নয়। প্রথম পর্যায়ের মশা মারার স্প্রে শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ। পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল মশার দাপটের কথা স্বীকার করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন।

হোলির পর থেকে গোটা শহরজুড়ে মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ অবস্থা শহরবাসীর। মশার দাপটে পুর টার্মিনাস চত্বর, হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু করে সর্বত্রই এক মিনিট বসে থাকার উপায় নেই। ডেঙ্গি, এনসেফ্যালাইটিস সহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ এই মরশুমে সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বেগ নিয়ে আসে।

ইসলামপুর শহরে রাজ্য সড়কের পাশে চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন এলাকায় মশার আঁতুড়। -সংবাদচিত্র

> নিকাশিনালা সাফাই করতে অতিরিক্ত লোক লাগাতে বলা হয়েছে কাউন্সিলারদের। মশা মারার স্প্রেও করা হচ্ছে।
>
> **কানাইয়ালাল আগরওয়াল** *চেয়ারম্যান*

> লোকদেখানো স্প্রে দিয়ে এই পরিস্থিতি কোনওমতেই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।
>
> **সঞ্জয় সেন** *শিক্ষক*

নেতাজিপল্লির বাসিন্দা অমিত দাসের বক্তব্য, 'সন্ধ্যা নামতেই মশারির নীচে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। পুরসভার মশা মারার কামান দাগা তো চোখেই পড়ে না।' প্রাথমিক শিক্ষক মলয় পালের প্রতিক্রিয়া, 'মশার উপদ্রবে শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। সন্ধ্যার পর শহরের যে কোনও এলাকায় বসে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠছে। কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করবে বলে আশা রাখি।'

হাইস্কুল শিক্ষক সঞ্জয় সেনের কথায়, 'লোকদেখানো স্প্রে দিয়ে এই পরিস্থিতি কোনওমতেই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।' ব্যবসায়ী সত্যজিৎ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই না করলে ও নিয়মিত ওষুধ স্প্রে না করে মশার অত্যাচার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পুরসভার এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।' পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটরের বক্তব্য, '২-৩ দিন হল আমরা মশা মারার স্প্রের কাজ শুরু করেছি। এই প্রক্রিয়া টানা চলবে।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালালের কথায়, 'নিকাশিনালা সাফাই করতে অতিরিক্ত লোক লাগাতে বলা হয়েছে কাউন্সিলারদের। মশা মারার স্প্রেও করা হচ্ছে।' তবে স্প্রে সব ওয়ার্ডের সব এলাকায় হচ্ছে না কেন? উত্তরে কানাইয়ালালের সংযোজন, 'নিয়মিত সব এলাকায় যাতে স্প্রে করা হয়, সে বিষয়ে নজর রাখা হবে।'

দুই ফুলকেই বংশীর নির্বাচনি 'টোপ'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : প্রকাশ্য জনসভা থেকেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দরাদরি শুরু করে দিলেন বংশীবদন বর্মন। তাঁর শর্ত, বিধানসভা ভোটের আগে স্কুল দিলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে আমরা জেতাব। আর রাজ্য দিলে বিজেপিকে জেতাব। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের মিলন সংঘ ময়দানে সাংগঠনিক জনসভায় গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মন দাবি করেছেন, উত্তরবঙ্গে জয়ের ট্রাম্প কার্ড তাঁরাই।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের কাছে ২০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫০টি জুনিয়ার হাইস্কুলের সরকারি অনুমোদন দাবি করেন বংশীবদন। পাশাপাশি বিজেপির উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবি পূরণ করতে হবে। তিনি বলেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে যারা আমাদের দাবি পূরণ করবে তাদেরই উত্তরবঙ্গে আমরা জেতাব। মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল বা বিজেপি দুই রাজনৈতিক দলকে জয়ের ম্যাজিক ফিগারের আসন আমরাই এনে দিতে পারি। তাই এখন তারা কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করব, নইলে নিজেদের অবস্থান পরে জানিয়ে দেব।

বংশী এদিন বলেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশী ভাষায় ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় করে দেওয়ার সম্মতি দিয়েছিলেন। আমরা তা পেয়েছিও। তাই তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলাম। কিন্তু গত লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির দিল্লির বড় নেতা-মন্ত্রীরা কোচবিহারে এসে পৃথক রাজ্য ও নারায়ণী সেনা গঠনের আশ্বাস দিলেও ভোটের আগে কিছুই করেননি। তাই তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

এদিনের সভা দুপুর ১টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কর্মী-সমর্থকদের জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে দেরি হওয়ায় বিকেল ৪টায় সভা শুরু হয়। মিলন সংঘ মাঠের অর্ধেক অংশ ভরে গিয়েছিল। এদিন এমন অনেক কর্মী-সমর্থককে সভাস্থলে দেখা গিয়েছে যাঁরা প্রয়াত কেপিপি নেতা অতুল রায়ের সংগঠনের মিছিল-মিটিংয়েও চেনা মুখ। বংশীবদনের সভার কারণে এদিন কেপিপি তাদের বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি স্থগিত রাখে। সভায় গ্রেটার নেতা গিরিজাশংকর রায়, আশুতোষ বর্মা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বংশী এক সুরে তৃণমূল-বিজেপিকে বিঁধেছেন আগাগোড়া। বাদ যায়নি বাম- কংগ্রেসও। তাঁর কটাক্ষ, 'ভাবতে অবাক লাগে, রাজ্য সরকার বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে বিল পাশ করায়। অদ্ভুতভাবে বিজেপির বিধায়করাও সেই বিলে স্বাক্ষর করেন। উত্তরবঙ্গ থেকে এইমস দক্ষিণবঙ্গে চলে গেল। অথচ উত্তরবঙ্গের বিধায়ক, সাংসদরা প্রতিবাদ করলেন না। আসলে বিভিন্ন ভোটে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি সকলেই ভূমিপুত্র হিসেবে আমাদের ভোটবাক্সে ব্যবহার করেছে। তাদের কেউ কখনও কোচবিহারের ভারতভুক্তি চুক্তির রূপায়ণ নিয়ে কোনওদিন একটি কথাও বলেনি। বাম আমলে আমাদের জমি বেদখল হয়েছিল। তৃণমূল কেবলমাত্র জব কার্ড দিয়ে কোদাল ব্যবহার করে মাটি কাটিয়েছে একশো দিনের প্রকল্পে। কেন্দ্রের বিজেপি সেই টাকা আটকে দিয়েছে। এখন তো ভূমিপুত্র হিসেবে আমরা ৭৫ শতাংশ ভরতুকিতে কোনও ঋণ পাই না। এখন ঋণ পান ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীরা। আমরা ভূমিপুত্রেরা বঞ্চিতই রয়ে গেলাম।'

সম্প্রতি রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান পদ থেকে বংশীকে সরিয়ে দিয়েছে রাজ্য। তারপরই বংশী নিজের দাম বাড়াতে আন্দোলন আর হুঁশিয়ারির পথে হাঁটছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জনসভা থেকে বংশীর হুঁশিয়ারি, 'সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বলে দিচ্ছি, আগে ভূমিপুত্রদের মাথায় হাত বুলিয়ে যা করেছেন এখন আর পারবেন না। আমরা রাজনৈতিক দলগুলির চালাকি বুঝে গিয়েছি। দাবি পূরণ ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনি আঁতাত নিয়ে আলোচনা হবে না।'

সভা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে বংশী বলেন, 'কেএলও-র প্রাক্তন সুপ্রিমো জীবন সিংহ পৃথক রাজ্য নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি অনুসারে ভবিষ্যতে যদি কোনও রাজ্য পুনর্গঠন করা হয় তাহলে সেটা কোচবিহার রাজ্য হবে। জীবন সিংহ আগ্রহী থাকলে আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাও করতে পারেন।' বংশীর পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি বিজেপির জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। তিনি বলেন, 'ওঁকে বুঝতে হবে রাজ্য জমি দিতে পারেনি বলেই এইমস দক্ষিণবঙ্গে চলে গিয়েছিল। নতুন করে উত্তরবঙ্গে এইমস চেয়েছি কেন্দ্রের কাছে। পৃথক রাজ্য নিয়ে যা বলার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলবে।'

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'রাজ্য সরকার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিধানসভায় বিল পাশ করিয়েছে। বিরোধী দল বিজেপিরও তাতে সহমত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও উন্নয়ন বোর্ড করেছে।

জলপাইগুড়ি শহরে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন বংশীবদন বর্মন। সোমবার।

চিন্তায় চাকরিচ্যুতরা

প্রথম পাতার পর

পুলক বলেন, 'কী যে মানসিক যন্ত্রণায় রয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। তবে স্কুলে পরীক্ষা চলছে। বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্কুলে যাব।' পুলকের স্ত্রী ইন্দ্রাণীর কথায়, 'বাড়িতে দুই বছরের বাচ্চা রয়েছে। বয়স্ক বাবা, মা রয়েছেন। গোটা পরিবারের দায়িত্ব আমাদের ওপর। তাই সরকারই পারে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সুরাহা দিতে।'

শিলিগুড়ি থেকে ১০০ জনের বেশি শিক্ষক কলকাতার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন আশ্বাসের পরও তাঁরা দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না। বিধাননগরের সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক ধনঞ্জয় বালা ও চটহাট হাইস্কুলে শিক্ষক মনোঞ্জয় বালা দুই ভাই একসঙ্গে চাকরিহারা হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের কথায়, যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি পেয়ে যদি অযোগ্য বলা হয়, তার চাইতে দুঃখের কিছু নেই। সম্মানের সঙ্গে যাতে চাকরি টিকে থাকে, সেটা রাজ্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে। নয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধকারে চলে যাবে।

স্কুল সার্ভিস কমিশন যাতে দুই-একদিনের মধ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে সেই দাবি শিক্ষকরা তুলছেন। দাবি নিয়ে সোমবার শিক্ষকদের অনেকে এসএসসি অফিসে চলে গিয়েছিলেন। যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না হলে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের শিক্ষকরা কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কলকাতা থেকে এদিনই শিক্ষকদের অনেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। পাথরঘাটা হাইস্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক রঞ্জিত বিশ্বাসের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বেচ্ছায় শ্রম দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমরা রাজি নই। ন্যায্য শিক্ষক ছিলাম, সেভাবেই থাকব। আমরা স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যাতে থাকতে পারি সেটা রাজ্যকেই সুনিশ্চিত করতে হবে।' রঞ্জিতের কথায়, 'এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কারও চাকরি খেতে দেব না। কিন্তু চাকরি চলে গিয়েছে। তাহলে কী করে আশ্বস্ত হতে পারি? যেভাবে ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে রয়েছি, তা নিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।'

টেটের মামলা

প্রথম পাতার পর

ওই বেঞ্চে আছেন বিচারপতি স্মিতা দাসও। কিন্তু সোমবার বিচারপতি সেন মামলাটি শোনেননি। ফলে মামলা চলে যায় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। পরে তিনি বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটিকে পাঠিয়েছেন।

২০১৪ সালে এই টেট উত্তীর্ণদের ২০১৬ সালে নিয়োগ হয়। ৪৩ হাজার প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, ৩২ হাজার প্রার্থীই অপ্রশিক্ষিত। আদালত ২০২৩ সালে তাঁদের চাকরি বাতিল করে দেয়। বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ পরে চাকরি বাতিলের সেই নির্দেশ স্থগিত করলেও নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য একক বেঞ্চের রায় বহাল রাখে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে গেলে নির্দেশ দেওয়া হয়, অভিযুক্তদের বক্তব্য হাইকোর্ট শুনে সিদ্ধান্ত নেবে।

এই সংক্রান্ত আরেকটি মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে চলছিল। তিনি ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এর আগেও ২০২৪ সালে জানুয়ারি মাসে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি সৌমেন সেন। উচ্চপ্রাথমিকের একটি মামলা আংশিকভাবে শোনার কথা থাকলেও শোনেননি বিচারপতি সেন। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘাত দেখা যায়। তাঁকে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট বলে আক্রমণ করেছিলেন অভিজিৎ।

মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, কোনওভাবে সেই রায় সরকারের পক্ষে যাবে না বলে আমার বিশ্বাস। ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর বিচার ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছেন। একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাইলেন না কলকাতা নিবাসী বিচারপতি সেন।'

প্রিয় ফুল...

শ্রীনগরের ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেনে সোমবার। -এএফপি

শুটিং স্পটে খ্যাতির বিড়ম্বনা

দার্জিলিংয়ে শ্রীলীলার হাত ধরে টানাটানি

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : জনপ্রিয়তার কাঁটা গলায় আটকে বিষম খেতে হল শ্রীলীলাকে। ডুয়ার্স, সিকিম সফর শেষে অনুরাগ বসু ও তাঁর টিম পৌঁছেছিল শৈলশহরে। শনিবার সন্ধ্যায় দার্জিলিংয়ের ক্যাপিটাল হলে চলছিল 'আশিকি থ্রি'র শুটিং। একটি গানের দৃশ্য শুট করতে গিয়ে বাধল বিপত্তি। যখন অনুরাগের সিনেমার জুটি কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলীলা সেখানে পৌঁছান, তখন উপচে পড়ছে ভিড়। ঠিকমতো পা ফেলার জায়গাটুকু নেই।

পছন্দের অভিনেত্রীকে একটিবার ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ শ্রীলীলার হাত ধরে টানলেন। কেউ আবার কাছে গিয়ে সেলফি তোলার চেষ্টা করলেন। তবে নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা অভিনেত্রীকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন। কোনও অঘটন ঘটেনি। ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে ঘাম ছুটে যায় কার্তিকেরও।

ভিডিওটি ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন শুটিং স্পটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। দার্জিলিং পুলিশের অবশ্য দাবি, ওই জায়গায় প্রচুর সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন। তবে সিনেমার চিত্রনাট্য অনুযায়ী, অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের মাঝখান দিয়ে এসে উঠবেন মঞ্চে। সেসময় দর্শকদের মধ্যে থেকে কে বা কারা অভিনেত্রীর হাত ধরে টানেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা অভিনেত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যান। এই ঘটনায় কোনও তরফে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অনুরাগ আগেই জানিয়েছিলেন, দার্জিলিং সংগীতের শহর। তাই তাঁর আগামী ছবির গানের শুটিং তিনি এখানে করবেন। সেইমতো শনিবারের সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পেছনের দরজা দিয়ে ক্যাপিটাল হলে ঢুকে দর্শকদের মাঝখান দিয়ে এসে মঞ্চে উঠবেন অভিনেতা, অভিনেত্রী। কার্তিক আর শ্রীলীলা হেঁটে দর্শকদের মাঝখান দিয়ে প্রায় মঞ্চের কাছাকাছি চলেও এসেছিলেন। তখন বিপত্তি ঘটে। শ্রীলীলার ডান হাত ধরে টানা হয়। থমকে যান তিনি। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি অভিনেতা। বাউন্সাররা শ্রীলীলাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলে বিষয়টি নজরে পড়ে কার্তিকের। তিনিও দাঁড়িয়ে পড়েন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গানের শুট শেষ করে টিম অনুরাগ রবিবার সকালে মুম্বই ফিরে গিয়েছেন।

সেই মুহূর্ত, ভিড়ের মধ্যে এক ভক্ত শ্রীলীলার হাত ধরে টানছেন।

স্কুলে গিয়ে ভলান্টারি সার্ভিস দিন

প্রথম পাতার পর

সুবোধ সরকার, নলিনী বেরাদের ওই সভায় উপস্থিতির কারণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আবুল বাশার, সুবোধ সরকার ভাষণ দিতে উঠলে চাকরিহারারা চিৎকার করে তাঁদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত আমরা শুনতে এসেছি। রাজনৈতিক ভাষণ শুনতে আসিনি।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য প্রথম থেকে বারবার চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দিতে মরিয়া ছিলেন। কিন্তু ভাষণের মাঝে বারবার তাঁকে বাধা পেতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টের কাছে রায়ের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। নেতিবাচক উত্তর মিললে সরকার দু'মাসের মধ্যে যোগ্যদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে। যতদিন না সরকারের কাছ থেকে আপনারা বরখাস্তের নোটিশ পাচ্ছেন, ততদিন স্কুলে গিয়ে ভলান্টারি সার্ভিস দিন।'

তাঁর এই কথায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। মঞ্চের বাঁদিকের গ্যালারি ও সামনের সারি থেকে চাকরিহারারা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমরা রেগুলার থাকতে চাই। ভলান্টারি সার্ভিস দেব না।' তাঁদের আশ্বস্ত করতে যেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টকে আমরা যোগ্য-অযোগ্য বেছে দিতে বলব। সকলে নিশ্চিন্তে থাকুন।'

ক্ষোভ প্রশমনে মরিয়া ছিলেন তিনি। মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'আমি লাল-নীল-গেরুয়া কোনও রং দেখব না। ওরা আমাকে জেলে ভরলে ভরুক। বেঁচে থাকতে আমি যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। আদালতের রায়ে আমার হৃদয় পাথর হয়ে গিয়েছে।' যোগ্য-অযোগ্য নিয়ে চাকরিহারাদের মধ্যেও বিরোধ কম নয়। সেজন্য নেতাজি ইন্ডোরে ঢোকার কার্ড নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা হয়। চাকরিহারাদের একাংশের সঙ্গে হাতাহাতি হলেও দ্রুত পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশের বিখ্যাত আইনজীবীদের পাঁচজনের একটি প্যানেল সরকারের হয়ে লড়াই করবে। চাকরিহারারাও তাঁদের পরামর্শ নিতে পারবেন।' পাঁচজনের সেই আইনজীবী তালিকায় কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, প্রশান্ত ভূষণ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাকেশ দ্বিবেদীর নাম ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে চাকরিহারাদের বলতে শোনা যায়, আশার আলো দেখলাম না। সরকার আমাদের ললিপপ ধরাচ্ছে। আমরা সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দিয়ে অযোগ্যদের তালিকা তৈরি করে দিক। আমরা সুপ্রিম কোর্টের ওপর কেন ভরসা করব? আমরা কি সুপ্রিম কোর্টে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম?

নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠক নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনিই যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে জমা দিন। আপনি নিজেকে আইনজীবী বলেন। আপনি নিজেই সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করুন।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আজ বলছেন উনি কিছু জানতেন না। কিন্তু সব প্রশাসনিক বৈঠকে বলেন, তাঁর কাছে সব খবর থাকে। তাঁর দলের মুখপাত্র বলেছেন, দলের কাছে খবর ছিল। তাহলে এর দায় মুখ্যমন্ত্রী এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই দুর্নীতির জন্য তিনিই দায়ী।'

৩১৩ শিক্ষকের বেতন বন্ধের

প্রথম পাতার পর

টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (জিটিএ) জানাতে হবে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী এবং কেন এই শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করা হবে না। এদিন সিআইডির তরফে আদালতে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। মামলার কেস ডায়েরিও (সিডি) দেখতে চান বিচারপতি।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিটিএ'র প্রশাসক বোর্ডের দায়িত্ব নেন বিনয় তামাং। তাঁর আমলে ২০১৮-'১৯ সালে পাহাড়ের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত 'স্বেচ্ছাসেবক' শিক্ষকদের মধ্যে থেকে ৩১৩ জনকে স্থায়ী করেছিল রাজ্য সরকার। অভিযোগ, তৎকালীন প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনয় তামাং, রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শাসকদলের এক শীর্ষস্থানীয় ছাত্র নেতা পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এই নিয়োগ নিয়ে পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়।

সোমবার শুনানির শুরুতে বিচারপতি বলেন, 'আদালত তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চায়। সিআইডির আধিকারিক রিপোর্ট জমা করুক। নয়তো ডিআইজি সিআইডিকে আদালতে হাজির হতে বলা হবে।

৩১৩ জনের নিয়োগ বেআইনি। রাজ্যের উচিত তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা। দার্জিলিং কি রাজ্যের বাইরে নাকি? সিবিআই কোথায়? রাজ্য ও কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থাগুলির একই হাল।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে দাবি করেন, 'বেআইনিভাবে এই নিয়োগ হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়েছে। সরকারি আধিকারিকরাও জড়িত।'

রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বেআইনিভাবে নিয়োগ চলেছে। এটা অবমাননা নয়? এখন নিয়োগ বাতিল করা হলে আপনারা বলবেন, আদালতের রায়ে নিয়োগ বাতিল হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন করেন আপনারা।' জিটিএ'র উদ্দেশে বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনাদের তথ্য অনুযায়ী ওই শিক্ষকদের সমস্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনারা প্রকাশ করেছেন। একবার সেগুলি খতিয়ে দেখেছেন? দার্জিলিং হিল কাউন্সিলের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের সম্মতি ছাড়া নিয়োগ করতে না করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বেআইনিভাবে নিয়োগ হয়েছে। রাজ্য এই ৩১৩ জনের বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেনি।'

জিটিএ'র অর্থ কীভাবে বরাদ্দ হয় তাও এদিন জানতে চান বিচারপতি।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এই বরাদ্দ করা হয়। তা শোনার পর বিচারপতি জানিয়ে দেন, আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তা বৃহস্পতিবার আদালতে জানাতে হবে। আর এই সংক্রান্ত মামলা সার্কিট বেঞ্চ বা অন্য কোনও বেঞ্চে বিচারাধীন থাকলে এই আদালতের নির্দেশও জানিয়ে দিতে হবে।

জিটিএ'র প্রাক্তন চিফ এগজিকিউটিভ বিমল গুরুং এদিন আদালতের পর্যবেক্ষণ শোনার পরে বলেছেন, 'এতগুলো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেতে বসেছে। দুর্নীতি হয়ে থাকলে তদন্ত হোক। কিন্তু এই ছেলেমেয়েগুলির ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক।'

জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'আদালত এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, কোনও রায় দেয়নি। এখনই আমরা এই নিয়ে কিছু বলতে চাইছি না।' তাঁর সংযোজন, 'পাহাড়ে তো কোনও নিয়োগ ব্যবস্থাই নেই। অনীত থাপার অধীনে নতুন বোর্ড তৈরি হওয়ার পরে আমরা আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের দাবি জানিয়েছি।'

হল না পরীক্ষা

গোয়ালপোখর, ৭ এপ্রিল : একসঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন ৯ জন শিক্ষক। আর তার জেরে সোমবার স্কুলে ইউনিট টেস্ট নেওয়া গেল না। তবে কবে ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা জানাতে পারেননি গোয়াগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

সোমবার গোয়াগাঁও হাইস্কুলে ইউনিট টেস্ট ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আঁচ পড়েছে এই স্কুলেও। গোয়াগাঁও হাইস্কুলের ১৭ জন শিক্ষকের মধ্যে চাকরি হারিয়েছেন ৯ জন। ফলে স্কুলের পরিস্থিতি যে জটিল আকার নিয়েছে, তা মানছেন খোদ প্রধান শিক্ষক কাউসার আহমেদ। আশঙ্কা প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য, 'একসঙ্গে এতজন শিক্ষক চলে যাবেন, তা ভাবতে পারিনি। এখন পরীক্ষা নেব কীভাবে? একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তাই আজ পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ক্ষুব্ধ মুজাহিদ

কিশনগঞ্জ, ৭ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে এবার দলের মধ্যে সমালোচনার মুখে পড়লেন জেডিইউ প্রধান ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। দলের ভাঙন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। সরাসরি দলত্যাগের কথা ঘোষণা না করলেও দলের কিশনগঞ্জ জেলা সভাপতি ও কোচাধামনের প্রাক্তন বিধায়ক মাস্টার মুজাহিদ আলম যেভাবে নীতীশের সমালোচনা করেছেন, তাতে তাঁর দলত্যাগ সময়ের অপেক্ষা বলে সকলের ধারণা। তিনি মঙ্গলবার দল ছাড়তে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

এখন কোটিপতি

প্রথম পাতার পর

দু'পাশে চা বাগান রেখে সাত থেকে আট কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতেই হাপতিয়াগছ। হাপতিয়াগছে বৈধ বালির ঘাট আছে। কিন্তু তার সঙ্গে অবৈধভাবেও বালি তোলা চলছে। বিকেল প্রায় চারটে বাজে তখন। হাপতিয়াগছে সারিবদ্ধভাবে ডাম্পার ও বড় বড় লরির আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে। সাব-ক্যানালের দুর্বল সেতু দিয়ে 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব নিয়ে খাদানের দিকে এগিয়ে গেল একের পর এক লরি ও ডাম্পার।

পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আচমকা দেখা। তিনি ফাঁসিদেওয়ার মুড়িখোয়া এলাকা থেকে জরুরি কাজ সেরে ফিরছিলেন। বাইক দাঁড় করে আর্জির সুরে বলে উঠলেন, 'ফিল্ডার সর্বত্র সেট করা আছে দাদা। খাদানের দিকে ভুলেও নামবেন না। বাড়ির লোক বডি খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ। দয়া করে বেরিয়ে যান।'

বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাপতিয়াগছ গ্রামের দিকে সেতু পেরিয়ে ঢুকতেই ডান হাতে পেট্রোল পাম্প। ওই পাম্পে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর।

পরের গন্তব্য দাসপাড়া অঞ্চলের বালাবাড়ি। সেখানেও ডক নদীকে কেন্দ্র করে দাপিয়ে চলছে বালির অবৈধ কারবার। বখরার হিসাব পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের করতোয়া নদী থেকেও অবাধে চলছে বালি তোলা।

ইসলামপুর ব্লকের দলঞ্চা নদী থেকে বালি ও মাটি তোলা মাফিয়াদের জন্য যেন স্বর্গরাজ্য। আদ্রাগুড়ি গ্রামের এক ব্যক্তির হতাশ প্রতিক্রিয়া, 'যারা গোরুর গাড়ি চালিয়ে, দিনমজুরি করে একসময় সংসার টানতেন, আজ তাঁরা কোটি কোটি টাকায় খেলছেন।'

বালির কারবারে শুধুমাত্র ট্র্যাক্টর ভাড়া দিয়ে কত মানুষ লাখপতি হয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই বলেও ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন।

এই বালির কারবারে শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুরের বিত্তশালীদের টাকা বিনিয়োগের কৌশল গোটা সিস্টেমকে কার্যত প্রভাবিত করে ফেলেছে বলে কারবারের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে শাসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাহুবলীদের ব্যাকআপের জেরে কেউই ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস দেখায় না। বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের মিশেল এই সিন্ডিকেটকে সকলের ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছে। বেগরবাই করলে যে কোনও মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, গুলি করে 'ঠান্ডা' করে দেওয়া সিন্ডিকেটের বাঁ-হাতের খেল। স্বভাবতই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে, এই প্রশ্নই খাদান সাম্রাজ্যের ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে রয়েছে।

(চলবে)

২০ সেকেন্ডে উধাও ২০ লক্ষ কোটি টাকা

প্রথম পাতার পর

মাঝেমধ্যে রোগ সারাতে কড়া দাওয়াই দিতে হয়।'

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য ভারতের পক্ষে অশনিসংকেত বলে মনে করা হচ্ছে। পারস্পরিক শুল্কনীতির ধাক্কা সামাল দিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। বাণিজ্যমন্ত্রকের একটি সূত্র অনুযায়ী, আমেরিকা বুধবার পারস্পরিক শুল্ক চালু করলেও মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক চাপানোর পথে হাঁটবে না ভারত। পরিবর্তে বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কানাডা ও চিন আমেরিকার পণ্যে পালটা শুল্ক চাপালেও ভারতের এই অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ।

বাজার বিশেষজ্ঞ ভিকে বিজয় কুমার সোমবার বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। সব দেশে ছবিটা কমবেশি একরকম। বর্তমান পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করা উচিত।' ভারতের পাশাপাশি এশিয়ার অধিকাংশ দেশে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। জাপানের নিক্কেই সূচকের পতন ঘটেছে সাড়ে ৬ শতাংশ।

হংকংয়ের হ্যাং সেংয়ের পতনের হার ৯.৮ শতাংশ।

চিনের সাংহাই কম্পোজিট সূচকের পতন ৬.২ শতাংশ। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল শেয়ার বাজারে সূচক পড়েছে ৪.১ শতাংশ। সিডনিতে সূচকের ৩.৮ শতাংশ নিম্নগতি নথিভুক্ত হয়েছে। তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরের শেয়ার বাজারে পতনের হার যথাক্রমে ১০ এবং ৮.৫ শতাংশ। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে আমদানি করা বেশ কিছু পণ্য ও পরিষেবায় বরং শুল্ক কমিয়েছে ভারত। হার্লে বাইকের আমদানি শুল্ক ৪০ শতাংশে নামানো হয়েছে। বার্বন হুইস্কির ওপর শুল্ক দেড়শো থেকে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। গুগলের ওপর শুল্কও কমিয়েছে কেন্দ্র। আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোয় এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া বৈদ্যুতিন পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ, গ্রহরত্ন, গয়না সহ বহু জিনিসের দাম বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া পণ্যের পরিমাণ ভারতের মোট জিডিপির ২ শতাংশের কম। ফলে এদেশের অর্থনীতিতে ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কের ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে শেয়ার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

‘লর্ডস টেস্ট খেলেলেই বাবার স্বপ্নপূরণের বৃত্তটা পূর্ণ হবে’

একান্ত সাক্ষাৎকারে হর্ষিত রানা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : যখন তিনি হাসেন, গজদাঁতগুলো বেরিয়ে আসায় দারুণ দেখতে লাগে। বিপক্ষের উইকেট নিয়ে যখন ফ্লাইং কিস ছুড়ে দেন, গ্যালারিতে থাকা বহু তরুণীর হৃদয়ে হিল্লোল ওঠে।

তিনি বদলে গিয়েছেন। তাঁর জীবনও বদলে গিয়েছে। শেষ এক বছরের মধ্যে একজন ক্রিকেটার যা যা স্বপ্ন দেখতে পারেন, অদ্ভুতভাবে সব স্বপ্নই পূরণ হয়ে গিয়েছে হর্ষিত রানার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সি গায়ে শেষ মরশুমে মিচেল স্টার্ককে পাশে নিয়ে ১৯ উইকেট দখল করে বোলিংয়ের যে স্বপ্নের উড়ানে সওয়ার হয়েছিলেন তিনি। আপাতত সেটা টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টেস্ট, একদিনের ক্রিকেট ও টি২০ খেলে সামান্য থমকে। নজর আপাতত নাইটদের হয়ে আইপিএলে। কিন্তু হর্ষিতের মূল লক্ষ্য জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টেস্ট খেলা। আরও স্পষ্টভাবে বললে, লর্ডসে টেস্ট খেলার মাধ্যমে বাবা প্রদীপ রানার স্বপ্নপূরণ করা।

১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করার পাশে জাতীয় দলের হয়ে খেলা, বাবা প্রাক্তন সিআরপিএফ জওয়ান প্রদীপের কিছু স্বপ্ন আগেই পূরণ করেছেন হর্ষিত। আপাতত তিনি অপেক্ষায় লর্ডসে টেস্ট খেলার। আজ দুপুরে কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন কেকেআরের টিম হোটেলে বসে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দেওয়ার মাঝে হর্ষিত মেলে ধরলেন তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা। বলে দিলেন, যখন তিনি কেকেআরে সুযোগ পেয়েছিলেন, নিজে কেঁদেছিলেন। আর যখন অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে সুযোগ পান, তখন তাঁর বাবা কেঁদেছিলেন।

শেষ ছয়-আট মাসে স্বপ্নপূরণ

বহুদিনের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি। ঈশ্বর সবই আমায় একসঙ্গে দিয়ে চলেছে বলতে পারেন। বিশ্বাস ছিল, ভগবান একদিন আমায় আশীর্বাদ করবেন। সেটাই হচ্ছে এখন।

ক্রিকেট কেরিয়ারের মেন্টর বাবা

হ্যাঁ, আমার ক্রিকেট জীবনে বাবার বিশাল অবদান। আপাতত বাবার একটা স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আমি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছি। ইংল্যান্ড সিরিজে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে বাবার আরও একটা স্বপ্নপূরণ করেছি। কিন্তু এখনও একটা বাকি। ইংল্যান্ডের লর্ডসে টেস্ট খেলতে চাই আমি। আর সেই ম্যাচে বাবা যেন গ্যালারিতে থাকেন।

স্টার্কের অবদান ও পরামর্শ

শেষ আইপিএলে স্টার্কের থেকে প্রচুর পরামর্শ পেয়েছি। ওর ক্রিকেটীয় মানসিকতাই ভিন্ন। ম্যাচের সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে মানসিকতার বদল করতে হয়, তার সেরা উদাহরণ স্টার্ক। শেষ মরশুমের শুরুটা ভালো হয়নি ওর। কিন্তু হাল ছাড়েনি কখনও। ওকে দেখে শিখেছি, খারাপ ও ভালো সময় আসবেই। কিন্তু হাল না ছেড়ে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নেওয়া।

শোয়েব আখতারের ভক্ত হর্ষিত

(হাসি) হ্যাঁ, আমি শোয়েবের ভক্ত। তবে সেটা বাবার কারণে। বাবা আমায় ছোট থেকে বলেছেন, শোয়েবের মতো গতিতে বল করতে। আমি সেটাও যেমন চেষ্টা করি। তেমনই স্লোয়ারটাও নিয়মিত ব্যবহার করি।

ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন

ব্যক্তিগত জীবন এখন অনেক স্থিতিশীল। জাতীয় দলের হয়ে খেলার পর আমি এখন অনেক শান্ত। সময়ের সঙ্গে পরিণতিবোধও বেড়েছে।

নীতীশ রানার অবদান

নীতীশভাই আমায় কেরিয়ারে সেই ধাক্কাটা দিয়েছিল, যার দরকার ছিল সেই সময়। আমি ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বলতে পারেন নীতীশভাইয়ের জন্যই আমার কেরিয়ারের শুরুটা হয়েছিল।

গৌতম গম্ভীরের শিক্ষা ও পরামর্শ

গোতিভাইয়া আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আমি ওর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম, কুড়ির ক্রিকেটে বল করার সময় কখনও স্কোর বোর্ডের দিকে দেখতে নেই। কারণ, কোনও ম্যাচে চার ওভারে ৬০ রান হবে। আবার কোনও ম্যাচে চার ওভারে ১০ রানে তিন-চার উইকেটও আসবে। গতিভাই বলেছিল, পরিস্থিতি যেমনই হোক, কখনও ভেঙে না পড়তে।

গম্ভীরের হাত ধরেই জাতীয় দলে

(প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন) বাইরের দুনিয়ায় কে কী বলেন, সেটা নিয়ে ভাবি না। আমার মনে হয়, যখনই সুযোগ পেয়েছি, পারফর্ম করেছি। সেই কারণেই জাতীয় নির্বাচকদের পাশে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও আস্থা রেখেছে আমার উপর। বাইরে কে কী ভাবছে, সেটা দেখা আমার কাজ নয়।

রো-কোর সঙ্গে সাজঘরের অভিজ্ঞতা

আমার মতো তরুণ ক্রিকেটারের জন্য বিরাট ও রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ভারতীয় সাজঘরে থাকা বিশাল অভিজ্ঞতা। ওরা সবসময় বলেন, নিজের শক্তির উপর ভরসা রাখতে।

বুমরাহর সঙ্গে জুটিতে বোলিং

বুমরাহভাইয়ের সঙ্গে বোলিং করাটা একটা অভিজ্ঞতা। প্রচুর মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। যেমনই বোলিং করি না কেন, সবসময় আমায় বলে নিজের স্কিলের উপর ভরসা রাখতে। সঠিক লাইন, লেংথে বল করার কথা আমায় সবসময় বলে ও।

মেন্টর ব্রাভোর পরামর্শ

ডোয়েন ব্রাভো কুড়ির ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ওঁনার থেকে এখন ওয়াইড ইয়র্কারের স্কিলটা শিখছি আমি।

ভারতের ইংল্যান্ড সফর

যদি সুযোগ পাই, কথা দিচ্ছি একশো শতাংশেরও বেশি উজাড় করে দেব। আমি চাই, ক্রিকেট ছাড়ার পর যেন কোনও আক্ষেপ না থাকে আমার জীবনে।

‘মাঠে নেমে লক্ষ্য সবসময় দুশো শতাংশ দেওয়া’

ফেডেরার-রোনাল্ডোর সঙ্গে নৈশভোজের ইচ্ছা ঋষভের

কলকাতায় লখনউ সুপার জায়েন্টসের একটি অনুষ্ঠানে ঋষভ পন্থ। -ডি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : আর পাঁচটা ভারতীয়র মতো ছোট থেকে ক্রিকেটে মজে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তে পড়তেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, পেশাদার ক্রিকেটার হবেন। একদিন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন। অভিষেকের মুহূর্তটাই ছিল জীবনের সবথেকে গর্বের মুহূর্ত। এখনও দেশের হয়ে মাঠে নামলে বুকের ভিতর গর্বের চোরাস্রোত বইতে থাকে।

নৈশভোজে যদিও কোনও ক্রিকেটার নয়, ঋষভ পন্থের সঙ্গী হিসেবে পছন্দ রজার ফেডেরার, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! কলকাতার বাইপাসের ধারে এক পাঁচতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত এক টক শোয়ে এমনই ইচ্ছের কথা শোনালেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক। নিজের ক্রিকেট শুরুর দিনগুলি, দিল্লির সনেট ক্লাব থেকে গাব্বার ঐতিহাসিক ইনিংস- আইপিএলের চলতি ব্যর্থতাকে ছক্কা হাঁকিয়ে বিন্দাস মেজাজে পাওয়া গেল ঋষভকে।

নৈশভোজে কাকে নিয়ে যেতে চান? সবাইকে কিছুটা অবাক করেই ঋষভের জবাব, ‘যদি তিনজনকে বাছতে বলা হয়, তাহলে কোনও ক্রিকেটারের কথা বলব না। প্রথমজন অবশ্যই রজার ফেডেরার। দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তৃতীয়জন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র) মোদি স্যর।’

কারণও ব্যাখ্যা করলেন। টেনিসকে ভালো লাগার অন্যতম কারণ ফেডেরার। টেনিস কোর্টে যে শিল্পের প্রতিফলন ঘটান সুইস-তারকা, তা উপভোগ করেন। রোনাল্ডো সেখানে ‘শিক্ষক’! সিআর সেভেনের স্কিল যেমন টানে, তেমনই রোনাল্ডোর থেকে প্রচুর শিখেওছেন। তাই সুযোগ পেলে রোনাল্ডোর সঙ্গে নৈশভোজে যেতে চাইবেন। একইভাবে মোদি-স্যরের থেকেও প্রতিনিয়ত শিখছেন।

> এখনও ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানো গর্ব অনুভব করি। জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের দুশো শতাংশ দিতে মরিয়া থাকি। টিম ইন্ডিয়া হোক বা আইপিএল টিম-লক্ষ্যে তফাত থাকে না। বাইশ গজের সাফল্যে ওঠাপড়া থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করি।
>
> **ঋষভ পন্থ**

বাইশ গজের সাফারিতে গুরু হিসেবে পেয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। পাশে পেয়েছেন রোহিত শর্মার মতো সিনিয়ার সতীর্থকে। গাব্বার স্মরণীয় ইনিংসের স্মৃতি রোমন্থনে ঋষভ বলেছেন, ‘রোহিতভাই আমাকে এসে বলেছিল, তুই কী করেছিস, এখন বুঝতে পারবি না। আগামীদিনে যখন তোর এই ইনিংস নিয়ে লোকে বলবে, তখন বুঝবি এর গুরুত্ব। দলকে জেতানোর পর আবেগ কাজ করছিল। তবে এর প্রভাব এরকম হবে, তখন বুঝিনি।’

কেরিয়ারের শুরুতেই দুই হাত ভরা সাফল্য পেলেও মাথাটা কখনও ঘুরে যায়নি। পা সবসময় মাটিতে রাখার চেষ্টা করেছেন। যা শিখেছেন ‘আদর্শ’, ‘মেন্টর’ ধোনির থেকে। নিজেকে যতটা সম্ভব সহজ রাখো। নিজের খেলাকে উপভোগ করো। সঙ্গে পরিশ্রম, ঘাম ঝরানো। মাহিভাইয়ের মন্ত্রগুলি এখনও অনুসরণ করেন।

গর্বের মুহূর্ত। প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই উত্তর, ভারতের জার্সিতে অভিষেক। এখনও ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানো গর্ব অনুভব করেন। জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের দুশো শতাংশ দিতে মরিয়া থাকেন। টিম ইন্ডিয়া হোক বা আইপিএল টিম-লক্ষ্যে তফাত থাকে না। বাইশ গজের সাফল্যে ওঠাপড়া থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করেন। যা তাঁকে অক্সিজেন জোগায়।

রুরকি থেকে দিল্লি-ক্রিকেটার হয়ে ওঠার প্রতি পদে লড়তে হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই ঠিক করে নেন পেশাদার ক্রিকেটার হবেন। যেই ভাবা সেই কাজ, রাজধানী শহরে পা রাখেন স্বপ্ন নিয়ে। কোচ হিসেবে তারক সিনহাকে পাওয়া। ক্লাবের সিনিয়ার সতীর্থ, দাদার মতো গাইড পেয়েছেন ইশান্ত শর্মাকে। যা সামনের দিকে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে।

ইডেনে আজ কেকেআর বনাম ‘মোহন’ আবেগ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যদিও মঙ্গলবারের দ্বৈরথের আগে শাহরুখ খান ব্রিগেড বাঙালিয়ানার মুডে! সামনেই বাঙালির নববর্ষ। বঙ্গের আইপিএল প্রতিনিধি হিসেবে যে উৎসবে শরিক কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির। টিম হোটেলে এদিন তারই তোড়জোড়।

দলের তরফে বঙ্গবাসীকে স্বাগত জানানোর প্রয়াস। একেবারে পাঞ্জাবি-পাজামাতে বাঙালি বেশে হেডকোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত থেকে একঝাঁক নাইট তারকা। ‘শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা’-তারই বিশেষ শুটিং টিম হোটেলে। মেরুন পাঞ্জাবি, সোনালি পাজামা পরে ক্যামেরার সামনে হেডস্যর পণ্ডিত এবং তাঁর ছাত্ররা।

নববর্ষের আসল উপহার অবশ্য আগামীকাল ইডেন গার্ডেন্স সাজাতে চান। প্রতিপক্ষ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়েন্টস, কলকাতা যাদের কাছে দ্বিতীয় হোম। নাইট-দ্বৈরথে টিম লখনউয়ের অস্ত্র সেই বাঙালি-আবেগ। আরও পরিষ্কার করে বলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আইএসএল টিম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। অতীতে লখনউ বনাম কেকেআর ম্যাচে ইডেন গ্যালারি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে যে বাঙালিয়ানার যুদ্ধে।

আগামীকালও ব্যতিক্রম হবে না। তবে গত কয়েক বছরের মতো আগামীকাল সবুজ-মেরুন জার্সিতে দেখা যাবে না ঋষভ পন্থ, ডেভিড মিলার, নিকোলাস পুরানদের। আইপিএলের চেনা জার্সি পরেই নাইটদের টক্কর নেবে টিম লখনউ। আর যে যুদ্ধের আগে কলকাতায় পা রাখা থেকে ব্যাট হাতেই তুললেন না ঋষভ পন্থ!

রবিবার ইডেনে আড়াই-তিন ঘণ্টা থাকলেও প্র্যাকটিস করেননি। আড্ডা মেরে কাটিয়েছেন। এদিন তো ইডেনমুখোই হননি। বদলে সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছে গিয়েছিলেন মোহনবগানকে উৎসাহ জোগাতে। নিজেকে ফর্মে ফেরাতে মেন্টাল হেলথ নিয়ে স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি! অবশ্য এদিন ঋষভের মাঠে না আসা, নবাগত আরিয়ান জুয়েলকে নিয়ে সহকারী কোচ বিজয় দাহিয়ার লম্বা সময় উইকেটকিপিং কসরতে অনেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন। টিম সূত্রে যদিও ঋষভকে নিয়ে অনিশ্চয়তার গল্প উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ঋষভের সতীর্থ, বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ শাহবাজ আহমেদও বলে দিলেন, দল চিন্তিত নয় অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে। অপেক্ষা শুধু গেমচেঞ্জার মেজাজে ঋষভের প্রত্যাবর্তনের। সেদিন খুব দূর নয়। হয়তো মঙ্গলবারের ইডেনেই...। নাইটদের সহকারী কোচ ওটিস গিবসনও জানিয়ে দিলেন, ঋষভের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রস্তুত।

ডেভিড মিলার, আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শরা এদিন চুটিয়ে অনুশীলন সারলেন। নাইট শিবিরে আন্দ্রে রাসেল, আজিঙ্কা রাহানে অবশ্য বিশ্রামে।

আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস

সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা

পাঞ্জাব কিংস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : মুল্লানপুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মুখোমুখি

ম্যাচ ৫	
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	২

গতকাল পুরোদমে অনুশীলন। আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন এড়িয়ে এনার্জি বাঁচিয়ে রাখা। বাকিরা অবশ্য শেষবেলার প্রস্তুতি ভালোমতোই সারলেন।

দুপুর তিনটে নাগাদ মাঠে ঢোকে লখনউ। ঘণ্টা আড়াই অনুশীলনে জাস্টিন ল্যাঙ্গারদের বাড়তি নজর পিচে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কেকেআর। আলোচনায় বাইশ গজ। শাহবাজ বলেও দিলেন, বাংলার হয়ে লাল বলের ফর্ম্যাটে যেরকম পিচ থাকে, তার তুলনায় এই পিচ আলাদা। সেভাবে টার্ন না থাকলেও বল কিছুটা থমকে আসবে। পুরান-মার্শদের থামাতে যা অস্ত্র বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণের। স্পিনের বিরুদ্ধে মার্শ এমনকি ঋষভের পরিসংখ্যান উৎসাহ জোগাবে নাইটদের।

চলতি লিগে দুই দলেরই চার ম্যাচে জোড়া জয়। নেট রানরেটের বিচারে পাঁচে কেকেআর, ছয়ে লখনউ। শেষ ম্যাচে জয়ের অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে ফেলার তাগিদ। নিকোলাস পুরান বনাম বরুণ, মিচেল মার্শ বনাম হর্ষিত রানা- একাধিক ব্যক্তিগত দ্বৈরথ দুপুরের ম্যাচে উত্তাপ আরও বাড়াচ্ছে।

প্রিয় তারকার ফর্মে ফেরার দিকে তাকিয়ে ঋষভ-ভক্তরা। নাইট শিবিরের চোখ যেখানে নারায়ণ, রাসেলের ব্যাটে ঝড়ের দিকে। গিবসনের দাবি, নারায়ণ-রাসেলের ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন তাঁরা। নারায়ণ-শো সময়ের অপেক্ষামাত্র। শার্দূল ঠাকুর, আবেশ খান, আকাশ দীপ, রবি বিষ্ণোইদের বিরুদ্ধে আগামীকাল কি তা দেখা যাবে? মঙ্গলবারের ইডেন-শোয়ে যার উত্তর খোঁজার পালা।

রানে ফেরার লক্ষ্যে নেট প্র্যাকটিসে চলেছেন রিঙ্কু সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ পড়া মানতে পারিনি : সিরাজ

হায়দরাবাদ, ৭ এপ্রিল : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-মহম্মদ সিরাজের দাপটে সহজ জয় এসেছে গুজরাট টাইটান্সের। ৯ উইকেট নিয়ে চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি সিরাজ। অথচ অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ব্যর্থতার পর তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন। রবিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে সিরাজ জানিয়ে দিলেন, দল থেকে বাদ পড়া মানতে পারেননি।

ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের পর সিরাজ বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড থেকে বাদ পড়া হজম করতে পারিনি। সত্যি বলতে, আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছিল। তবে হতাশ না হয়ে ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে ভেবেছি। ফিটনেস নিয়ে কাজ করেছি। ভুলগুলি শুধরে আইপিএলের জন্য তৈরি হয়েছি। এখন বোলিং আবার উপভোগ করছি।’

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আবার গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরায় মজেছেন। এক্স হ্যান্ডলে সৌরভ লিখেছেন, ‘আত্মপ্রকাশের পর থেকে গুজরাট যেভাবে খেলছে তাতে বোঝা যায়, দলের সেটআপে একাধিক দুর্দান্ত ক্রিকেট মস্তিষ্ক রয়েছে। নেহেরা হেডকোচ হিসেবে ওর কোয়ালিটি দেখাচ্ছে। অসাধারণ গেম সেন্স।’

নেহেরার প্রশংসায় সৌরভ

জয়ের হ্যাটট্রিকে পয়েন্ট টেবিলে দুই নম্বরে উঠে এসেছে শুভমান গিল ব্রিগেড। তবে গুজরাটের জন্য খারাপ খবর, জরিমানা হয়েছে পেসার ইশান্ত শর্মার। রবিবার ইশান্ত ৪ ওভারে ৫৩ রান খরচ করেন। হতাশায় বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংয়ের সময় জলের বোতলে লাথি মারেন তিনি। যা গিয়ে বিলবোর্ডে লাগে। যা লেভেল-১ অপরাধ। যার জন্য ইশান্তের ২৫ শতাংশ ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

এদিকে, টানা চার হারে ব্যর্থতার কানাগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে সানরাইজার্স। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্বীকার করে নিয়েছেন, তারা প্রত্যাশানুযায়ী খেলতে পারছেন না। বলেছেন, ‘গত চার ম্যাচে আমরা সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছে নেই। জঘন্য ফিল্ডিং করেছি। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে অনেককিছু ঠিক করতে হবে আমাদের। তবে আমরা এখনও দল হিসেবে শক্তিশালী। শুধু জয়ের রাস্তায় ফেরা প্রয়োজন।’

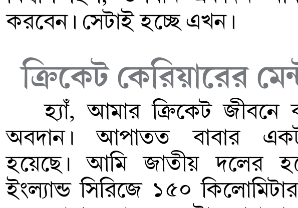

বিয়ের দিন কারুংয়ের সঙ্গে মেরি।

২০ বছরের সংসার ভাঙতে পারে মেরির

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : কারুং ওঙখোলারের সঙ্গে এমসি মেরি কমের ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়তে চলেছে! তাঁদের সংসার ভাঙার নেপথ্যে নাকি ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বক্সারের ব্যবসায়িক সহযোগী ও মেরি কম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিতেশ চৌধুরী। শোনা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গেই প্রেম চলেছে মেরির। দুইজনকে একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। অবশ্য অনেকদিনই মেরি কম স্বামীর সঙ্গে থাকেন না। চার সন্তানকে নিয়ে মেরির ঠিকানা এখন ফরিদাবাদ। কারুং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিল্লিতে থাকছেন। মণিপুরের সংবাদমাধ্যমের খবর, ২০২২ সালে মণিপুর বিধানসভায় কারুং প্রার্থী হয়েও জিততে পারেননি। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে বিপুল খরচ করে ফেলেন তিনি। যা নিয়ে তাঁদের মন কষাকষি শুরু হয়।

নেতৃত্বে ব্রুক

লন্ডন, ৭ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডের ব্যর্থতায় সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান জস বাটলার। এদিন তাঁর পরিবর্তে টি২০ ও ওডিআইয়ের জন্য ইসিবি হ্যারি ব্রুককে অধিনায়ক ঘোষণা করল। এর আগে তিনি বাটলারের ডেপুটি ছিলেন।

পিচের চরিত্র নিয়ে ধোঁয়াশা দুই শিবিরেই

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : শেষ হয়েও হইল না শেষ! ঠিক যেন মেগা সিরিয়াল। নিয়মিত হয়। আর ধারাবাহিকভাবে হয় বিতর্ক।

সৌজন্যে ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ। যেখানে খেলার চেয়ে বেশি বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের কেন্দ্রে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাদের ঠিক কেমন পিচ পছন্দ, সেটাই সময়ের সঙ্গে রহস্য হিসেবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ইডেন গার্ডেন্সের সামনে এসে থামল কেকেআরের টিম বাস। আর বাস থেকে নেমে সাজঘরে ঢোকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঠে ঢুকে চার নম্বর পিচের সামনে হাজির হয়ে গেলেন কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ডাক পড়ল ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর সঙ্গে মিনিট দশেক পিচ নিয়ে আলোচনা হল। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হল পিচ আলোচনার সিরিজও।

নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর ইডেনের কিউরেটারের সঙ্গে আলোচনায় মজে গেলেন। প্রায় সন্ধ্যার মুখে ইডেনে প্রবেশের পর সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও হাজির হয়ে গেলেন ইডেনের পিচের সামনে। তাঁকেও নাইটদের সিইও ও কোচের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা করতে দেখা গেল। আলোচনার এমন মেগা সিরিয়াল শেষ কবে দেখেছে ইডেন? বহু ভেবেও মনে করা যাচ্ছে না। কিন্তু নিয়মিতভাবে পিচ নিয়ে নাটক চলছেই। হয়তো আইপিএলের বাকি পর্বেও চলবে।

ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে নাটকের প্রভাব ভালোরকম রয়েছে কেকেআর, লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরেও। বিকেলের দিকে লখনউয়ের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন শাহবাজ আহমেদ। ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদে ইডেনের পিচ ভালোই চেনেন তিনি। এহেন শাহবাজও বলে গেলেন, ‘ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটের তুলনায় ইডেনের এই পিচটা একটু অন্যরকম। নাইটদের দলে বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ আছে বলেই এমন পিচ তৈরি হয়েছে, যেখানে স্পিনাররা সাহায্য পাবে। বলও থমকে আসবে।’ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে জাহির খান, জাস্টিন ল্যাঙ্গাররা কয়েক দফায় ইডেনের পিচ দেখে কালকের ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছেন।

একই পথে হেঁটেছে কেকেআরও। গোধূলি লগ্নে নাইটদের তরফে পিচ নিয়ে আলোচনার মেগা সিরিয়ালের মাঝেই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের সহকারী কোচ ওটিস গিবসন। পিচ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘আশা করব আগের ম্যাচের মতোই পিচ হবে। যদিও এটা দিনের ম্যাচ। তাছাড়া প্রবল গরমও রয়েছে। তবে আমরা দল হিসেবে সব চ্যালেঞ্জের জন্যই তৈরি।’ নারায়ণ-বরুণের উপস্থিতির জন্য ইডেনে ঘূর্ণি উইকেট চাইছে কেকেআর। অথচ, দলের দুই জোরে বোলার হর্ষিত রানা ও বৈভব অরোরা নিয়মিতভাবে ভরসা দিচ্ছেন। শুরুতে বিপক্ষের উইকেটও নিচ্ছেন। নাইটদের সহকারী কোচের কথায়, ‘আমাদের স্পিনারদের কাজটা সহজ করে দিচ্ছে শুরুর দুই জোরে বোলার। এই ছন্দ বজায় রাখতে হবে আমাদের।’

পিচ নিয়ে মেগা সিরিয়ালের মাঝে আগামীকাল লখনউয়ের রবি বিষ্ণোই ও দিগবেশ রাঠির ঘূর্ণির চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলান, আজিঙ্কা রাহানেরা, সেটাই দেখার।

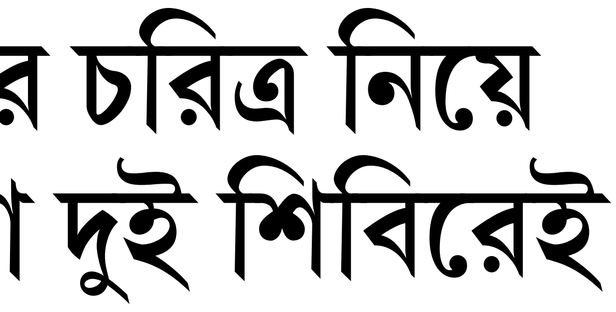

মঙ্গলবার কেমন আচরণ করবে ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ। পিচ পর্যবেক্ষণে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মেন্টর জাহির খান। ছবি : ডি মণ্ডল

বুমরাহকে ছক্কায় স্বাগত বিরাটের

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ২২১/৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২০৯/৯

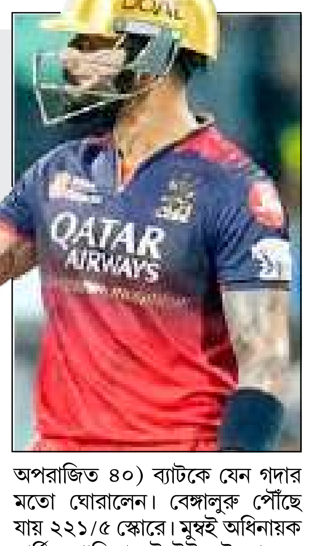

অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। ৯৩ দিন পর মাঠে নামা জসপ্রীত বুমরাহর প্রথম বলেই তিনি ছক্কা মারেন।

মুম্বই, ৭ এপ্রিল : ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল। ১৯ বছরের ছেলের বলে এলবিডব্লিউ হন বিরাট কোহলি। সেটাই ছিল আইপিএলে জসপ্রীত বুমরাহর প্রথম উইকেট। সেদিনের বুমরাহ মাঝের সময়ে শুধু ভারতের নয়, ক্রিকেটেরই মহার্ঘ্য সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন। পিঠের চোট সারিয়ে সোমবার ক্রিকেটে ফিরলেন বুমরাহ। ৯৩ দিন পর মাঠে প্রত্যাবর্তন করা 'মুফাসা' বুমরাহকে ছক্কায় স্বাগত জানালেন কোহলি। সেই ধাক্কা সামলে বুমরাহ (২৯/০) পাটা পিচে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ঘুরে দাঁড়ালেও তাঁর দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারলেন না। ১২ রানের জয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১০ বছরের খরা কাটানোর সঙ্গে তিন নম্বরে উঠে এসেছে।

জিতে তিনে আরসিবি

গতির হেরফেরের সঙ্গে স্লোয়ার বাউন্সার, ইয়র্কারে চেনা বুমরাহকেই পাওয়া গেল এদিন। জোড়া ছক্কা হজম ছাড়া একটি বাউন্ডারিও তাঁর থেকে আদায় করতে পারেননি চূড়ান্ত আগ্রাসন দেখানো আরসিবি ব্যাটাররা। তাঁর এই ফর্ম মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্টকেও স্বস্তি দেবে। কপাল ভালো থাকলে শেষ বলে জিতেশ শর্মার উইকেটও এসে যেত বুমরাহর নামের পাশে। এলবিডব্লিউ হলেও রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান জিতেশ।

উইকেট না পেলেও পাটা পিচে ৪ ওভারে বুমরাহ দিলেন ২৯ রান।

মুম্বইয়ের বাকি বোলারদের ভাগ্য যদিও এতটা ভালো ছিল না। ট্রেন্ট বোল্ট (৫৭/২), মিচেল স্যান্টনাররা (৪০/০) বেধড়ক মার খেলেন। বিরাটই (৪২ বলে ৬৭) যার মঞ্চ গড়ে দেন। পাশে পেয়ে যান দেবদত্ত পাডিক্কালকে (২২ বলে ৩৭)। পরে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার (৩২ বলে ৬৪) ও জিতেশ (১৯ বলে অপরাজিত ৪০) ব্যাটকে যেন গদার মতো ঘোরালেন। বেঙ্গালুরু পৌঁছে যায় ২২১/৫ স্কোরে। মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া দুই উইকেট পেলেও আরসিবি-র দুইশো পার হওয়া আটকাতে পারেননি।

রানতাড়ায় নেমে ব্যর্থতার কানাগলিতেই আটকে থাকলেন রোহিত শর্মা (১৭)। হাঁটুর চোট সারিয়ে মাঠে নামা রোহিত জোড়া চার ও একটি ছয়ে শুরুটা ভালো করলেও যশ দয়ালের বলে লাইন মিস করে বোল্ড হলেন। প্রায় তাঁর পিছু পিছু ফেরেন রায়ান রিকেলটন (১৭)। এরপরই সূর্যকুমার যাদব (২৬ বলে ২৮) ও উইল জ্যাকসের (১৮ বলে ২২) মন্থর ব্যাটিংয়ে জয়ের লক্ষ্যপূরণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ১২ ওভারে ৯৯/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে থাকা মুম্বই শিবিরে জয়ের আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন আগের ম্যাচেই রিটায়ার্ড আউট হয়ে ফেরা তিলক ভার্মা (২৯ বলে ৫৬) ও হার্দিক (১৫ বলে ৪২)। তাঁদের চেষ্টার পরও শেষ ওভারে মুম্বইয়ের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৯ রান। যা ক্রুণাল পান্ডিয়া (৪৫/৪) তাদের নিতে দেননি। মুম্বই আটকে যায় ২০৯/৯ স্কোরে।

ফাইনালে ওঠার হ্যাটট্রিক বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(কামিংস-পেনাল্টি ও আপুইয়া)
জামশেদপুর এফসি-০

(দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ফলে জিতল মোহনবাগান)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : প্রথম ভারতীয় কোচ হিসাবে ফাইনালে দল নিয়ে যাওয়ার হাতছানি!

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলছিলেন, 'নিজের উপর বিশ্বাস থাকলে সব ভারতীয় কোচরাই পারবেন।' কিন্তু নিজের উপরেই বিশ্বাসটা রাখতে পারলেন না খালিদ জামিল! এত আল্ট্রা ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে ফাইনালে গেলে পোয়েটিক জাস্টিস হত না বলেই

বিশ্বমানের গোল আপুইয়ার

হয়তো ম্যাচটা হেরে ফিরতে হল তাঁর দলকে। একইসঙ্গে প্রমাণিত হল, ফুটবল দেবতা সাহসীদেরই সঙ্গ দেন। তাই লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে করা দিমিত্রিস পেত্রাতোসের মতোই এদিনও জয়ের গোল এল সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষে। অনিরুদ্ধ থাপার মাইনাস থেকে আপুইয়ার ২৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের শট জাল কাঁপিয়ে দিতেই দিশেহারা ডাগআউট সহ ৫৮ হাজারের গ্যালারি। স্বপ্নভঙ্গ খালিদ ও তাঁর দলের। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে

গোলের পর আপুইয়াকে ঘিরে উচ্ছ্বাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনাল খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টই। আইএসএল ফাইনালে ওঠার হ্যাটট্রিক করে ফেলল বাগান শিবির।

পুরো দলটাকে নিজেদের অর্ধে নামিয়ে এনে প্রতিপক্ষের পায়ের জঙ্গলে জায়গা করে নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলার পরিকল্পনা নিয়েই এদিন মাঠে নামে জামশেদপুর। এর জন্য অবশ্য খালিদকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি নিজেও জানেন, তাঁর দলের সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে স্টিফেন এজে এবং আশুতোষ মেহতা না থাকায় দল আরও কমজোরি হয়ে পড়েছিল। জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংস-লিস্টন কোলাসোদের সামলানোর দায়িত্ব ছিল প্রণয় হালদার-সৌরভ দাসদের উপর। খালিদের জাদুমন্ত্রে দুর্দান্ত খেলছিলেন এই প্রায় হারিয়ে যেতে বসা দুই বড় দলের বাতিল দুই বঙ্গসন্তান। যদিও শেষপর্যন্ত প্রথম ভুল প্রণয়েরই। তার আগে ১৯ মিনিটে আলবার্তো রডরিগেজের একটা শট গোললাইন থেকে সেভ করেন সৌরভ। জামশেদপুর কোচকে সুযোগটা নিতেই হত। কারণ নিজেদের মাঠে মোহনবাগান আক্রমণভাগ প্রতিপক্ষকে ছিঁড়ে খেতে পারে, এটা তাঁর না জানার কোনও কারণ ছিল না। সবাইকে ডিফেন্সে নামিয়ে তাই ম্যাচ বাঁচানোই ছিল খালিদের প্রধান লক্ষ্য।

এতকিছুর পরেও কামিংস-লিস্টনদের আটকাতে শুরু থেকেই হিমসিম খেল জামশেদপুর। প্রথমার্ধেই অন্তত বার চারেক গোলমুখ খুলে ফেলেও বাগান ফুটবলারদের জালে বল জড়াতে না পারাটা দুর্ভাগ্যজনক। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এদিন সাহাল আবদুল সামাদ আর মাঝমাঠে দীপক টাংরিকে বসিয়ে নামান আশিক কুরুনিয়ান ও আপুইয়াকে। তিনি নিজের পরিকল্পনায় সফল। লিস্টনকে খেলালেন ডানদিকে। মনবীর সিং না থাকলে ভারসাম্য যে নষ্ট হয় সেটা এদিনও বোঝা গেল, তবে অনেকটা কম। এদিন আক্রমণে জেমি ম্যাকলারেনকে কিছুটা নিস্প্রভ লেগেছে। কারণ ওই পায়ের জঙ্গলের মধ্যে তিনি বল পাচ্ছিলেন না সেভাবে। ৫৯ মিনিটে লিস্টনের ক্রস থেকে ৬ গজ বক্সের মধ্যে নেওয়া জেমির দুর্দান্ত হেড অবশ্য অসাধারণ বাঁচান আলবিনো গোমস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলাগুলির মতো আক্রমণ আসতে থাকায় সেই চাপ সামলাতে না পেরে প্রণয়ই ভুলটা করে ফেলেন। কামিংসের কর্নার টম অ্যালড্রেড হেড করার পর নামার সময়ে তিনি হাত লাগিয়ে ফেলায় পেনাল্টির নির্দেশ দিতে দেরি করেননি তেজস নাগভেনকার। কামিংসের এই গোলের পর গ্যালারিতে ঋষভ পন্থ থেকে সাধারণ দর্শক, প্রত্যেকেরই চোখেমুখে স্বস্তি। মনবীর এবং পেত্রাতোসকে নামাতে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ে। এবার বহু ম্যাচ শেষ পাঁচ মিনিটে বার করেছে মোহনবাগান। এদিনও তাঁর অন্যথা হল না।

পেনাল্টি থেকে গোল করে জেসন কামিংস। ছবি : ডি মণ্ডল

২০২২ সালের পর আবার মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু ফাইনালে।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, টম, আলবার্তো, শুভাশিস, লিস্টন, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, আশিক (মনবীর), কামিংস (দিমি) ও জেমি।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে ঋষভ পন্থ। জেসন কামিংস গোল করতেই উচ্ছ্বাসে ভাসলেন ঋষভ। ছবি : ডি মণ্ডল

গোল করেও যেন নিরুত্তাপ আপুইয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : গোলের পর কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন সব ভুলে গিয়েছিলেন আপুইয়া।

পাঁচ মিনিট সংযুক্তি সময়। তার চতুর্থ মিনিটে প্রায় বাইশ গজ দূর থেকে বাঁক খাওয়ানো শট জালে জড়াতেই 'সব পেয়েছির দেশে'। না সব পাওয়া এখনও হয়নি। আইএসএল ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি-র কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। তবে সবুজ-মেরুনে এটাই আপুইয়ার প্রথম গোল। বাড়তি উচ্ছ্বাস থাকারই কথা। তবে গোলের পর কয়েক মুহূর্ত আপুইয়া নিস্পলক। সমর্থকদের দিকে ছুটে গেলেন। তবে কীভাবে সেলিব্রেট করতে হয় তা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। ম্যাচের পর তিনি বলছিলেন, 'অনেকদিন পর গোল করলাম। সেজন্যই বোধহয় এমন হল। আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম কীভাবে উদযাপন করব।' আপুইয়ার সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর এক তুতো ভাই। তাঁকে কথা দিয়েছিলেন গোল করলে একসঙ্গে সেলিব্রেট করবেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মিডফিল্ডার বলেছেন, 'গোলের পর গ্যালারির দিকে ছুটে যাই। গ্যালারিতে ভাইকেই খুঁজছিলাম।'

> মাঠে নামলেও আমি এখনও একশো শতাংশ চোট মুক্ত নই। গোড়ালিতে অল্প ব্যথা রয়েছে। তবে এখন মরশুম শেষের পথে। এই সময় দাঁড়িয়ে দলের জন্য এতটুকু ঝুঁকি নেওয়াই যায়।
>
> **আপুইয়া**

আপুইয়ার এদিনের গোল চোখে লেগে থাকার মতোই। এই গোলই কি তাঁর কেরিয়ারের সেরা? আপুইয়া নিজে অবশ্য নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটাকেই এগিয়ে রাখছেন। তবে এটাও বলেছেন, 'গুরুত্বের বিচারে দেখলে মোহনবাগানের হয়ে এই গোলটাই এগিয়ে থাকবে।' জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এদিন গোল করলেও বাকি ম্যাচে তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপুইয়া বলেছেন, 'মাঠে নামলেও আমি এখনও একশো শতাংশ চোট মুক্ত নই। গোড়ালিতে অল্প ব্যথা রয়েছে। তবে এখন মরশুম শেষের পথে। এই সময় দাঁড়িয়ে দলের জন্য এতটুকু ঝুঁকি নেওয়াই যায়।'

এদিন মোহনবাগানের খেলা দেখতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মাঠে এসেছিলেন ঋষভ পন্থ। গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'পন্থ মোহনবাগানের খেলা দেখে দারুণ খুশি।' সঙ্গে বলেছেন, 'এই সাফল্য সমর্থকদের ভালোবাসা আর ঈশ্বরের আশীর্বাদের ফল।' মাঠে এসেছিলেন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। বলেছেন, 'জামশেদপুর ভালো দল। তবে মোহনবাগান কেন সেরা আজ বুঝিয়ে দিল।'

সবুজ-মেরুন আবেগে পন্থও

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : পেনাল্টি থেকে জেসন কামিংসের শট জালে জড়াতেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে সমর্থকদের গগনভেদি চিৎকার। তার সরিক হলেন লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থও।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হৃদয়ে সবুজ-মেরুন। বাকি সমর্থকদের মতো সবুজ-মেরুন আবেগে তাঁরও চোখ জলে ভরে ওঠে। সোমবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরুর আগে তিনি যখন মাঠে ঢুকছেন তখন জাতীয় সংগীত শুরু হয়ে গিয়েছে। যে কারণে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। জাতীয় সংগীত শেষ হতেই হাঁটা দিলেন ভিআইপি গ্যালারির দিকে। সেই সময় পাশ থেকে 'জয় মোহনবাগান' ধ্বনি ভেসে আসতেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুড়ে দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। মোহনবাগানের আবেগ ছুঁল তাঁর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থকেও।

ম্যাচ শুরুর খানিক পরই মাঠে ঢোকেন পন্থ। গ্যালারিতে বসে প্রায় পুরো ম্যাচটাই দেখলেন। মোহনবাগানের হয়ে কামিংস গোল করতেই বাকিদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন লখনউ অধিনায়কও। আর ম্যাচের সংযুক্তি সময় আপুইয়ার দূরপাল্লার শট জালে জড়াতেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ভিড়েই যেন মিশে গেলেন তিনি। বাগানের ম্যাচ দেখতে এদিন গ্যালারিতে হাজির ছিলেন লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের বেশ কয়েকজন।

খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত ঋষভও। পরে বলেছেন, 'স্বাদবদল হিসেবে অন্য একটি খেলা দেখে ভালো লাগল। কী অনবদ্য ম্যাচ এবং কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা।'

শুটিং বিশ্বকাপে সোনা রুদ্রাক্ষর

বুয়েনস আয়ার্স, ৭ এপ্রিল : প্যারিস অলিম্পিকের ছাড়পত্র পাননি। তাই আক্ষেপ ছিল। সেটা এবার সুদে-আসলে মেটালেন রাইফেল শুটার রুদ্রাক্ষ পাতিল। সোমবার আইএসএসএফ শুটিং বিশ্বকাপের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতলেন তিনি। ফাইনালে ২৫২.৯ স্কোর করেছেন মহারাষ্ট্রের এই শুটার। সোনা জেতার পর রুদ্রাক্ষ বলেছেন, 'যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভালো ছন্দে ছিলাম। সেই ছন্দটা ফাইনাল পর্যন্ত ধরে রাখাই লক্ষ্য ছিল। ফাইনালে স্কোর নিয়ে কিছু ভাবিনি। সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে খোলা মনে নিজের পারফরমেন্স তুলে ধরেছি।' এদিকে, ফাইনালে উঠেছিলেন আরেক ভারতীয় শুটার অর্জুন বাবুটা। তবে তিনি কোনও পদক জিততে পারেননি। ১৪৪.৯ স্কোর করে সপ্তম স্থানে শেষ করেছেন অর্জুন।

বাবাকে ভয় পেতেন ধোনি

চেন্নাই, ৭ এপ্রিল : তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা চলছে। প্রাক্তন সতীর্থরাও অবসরের দাবি তুলছেন। এত কিছুর মধ্যেও তিনি অসম্ভব শান্ত। বরং নিজের ছোটবেলা নিয়ে স্মৃতিচারণায় মগ্ন 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ছোটবেলায় বাবাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই কথাই জানিয়েছেন তিনি। ধোনি বলেছেন, 'ছোটবেলায় বাবাকে প্রচণ্ড ভয় পেতাম। তিনি খুব কড়া শাসনে রেখেছিলেন আমাকে। কলোনিতে থাকার সময় বন্ধুরা সবাই পাঁচিলে উঠত। কিন্তু বাবার চোখে পড়ার

আজ জয়ে ফেরার চ্যালেঞ্জ চেন্নাইয়ের

ভয়ে আমি কোনওদিন সেই চেষ্টা করিনি। বাবা নিজে শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। সেই কারণেই হয়তো আমি শৃঙ্খলা মেনে চলি।'

এদিকে, চেন্নাই সুপার কিংসের খারাপ সময় কাটছে না। হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে তারা। দলের ব্যর্থতায় প্রাক্তন সতীর্থ থেকে ক্রিকেটপ্রেমীরা কাঠগড়ায় তুলেছেন 'ক্যাপ্টেন কুল'-কে। তবে, এই পরিস্থিতিতে ধোনির পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তিনি বলেছেন, 'এখনও ধোনি দুর্দান্ত উইকেটকিপিং করছে। তবে চেন্নাই দলে ওর ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। শেষ ১০-১২ বল খেলে ম্যাচে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। তবে আইপিএলে ধোনি এখনও বিপজ্জনক।'

হাজারো সমস্যা নিয়ে চেন্নাই আগামীকাল নামছে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। জয়ের ট্র্যাকে ফিরতে গোটা সিএসকে ব্রিগেডকে পারফর্ম করতে হবে। উলটোটা হলে আরও একটা খারাপ দিন অপেক্ষা করছে চেন্নাই সমর্থকদের জন্য।

> এখনও ধোনি দুর্দান্ত উইকেটকিপিং করছে। তবে চেন্নাই দলে ওর ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। শেষ ১০-১২ বল খেলে ম্যাচে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। তবে আইপিএলে ধোনি এখনও বিপজ্জনক।
>
> **রিকি পন্টিং**

অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের ব্যর্থতার মাঝে বিতর্কে দলের তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বীনের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল। তাঁর চ্যানেলে চেন্নাইয়ের ম্যাচ বিশ্লেষণ করতে বিশ্লেষক প্রসন্ন আগোরাম জানান, চেন্নাইয়ের উচিত আফগান তারকা নুর আহমদকে বসিয়ে একজন বিদেশি ব্যাটার খেলানো। এই বিশ্লেষণের প্রবল সমালোচনা করেন চেন্নাই সমর্থকরা। ফলে বিতর্কে ইতি টানতে চ্যানেলে পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাকি মরশুমে চেন্নাইয়ের কোনও ম্যাচের বিশ্লেষণ করা হবে না।

শিলিগুড়ি দল রওনা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : মালদায় নেতাজি সুভাষ রাজ্য ক্রীড়ার জন্য শিলিগুড়ির ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স দল মঙ্গলবার রওনা হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, অ্যাথলেটিক্স দলে ৯ জন রয়েছেন। পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, ১৭ সদস্যের ফুটবল দল গড়া হয়েছে। অ্যাথলেটিক্স ও ফুটবল ৯ ও ১০ এপ্রিল হবে।

সুপার কাপ কোয়ার্টারে মোহন-ইস্টের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : সুপার কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেই দেখা হতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গলের। ২০ এপ্রিল থেকে ভুবনেশ্বরে এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে নকআউট ভিত্তিতে। আইএসএলের ১৩ ও আই লিগের প্রথম তিন দল চার্চিল ব্রাদার্স, ইন্টার কাশী এফসি ও গোকুলাম কেরালা এফসি অংশ নেবে। প্রথমদিনই নামছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। তাদের প্রতিপক্ষ যথাক্রমে কেরালা ব্লাস্টার্স ও আই লিগের তিন নম্বর দল। প্রথম ম্যাচ জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালে ২৬ এপ্রিল দুই দল খেলবে। এই দিকেরই অন্য দুই ম্যাচে পরদিন এফসি গোয়া খেলবে আই লিগের দুই নম্বর দলের বিপক্ষে। অন্য ম্যাচে খেলবে ওডিশা এফসি ও পাঞ্জাব এফসি। বিপরীত দিকে বেঙ্গালুরু এফসি-আই লিগের এক নম্বর দল, মুম্বই সিটি এফসি-চেন্নাইয়ান এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, জামশেদপুর এফসি-হায়দরাবাদ। যা হবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। আই লিগে যেহেতু এখনও চ্যাম্পিয়ন সহ বাকি স্থানগুলির ফয়সালা হয়নি, তাই ক্রমানুসার নির্দিষ্ট হবে তিন দলের মধ্যে লটারি করে। দুই সেমিফাইনাল ৩০ এপ্রিল। আগে ৭ তারিখ বলা হলেও ফাইনাল এগিয়ে করা হয়েছে ৩ মে।

নারায়ণ চন্দ্র আচার্য
পঞ্চম প্রয়াণ দিবস স্মরণে
৮ই এপ্রিল, ২০২০

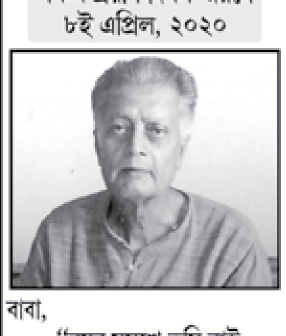

বাবা,
"নয়ন সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"
তোমার স্নেহের স্পর্শ থাকুক আমাদের জীবনে।
প্রণত : মেয়েরা ও নাতিরা

রাজ্য ক্রীড়ায় সুযোগ শিলিগুড়ি খো খো দলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য ক্রীড়া খো খো-য় সেরা চারটি দল অংশ নিতে পারবে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই শিলিগুড়ি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। খো খো বুধবার শুরু হবে।

উত্তরের খেলা

মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার জানিয়েছেন, পুরুষ দলে রয়েছেন- বাবন বর্মন (অধিনায়ক), অনুকূল সরকার, জিৎ সরকার, প্রীতম রায়, বিজয় মাহাতো, অন্নকুমার পাসওয়ান, ঋজু মণ্ডল, রাহুল সরকার, এসকে রফিজ, কৌশিক কর্মকার, প্রীতম মাইতি ও আরবাজ সাহা। কোচের দায়িত্বে পলাশ পাল। ম্যানেজার লোকনাথ বিশ্বাস।

মহিলা দল- অঞ্জলি মুন্ডা (অধিনায়িকা), জ্যোতি বিশ্বকর্মা, সালমা মাজি, জিতুমণি দাস, সরস্বতী ছেত্রী, দিয়া বর্মন, শেফালি মুন্ডা, কল্পনা বর্মন, অর্পিতা দাস, পূর্বা রায়, তিথি সামন্ত ও তানিশা মহাপাত্র। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে দিলীপ বড়ুয়া এবং প্রিয়াঙ্কা বসু। এছাড়া অফিশিয়াল হিসেবে যাচ্ছেন প্রতাপ মজুমদার। দল মঙ্গলবার রওনা দেবে।

এদিকে, সোমবার থেকে শুরু হল নবম রাজ্য ক্রীড়া। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের হকিতে আলিপুরদুয়ার ৭-০ গোলে মালদাকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছে। কলকাতাও ৭-০ গোলে হারিয়েছে মুর্শিদাবাদকে। কালিম্পংয়ের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর ১-০ গোলে জয় পেয়েছে। কোচবিহারকে ০-৩ গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

রিয়ালের চ্যালেঞ্জে তৈরি আর্সেনাল

লন্ডন ও মিউনিখ, ৭ এপ্রিল : লা লিগার শেষ ম্যাচে হার। লিগের লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সবসময় অন্য মেজাজে দেখা যায় লস ব্লাঙ্কোসকে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের প্রথম লেগে এটাই ভরসা জোগাচ্ছে কার্লো

চোট-আঘাতে জর্জরিত বায়ার্ন

আন্সেলোত্তিকে।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে আর্সেনালের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ খেলতে নামছে রিয়াল। ম্যাচ এমিরেটস স্টেডিয়ামে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘরের মাঠে পুরো পয়েন্ট নিতে মরিয়া থাকবে আর্সেনাল। কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চাই। নিজেদের খেলার দিকে মনসংযোগ করছি। ওদেরকে হারাতে আমরা তৈরি।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আর্সেনাল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ	
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম ইন্টার মিলান	

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

তবে মুখে জেতার কথা বললেও বাস্তবটা বেশ কঠিন সেটা ভালো করেই জানেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা। কারণ, রিয়াল প্রায় পূর্ণশক্তির দল নিয়েই লন্ডনে এসেছে। ভিনিসিয়াস জুনিয়ার-কিলিয়ান এমবাপে সমৃদ্ধ আপফ্রন্টকে আটকানোটাই বড় চ্যালেঞ্জ গানার্সের কাছে।

অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে আর্সেনালের ডেকলান রাইস।

পাশাপাশি অপর কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মুখোমুখি হবে ইন্টার মিলানের। ঘরোয়া লিগে দাপট দেখানোর পর এবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় নিজেদের মেলে ধরতে তৈরি তারা। দলের গোলমেশিন হ্যারি কেন বলেছেন, 'এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল আলিয়াঞ্জ এরিনাতে হবে। ঘরের মাঠে ফাইনালে খেলতে নামাই লক্ষ্য আমাদের।'

তবে ইন্টারের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চোট-আঘাত চিন্তা বাড়িয়েছে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির। চোটের তালিকায় রয়েছেন জামাল মুসিয়ালা, আলফান্সো ডেভিসের মতো তারকারা। তাই মার্কাস থুরাম, লওটারো মার্টিনেজ সমন্বিত ইন্টারকে সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ বায়ার্নের। বুন্দেশলিগায় শেষ ম্যাচে জয় অবশ্য তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা আমজাদ হক - কে 31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 50H 82655 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাকে এবং আরও অনেক মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য। আমার পরিচিত অনেক মানুষই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেক উপকৃত হয়েছেন, এখন আমিও তাদের মধ্যে একজন। এটা আমাকে অনেক আনন্দিত করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।